পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com

কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 269 Saturday, 30 August, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ২৬৯ সংখ্যা ❋ ১৩ ভাদ্র ১৪৩২, শনিবার, ৩০ আগস্ট ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সর্বদলীয় বৈঠক নিয়ে অসন্তুষ্ট তৃণমূল

বুথ বিন্যাসের রিপোর্ট নিয়ে প্রশ্ন তুলল বিজেপি, সিপিএম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ শুক্রবার সর্বদল বৈঠক ডেকেছিল নির্বাচন কমিশন। মুখ্যনির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে হওয়া সেই বৈঠক নিয়ে একেবারেই সন্তুষ্ট নয় তৃণমূল। বৈঠক শেষে অরূপ বিশ্বাসের স্পষ্ট কথা, ''আমরা আমাদের কথা বলেছি। তবে বৈঠকে সন্তুষ্ট নই।'' ১২০০-র বেশি একটা বুথে ভোটার থাকবে না, ইলেকশন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে তৃণমূল জানিয়ে দিয়েছে ১২০০ বেশি হবে না মানে তাই বলে ভোটারদের দূরেও পাঠানো যাবে না। নির্বাচনে হাইরাইজ বুথগুলি কীভাবে চলবে না চলবে সে ব্যাপারে আজকের বৈঠকে যে আলোচনা হতে পারে তার ইঙ্গিত আগেই পাওয়া গিয়েছিল। এবার বুথের সংখ্যা যেহেতু আরও বাড়ছে, তাই কোথায় কত বুথ হতে পারে, তার রূপরেখা তৈরি করতেই মূলত সর্বদল বৈঠক ডাকা হয়। বুথ বিন্যাস ও বিভিন্ন ইস্যুতে এদিন সর্বদলীয় বৈঠকে মাঝে মধ্যেই বাদানুবাদ হচ্ছিল বিজেপি-তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে। বুথ বিন্যাস নিয়ে সিইও অফিসে পাঠানো ডিইও অর্থাৎ ডিএম-দের রিপোর্টকে জালি বলে ব্যাখ্যা দেয় বিজেপি। তাদের কথা, ২৪ জন ডিইও রিপোর্ট পাঠিয়ে বলেছে যে কোনও দলের নাকি কোনও বিরোধিতা নেই। এটা একেবারে জালিয়াতি। বিজেপির শিশির বাজোরিয়া বলেন, ''আমাদের অবজেকশন রয়েছে। ডিইওরা কীভাবে এমন রিপোর্ট দিল! ২৪ জন ডিইওকেই শোকজ করা হোক। তারা ৪২০ মতো কাজ করেছেন।'' বামেরাও বুথ বিন্যাস নিয়ে ডিইও-দের পাঠানো রিপোর্ট নিয়ে সরব হন। অন্যদিকে, বৈঠকে কংগ্রেস নেতারা বিধান ভবনে বিজেপির তাণ্ডব ও ভাঙচুরের ঘটনার প্রসঙ্গ তোলে। দাবি করা হয়, দোষীদের চিহ্নিত করে দ্রুত গ্রেফতার করতে হবে। প্রসঙ্গত, এদিন বৈঠকে যোগ দেওয়ার আগে নো এসআইআর প্ল্যাকার্ড নিয়ে আসেন কংগ্রেস নেতারা। যা নিয়ে বিজেপি আপত্তি

জানায় বিজেপি। এবার ভোটে হাইরাইজ বুথ অর্থাৎ বহুতলে বুথ তৈরির কথা ভেবেছে কমিশন। মূলত শহর কলকাতার কথা মাথায় রেখেই এই ভাবনা শুরু হয়েছে। তবে বাস্তবায়িত হলে তা হবে গোটা রাজ্যেই। যে সমস্ত বহুতলে ৪০০ বা তার অধিক বাসিন্দা থাকেন সেখানেই বুথ করতে পারে কমিশন। বিগত কয়েক বছরে কলকাতার প্রায় সর্বত্রই গজিয়ে উঠেছে অসংখ্য বহুতল। হু হু করে বেড়েছে শহরের বাসিন্দাদের সংখ্যাও। এদিকে রাজ্যের অন্যান্য জায়গার তুলনায় শহর কলকাতার ভোটাদানের হার বরাবরই কম। তাই সেই ক্ষেত্রে এবার বদল আনতে চাইছে কমিশন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক জানিয়েছেন, আগে বুথ ছিল ৮০ হাজার ৬৮১টি। বুথ বিন্যাসের পর ১৩ হাজার ৮১৬টি বুথ বেড়েছে। ফলে রাজ্যে বুথের সংখ্যা হবে ৯৪ হাজার ৪৯৭টি। এই ১৩ হাজার ৮১৬টি বুথ নিয়ে কোনও দলের আপত্তি থাকলে সিইও দফতরকে ৮ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫ টার মধ্যে জানাতে হবে। পাশাপাশি, যা আপত্তি আসবে সেটা যাতে মেটানো হয় তার জন্য ডিইও-দের জেলা ভিত্তিক বৈঠক করতে বলবে সিইও। তৃণমূলের তরফে এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, পুলক রায় ও সাংসদ পার্থ ভৌমিক। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অরূপ বিশ্বাস বলেন, ''আগে একটা বুথে ১৫০০ জনের বেশি ভোটার ভোট দিতে পারতেন। কিন্তু কমিশনের নয়া নিয়ম অনুয়ায়ী, এবার থেকে প্রতি বুথে ১২০০ জন ভোটার থাকবেন। আর যারা বাড়তি তাদের নিয়ে আলাদা বুথ তৈরি হবে। আমাদের এই নিয়মে কোনও আপত্তি নেই। শুধু একটা বক্তব্য, ভোটারের ভোট কেন্দ্র যেন তার বাড়ির কাছে হয়। কমিশন যেন কোনও উপায়ে ভোট কমানোর চেষ্টা না করে।'' তবে বৈঠক যতটা শান্তিপূর্ণ হওয়ার কথা, ততটা কিন্তু মোটেই হয়নি। তৃণমূলের মুখে থেকেছে 'অসন্তুষ্টি'। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরবালের দফতরে রুদ্ধদ্বার সর্বদলীয় বৈঠক চলাকালীন বাইরে থেকে বাকবিতণ্ডার শব্দ পাওয়া যায়। বৈঠকের মাঝেই কি তা হলে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েছিল রাজনৈতিক দলগুলি? এই প্রশ্ন করা হয়েছিল অরূপ বিশ্বাসকেও। তিনি বলেন, ''আমরা যখন কমিশনের কাছে আসি, তখন মানুষের কথা বলতে আসি। কিন্তু কেউ কেউ নিজেদের দলের কথা বলতে আসেন। নির্বাচন কমিশনের কাছে আমাদের সাফ দাবি, তারা অন্তত নিরপেক্ষতাটা বজায় রাখুক।'' অর্থাৎ, বিবাদ স্পষ্ট। কিন্তু কারণ খানিক আধারে।

একটি ভাষা বলার জন্য কাউকে বিদেশি বলা যায় না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্টঃ কেন যাচাই করা হচ্ছে না নাগরিকত্ব? নথি-পরিচয় না দেখে কেন ঠেলে দেওয়া হচ্ছে বাংলাদেশে? বাংলায় কথা বললেই বা কেন বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে? শুক্রবার একটি মামলার শুনানি চলাকালীন সুপ্রিম কোর্টে উঠে এল এই প্রশ্নগুলোই। এদিন পশ্চিমবঙ্গ পরিযায়ী শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ডের তরফ থেকে করা মামলার ভিত্তিতে শীর্ষ আদালতে চলছিল শুনানি। বিচারপতি সূর্যকান্ত, জয়মাল্য বাগচী এবং বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চে ওঠে সেই মামলা। শুক্রবার ওয়েলফেয়ার বোর্ডের প্রতিনিধি হিসাবে আদালতে সওয়াল করছিলেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পুশব্যাক ইস্যুতে যুক্তি তৈরিতে তিনি তুলে ধরেন সোনালি বিবির কথা। বাংলার বীরভূমের বধূ সোনালি বর্তমানে 'দেশহীন'। দিল্লিতে স্বামী-সন্তান নিয়েই থাকতেন। পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে সেখানে কাজ করতেন তারা। কিন্তু গত জুন মাসে তাদের আটক করে দিল্লি পুলিশ। ওই সময় আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন তিনি। আর সেই অবস্থায় তাদের ঠেলে দেওয়া বাংলাদেশে। এদিনের শুনানি পর্বে প্রশান্ত ভূষণের অভিযোগ, নাগরিক প্রমাণপত্র যাচাই না করে, শুধুমাত্র ভাষার ভিত্তিতে ওই মহিলাকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছে। এমনকি, এর আগে এই মামলায় নোটিস ইস্যু করলেও কেন্দ্রীয় সরকার কোনও জবাব দেয়নি বলেই দাবি করেন শ্রমিক সংগঠনের সওয়ালকারী। তিনি আদালতকে জানান, নোটিসের জবাব দেওয়ার পরিবর্তে কলকাতা হাইকোর্টে সোনালী বিবির মামলায়

কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়, এই সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন তাই হাইকোর্ট যেন এখন এই মামলা না শোনে। কেন্দ্রীয় আবেদন মেনে নেয় হাইকোর্ট। মুলতুবি হয় শুনানি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, সোনালিকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করা হতেই তার ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের করেছিল পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ড। কিন্তু ওই সময়কালেই সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক সংক্রান্ত এই একই ধরনের মামলা চলায় সোনালির মামলা শুনতে রাজি হয় না হাইকোর্ট। সেটাকেই 'ঢাল করে' কেন্দ্রও। একদিকে যখন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পুশব্যাক ইস্যুতে একের পর এক যুক্তি পেশ করছেন শ্রমিক সংগঠনের সওয়ালকারী। সেই সময় কেন্দ্রের প্রতিনিধি সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা মামলার বিরোধিতা করে বলেন, ''যদি কোনও একজন ব্যক্তি বিচার চান তা হলে তার পরিবার আদালতে আসুক। সরকার সব রকম সহযোগিতা করবে। এই ধরনের সংগঠন কেন আসছে? এদের নেপথ্যে রাজ্য সরকার রয়েছে।'' উল্লেখ্য, দুই পক্ষের যুক্তি শোনার পর শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, জাতীয় নিরাপত্তা, ঐক্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই মাথায় রাখতে হবে পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাব সীমান্ত নির্বিশেষে একই ভাষা সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্য বহন করে আসছে। কোনও একটি নির্দিষ্ট ভাষা বলার জন্য কাউকে বিদেশি বলে সন্দেহ করা ঠিক নয়। পাশাপাশি, কেন্দ্রের কাছে এই ভিত্তিতে সাত দিনের ডেডলাইন বেঁধে হলফনামা চেয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এমনকি, কাউকে দেশ থেকে বার করার ক্ষেত্রে কী কী নিয়মাবলী রয়েছে, তাও জানতে চেয়েছে আদালত। এছাড়াও কলকাতা হাইকোর্টকে দ্রুত সোনালি বিবির মামলা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

সময়মতো এসআইআর সংক্রান্ত রিপোর্ট নির্বাচন কমিশনে দিতে পারল না সিইও দফতর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ রাজ্যগুলি এসআইআর-এর জন্য প্রস্তুত কিনা তা জানতে চেয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সব রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের অফিস বা সিইওকে চিঠি দিয়েছিল। জানাতে বলা হয়েছিল শুক্রবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে তা জানাতে হবে। কিন্তু শুক্রবার বিকেল পাঁচটার মধ্যে এই তথ্য জানাতে পারেনি রাজ্যের সিইও দফতর। তবে তাঁরা জানিয়েছে, শুক্রবার রাতের মধ্যে কিংবা শনিবার সকালের মধ্যে তাঁরা নির্বাচন কমিশনকে এই সংক্রান্ত

বিষয়ে জানিয়ে দেবে। সিইও দফতর সূত্র মারফ এও জানা গেছে, সিইও দফতর ইসিআই-কে জানাবে যে তাঁরা এসআইআর হলে সব রকমভাবে প্রস্তুত। সে বিএলও থেকে ইআরও কিংবা এইআরও ইত্যাদি সব দিক থেকেই প্রস্তুতি নিয়েছে। বাংলায় কবে এসআইআর হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। কিন্তু এরই মধ্যে বাংলার শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস বলে দিয়েছে রাজ্যে এসআইআর তাঁরা করতে দেবে না। শুক্রবারই মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে হওয়া সর্বদল বৈঠকে যোগ দিয়ে তৃণমূল জানায়, এসআইআর নিয়ে তাঁরা একদমই সন্তুষ্ট নয়। মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস স্পষ্টত বলেছেন, বাংলায় এসআইআর হবে না। বৃহস্পতিবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের মঞ্চ থেকেও এসআইআর ইস্যুতে গর্জে উঠেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাফ জানিয়েছিলেন, বাংলা থেকে একটা নামও বাদ গেলে ১০ লক্ষ লোক নিয়ে দিল্লি অভিযান করবেন তাঁরা। তবে এই আবহে এটাও বোঝা যাচ্ছে, নির্বাচন কমিশন এসআইআর করার জন্য পুরোদমে প্রস্তুতি নিচ্ছে এবং সিইও দফতর প্রস্তত বলে ইঙ্গিত দিচ্ছে। এসআইআর নিয়ে রাজ্য-নির্বাচন কমিশন সংঘাতও চরমে পৌঁছেছিল। রাজ্য সরকারের চার জন অফিসারকে সাসপেন্ড করার ইস্যুতে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দিল্লিতেও তলব করা হয়েছিল। তাঁকে সিইসি জ্ঞানেশ কুমার স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, ৭ দিনের মধ্যে কমিশনের নির্দেশ পালন করে রিপোর্ট দিতে হবে। এরপরই চার সরকারি অফিসারকে সাসপেন্ড করে নবান্ন। তবে কমিশন যে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছিল, তা কার্যকর করেনি। এই ইস্যুতে কমিশনকে পাঠানো রিপোর্টে বলা হয়েছিল, আপাতত চারজন অফিসারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত করা হবে। এফআইআর যদি করতেই হয় তার জন্য আরেকটু সময় দেওয়া হোক।

'আমার বিরুদ্ধে কেউ কখনও আঙুল তুলতে পারেনি', সিবিআই যেতেই বললেন অতীন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ কলকাতা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র তথা তৃণমূল বিধায়ক অতীন ঘোষের বাড়িতে হানা দিয়েছে সিবিআই। খবরটা সামনে আসার পর থেকেই চাপাউতোর তৈরি হয়েছিল রাজনৈতিক মহলে। সূত্রের খবর, প্রায় আড়াই ঘণ্টার বেশি সময় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার অফিসাররা। অতীন যদিও বলছেন আরজি করের দুর্নীতি মামলায় সাক্ষী হিসাবে তাঁর কাছে নোটিস পাঠায় সিবিআই। সিবিআই বেরিয়ে যেতেই সাংবাদিকদেরও মুখোমুখি হন অতীন। স্পষ্ট বলেন, ''আমার বাড়িতে সিবিআই এসেছে বলে আমার কোনও ক্ষেদ নেই। কারণ আমার রাজনৈতিক চরিত্র কী আপনারা সবাই জানেন। ১৫ বছর ধরে কলকাতা পুরনিগমে হেলথ সামলাচ্ছি। আমার বিরুদ্ধে কেউ কখনও আঙুল তুলতে পারেনি।'' ঠিক এরপরেই তাঁর সংযোজন, ''ওদের যে কোনও উদ্দেশ্যই থাকুক আমি তাতে কিছু মনে করি না। কারণ আমি জানি আমার এতে কোনও ভূমিকা নেই।''তিনি আরও বলেন, ''কোনও জিজ্ঞাসাবাদ হয়নি। ওরা কিছু প্রশ্নমালা সাজিয়েছে। আমি উত্তর দিয়েছি। আরজি করের রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য ছিলাম বলেই আমাকে ডেকেছে। লোকাল বিধায়ক হিসাবে পদাধিকার বলে আমি ওখানকার মেম্বার ছিলাম। এখনও সরকার আবার আমাকে সদস্য করেছে। সরকারি প্রতিনিধি করেছেন। এখন প্রিন্সিপাল, এমএসভিপি-র মিটিংয়েও তো আমাকে যেতে হয়।'' উল্লেখ্য, আর জি করের তরুণী চিকিসক ধর্ষণ-খুন কাণ্ড তদন্তে গিয়ে সিবিআই আর্থিক অনিয়মের হদিস পায়। সেই মামলায় ইতিমধ্যেই প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ-সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হয়েছে। তদন্তের অংশ হিসেবে রোগীকল্যাণ সমিতির সদস্যদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

অমিত শাহকে নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য, মহুয়াকে গ্রেফতারের দাবি বিজেপির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ অনুপ্রবেশ নিয়ে তৃণমূলকে লাগাতার নিশানা করে চলেছে বিজেপি। এমনকি, কয়েকদিন আগে কলকাতায় এসে এই নিয়ে সরব হন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও। তারই জবাব দিতে দিয়ে অনুপ্রবেশ নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আক্রমণ করেন কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। আর সেই আক্রমণ করতে গিয়ে তাঁর একটি মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক বেধেছে। তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিজেপি। এমনকি, মহুয়ার বিরুদ্ধে একাধিক থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। অনুপ্রবেশ নিয়ে বিজেপির অভিযোগের জবাব দিতে গিয়ে গতকাল অমিত শাহর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে নিশানা করেছিলেন মহুয়া। অনুপ্রবেশ হয়ে থাকলে তার দায় কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বলে তিনি মন্তব্য করেন। কারণ, সীমান্তের সুরক্ষার বিষয়টি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে আক্রমণ করতে গিয়েই মহুয়ার একটি মন্তব্যে বিতর্ক বাধে। মহুয়ার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তুলে থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপির নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার মুখপাত্র সন্দীপ মজুমদার। একইসঙ্গে তিনি জানান, এই নিয়ে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লাকে চিঠি লিখবেন। আবার বিজেপি নেতা তথা আইনজীবী কৌস্তভ বাগচীও টিটাগড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। দ্রুত পদক্ষেপের আর্জি জানিয়েছেন তিনি। মহুয়ার মন্তব্যের নিন্দা করেছেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, ''তাঁর কথা শুনে হচ্ছিল, উগ্রপন্থী কোনও সংগঠনের মুখপাত্রের মতো কথা বলছেন।'' মহুয়ার মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করেন রাজ্য বিজেপির মুখপাত্র শতরূপা এবং মিডিয়া কো-ইনচার্জ কেয়া ঘোষ। মহুয়াকে আক্রমণ করে শতরূপা বলেন, ''দু-চারকলি ইংরেজি বললে যে উচ্চশিক্ষিত হওয়া যায় না, তার প্রমাণ তৃণমূলের সাংসদ মহুয়া মৈত্র।'' কৃষ্ণনগরের তৃণমূল সাংসদকে গ্রেফতারের দাবি জানায় বিজেপি।

জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে তুমুল বচসা পুলিশের, ওবিসি অধিকার মঞ্চের বিধানসভা অভিযানকে কেন্দ্র করে তুলকালাম

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ ওবিসি অধিকার মঞ্চের বিধানসভা অভিযানকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড। রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে কলেজ স্ট্রিট। অনুমতি ছাড়াই মিছিলের অভিযোগ পুলিশের। মিছিল শুরুর আগেই তুলকালাম কাণ্ড, শুরু হয় ধরপাকড়। ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পুলিশের সঙ্গে তুমুল ধস্তাধস্তি হয় আন্দোলনকারীদের। চ্যাংদোলা করে

বিক্ষোভকারীদের তুলতে দেখা গেল পুলিশকে। বিজেপির দাবি, হিন্দু ওবিসিদের বঞ্চিত করে সংখ্যালঘুদের অনৈতিকভাবে সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ ওবিসি অধিকার রক্ষা মঞ্চের ডাকে এদিন বিধানসভা ঘেরাও অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিজেপি সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। পুলিশের ধস্তাধস্তিতে জড়াতে দেখা যায় বিজেপি সাংসদকেও। পুলিশ বারাবার তাঁদের রাস্তা থেকে সরে যেতে বললেও তাঁরা সরতে নারাজ থাকে। তর্কাতর্কিতে আরও বাড়ে উত্তেজনা। রাস্তাতেই বসে পড়েন জ্যোতির্ময়, বিজেপি নেতা তমোঘ্ন ঘোষেরা। এরপরই বলপ্রয়োগ করে তাঁদের সরানোর চেষ্টা করে পুলিশ। পাল্টা পুলিশের প্রিজন ভ্যান আটকে বিক্ষোভ দেখাতে দেখা যায় বিজেপি কর্মীদের। পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ হয়ে যায় এলাকা। চ্যাংদোলা করে একের পর এক বিজেপি কর্মীকে আটক করে পুলিশের গাড়িতে তোলা হয়। বিজেপির মহিলা কর্মী সমর্থকদের ঠেকাতে প্রচুর মহিলা পুলিশকেও মাঠে দেখা যায়।

রাজ্যে গ্রুপ সি ও ডি-র নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি এসএসসি-র

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ অবশেষে শুরু হতে চলেছে রাজ্যের সরকার পোষিত ও সরকার অনুদানপ্রাপ্ত উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষাকর্মী নিয়োগ প্রক্রিয়া। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করল পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনেই এই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে। কমিশনের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, প্রথম রাজ্যস্তরের সিলেকশন টেস্ট-এর মাধ্যমে নিয়োগ হবে গ্রুপ সি (ক্লার্ক) ও গ্রুপ ডি পদে। এসএসসি জানিয়েছে, গ্রুপ সি (ক্লার্ক)-এর ক্ষেত্রে শূন্যপদের সংখ্যা ২৯৮৯ এবং গ্রুপ ডি-এর ক্ষেত্রে শূন্যপদ ৫৪৮৮। কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুধুমাত্র অনলাইনে আবেদন করা যাবে। ১৬ সেপ্টেম্বর বিকেল ৫টা থেকে ৩১ অক্টোবর বিকেল ৫টা পর্যন্ত আবেদন জানানো যাবে। তবে ফি জমা দেওয়ার সময়সীমা ৩১ অক্টোবর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আটকে থাকা নিয়োগ প্রক্রিয়া ফের শুরু হওয়ায় শিক্ষাক্ষেত্রে স্বস্তি ফিরল। এখন দেখার, কত দ্রুত এই নিয়োগ সম্পন্ন করতে পারে কমিশন।

চাপে পড়ে আগামী দুদিনেই অযোগ্য তালিকা প্রকাশ করবে এসএসসি

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্টঃ পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে টনক নড়ল কমিশনের। গতকাল, ২৮ আগস্ট, সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গ স্কুল সার্ভিস কমিশনকে (এসএসসি) স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছিল যে, ২০১৬ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় জড়িত অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা আগামী সাত দিনের মধ্যে প্রকাশ করতে হবে। তবে, আজ এসএসসি সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়েছে যে, সাত দিনের পরিবর্তে তারা আগামী দুদিনের মধ্যেই এই তালিকা প্রকাশ করবে। এই ঘোষণা রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে চলা নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড় নিয়ে এসেছে। ২০১৬ সালের স্টেট লেভেল সিলেকশন টেস্ট (এসএলএসটি) এর মাধ্যমে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছিল। এই মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট ২০২৪ সালের এপ্রিল মাসে ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর নিয়োগ বাতিল করার নির্দেশ দেয়। হাইকোর্টের এই রায়কে সমর্থন করে সুপ্রিম কোর্ট এপ্রিল ২০২৫-এ রায় দিয়েছিল যে, নিয়োগ প্রক্রিয়াটি 'ব্যাপক কারচুপি ও জালিয়াতির' কারণে দূষিত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চ

উল্লেখ করেছিল, এই নিয়োগ প্রক্রিয়ার বৈধতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। তবে, আদালত এও বলেছিল যে, যেসব প্রার্থীর বিরুদ্ধে কোনো নির্দিষ্ট দুর্নীতির অভিযোগ নেই, তাদের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে। এই মামলায় সিবিআই তদন্তে প্রকাশ পায় যে, ওএমআর শিটে কারচুপি, প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নিয়োগ, এবং অযোগ্য প্রার্থীদের নিয়োগের জন্য ঘুষের লেনদেনের মতো গুরুতর দুর্নীতি হয়েছে। সিবিআইয়ের চার্জশীটে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়, এসএসসির প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবিরেশ ভট্টাচার্য, উপদেষ্টা শান্তিপ্রসাদ সিনহা সহ বেশ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। চার্জশীটে জমা দেওয়া ভিডিও ফুটেজে এই দুর্নীতির প্রক্রিয়া স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে, যা আদালতে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের বিষয়টি এই মামলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়। এসএসসি জানিয়েছে, তারা দুদিনের মধ্যে এই তালিকা প্রকাশ করবে, যাতে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত প্রার্থীদের চিহ্নিত করা যায়। এই তালিকায় প্রায় ৬,২৭৬ জন প্রার্থীর নাম থাকতে পারে, যাদের মধ্যে ১,৪৯৮ জন প্যানেলের বাইরে থেকে নিয়োগ পেয়েছেন, ৯২৬ জন র‍্যাঙ্ক জাম্পিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ পেয়েছেন, এবং ৪,০৯১ জনের ওএমআর শিটে অসঙ্গতি পাওয়া গেছে। অনেকে মনে করছেন, অযোগ্য প্রার্থীদের তালিকা প্রকাশের ফলে যোগ্য প্রার্থীরা তাদের ন্যায্য অধিকার ফিরে পাবেন। তবে, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের ঘাটতি একটি বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে, নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া ২০২৫ সালের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে, এবং এর জন্য বিজ্ঞাপন ২০২৫ সালের ৩১ মে-র মধ্যে প্রকাশ করতে হবে।

'রাতে ৯ ঘণ্টা সময় দিন, তার মধ্যেই কাজ করে দেব'

চিংড়িহাটায় মেট্রোলাইন জুড়তে রাজ্যের কাছে ফের আবেদন মেট্রোরেল কর্তৃপক্ষের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ আটকে রয়েছে চিংড়িহাটার কাছে ৩৬৬ মিটার মেট্রোর কাজ। তা সম্পূর্ণ করার ছাড়পত্র দিচ্ছে না বলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে কলকাতা মেট্রোর কর্তৃপক্ষ। সম্প্রতি, কলকাতায় নতুন

তিন রুটে মেট্রোর উদ্বোধন করতে এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখানে কলকাতা মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার পি উদয় কুমার রেড্ডিকে। স্পষ্ট বলেছিলেন, ''রাজ্য সরকার কেন জমি দিচ্ছে না সেটা তারাই বলতে পারবেন। আমাদের তরফে বারবার করে রাজ্য সরকারের কাছে জানানো হয়েছে, কিন্তু তারপরও দেয়নি।'' আর এবার ফের একই ইস্যুতে রাজ্যকে চিঠি আরভিএনএল'র। গৌরকিশোর মেট্রোর নির্মাণ সম্পূর্ণ। বাকি রয়েছে ৩৬৬ মিটার অংশের গার্ডারের কাজটুকু। সেই কাজ শেষ করার জন্য ফের রাজ্যকে চিঠি মেট্রোর। 'এবার অন্তত কাজটুকু শেষ করতে দিন' আবেদন মেট্রো কর্তৃপক্ষের। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে কলকাতা হাইকোর্টে দাবি করেছে, ওই অংশে গৌরকিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশন চালু হলে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের চাপ বাড়বে। গাড়ির চাপ বাড়বে। যানজট বৃদ্ধি পাবে। মেট্রোকে তাহলে চিংড়িহাটা আন্ডার পাস করে দিতে হবে। এবার আরভিএনএল এবং কলকাতা মেট্রোর তরফে রাজ্য সরকারকে চিঠি লিখে জানানো হলো, গৌরকিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশন সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে গেলেও তারা চালু করবে না যতদিন না আন্ডার পাস তৈরি করা হচ্ছে। অর্থাৎ আন্ডারপাসও তারা তৈরি করে দেবে বলে দাবি করেছে। তবে ততদিন গৌরকিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশন বন্ধ থাকবে। এবার অন্তত ওই ৩৬৬ মিটার অংশে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হোক। মাত্র ৯ ঘণ্টা যদি রাতের সময় দেওয়া হয় তাহলে মেট্রো কাজ সম্পূর্ণ করে দেবে। সংশ্লিষ্ট চিঠিতে জানিয়েছেন কলকাতা মেট্রো এবং আরভিএনএল-এর কর্তারা। মঙ্গলবার এই বিষয়ে মামলা রয়েছে কলকাতা হাইকোর্টে। তার আগে এই চিঠি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। মূলত, গৌর কিশোর ঘোষ, নলবন এবং আইটি সেন্টার, এই তিনটি মেট্রো স্টেশন সম্পূর্ণ তৈরি হয়ে পড়ে রয়েছে। অভিযোগ, রাজ্যের খামখেলিপনার জন্য এবার গৌরকিশোর ঘোষ মেট্রো স্টেশন তৈরি হয়েও আপাতত চালু না করার সিদ্ধান্ত। অন্তত তাতে যদি রাজ্য সরকার অনুমতি দেয়, তাহলে সামান্য ওইটুকু অংশ কাজ শেষ করা যাবে বলেই দাবি মেট্রোর আধিকারিকদের।

পঞ্জাবের ৭ টি জেলা বন্যার কবলে, ৩ জেলায় জারি লাল সতর্কতা

চণ্ডীগড়, ২৯ আগস্ট ঃ টানা বৃষ্টির জেরে পঞ্জাবের সাত জেলা ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছে। নতুন করে তিন জেলায় লাল সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। শুক্রবার চণ্ডীগড়ে জরুরি বৈঠক ডাকেন মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য সরকার সমস্ত কর্মীদের ছুটি বাতিল করেছে। জেলার কন্ট্রোল রুমে বাড়ানো হয়েছে জনবল।শুক্রবার সকালে সুখনা লেকের ফ্লাড গেট খোলায় ঘগ্গর নদীতে জলস্তর বাড়ছে। ভাকড়া ড্যামের চারটি গেট দিয়ে ছাড়া হচ্ছে সুতলজে জল। সীমান্তবর্তী জেলায় সেনা নামানো হয়েছে। হেলিকপ্টারে আটকে পড়া মানুষদের উদ্ধার করা হচ্ছে, ড্রোনে পাঠানো হচ্ছে খাদ্যসামগ্রী।এদিন আবহাওয়া দফতর মোহালি, নবাংশহর ও হোশিয়ারপুরে লাল সতর্কতা এবং পাঠানকোটে হলুদ সতর্কতা জারি করেছে। বিগত তিন দিন ধরে সাত জেলা প্লাবিত। ২৫০টির বেশি গ্রামে ৫ থেকে ১৫ ফুট পর্যন্ত জল ঢুকে পড়েছে। গুরুদাসপুর ও অমৃতসরে নৌকা ও ট্র্যাক্টর ব্যর্থ হলে মানুষ কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছেন

'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'- এ তৃপ্ত মমতার বার্তা

কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ' আমদের পাড়া, আমাদের সমাধান' কর্মসূচিতে যোগদান করেছেন ১ কোটি মানুষ। সামাজিক মাধ্যমে এই সাফল্যের কথা তুলে ধরে জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকদের ধন্যবাদ জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভিডিয়ো পোস্ট করে তিনি লেখেন, আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলার প্রতিটি মানুষকে, যাঁরা আমাদের উপর বিশ্বাস রেখেছেন।তিনি লেখেন, অত্যন্ত গর্বের এবং আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, মাত্র ২৬ দিনে বাংলার ১ কোটিরও বেশি মানুষ রাজ্যজুড়ে ' আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান'-এর প্রায় ১৪ হাজার ৫০০টি শিবিরে এসে তাঁদের এলাকার সমস্যার নিরসনের লক্ষ্যে অংশগ্রহণ করেছেন। কোটির রেখা অতিক্রমে সকলকে অভিনন্দন। জনপ্রতিনিধি ও সরকারি আধিকারিকদের ধন্যবাদ।মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, বাংলার প্রতিটি মানুষের কাছে সরকারি পরিষেবা পৌঁছে দিতে আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। পাশাপাশি, আমাদের মা- মাটি-মানুষের সরকার আপনাদের প্রতি দায়বদ্ধতা আরও সুনিশ্চিত করতে এবং আপনাদের সমস্যার আশু সমাধানে সবসময় আপনাদের পাশে আছে ও আগামী দিনেও থাকবে। কথা দিলাম।প্রসঙ্গত, গত মাসে নাগরিক সমস্যা সমাধানে ' আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের ঘোষণা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। আজ থেকে ২৬ দিন আগে শুরু হয় কাজ। কর্মসূচির অংশ হিসেবে সরকারি আধিকারিক এলাকায় পৌঁছে মানুষের সমস্যার কথা শুনছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা অনুযায়ী সমধানের পথ বার করছেন। শুক্রবার সকালে এই কর্মসূচির সাফল্যের কথাই তুলে ধরলেন মুখ্যমন্ত্রী।

জখেনি এবং চেনানির পথে বিপর্যয়, এখনও বন্ধ জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক

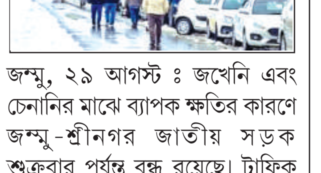

জম্মু, ২৯ আগস্ট ঃ জখেনি এবং চেনানির মাঝে ব্যাপক ক্ষতির কারণে জম্মু-শ্রীনগর জাতীয় সড়ক শুক্রবার পর্যন্ত বন্ধ রয়েছে। ট্রাফিক বিভাগের এক আধিকারিক জানান, মেরামতির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এই সড়কে যাত্রীদের না চলার পরামর্শ দেওয়া হযেছে।তিনি আরও জানান, মানুষ যেন কোনও গুজবে কান না দেন। এদিকে মুঘল রোড ও শ্রীনগর-সোনমার্গ-গুমরি রোডে যান চলাচল স্বাভাবিক রযেছে। তবে সিন্থান রোড আপাতত শুধুমাত্র হালকা যান চলাচলের জন্য খোলা হয়েছে। প্রশাসন যাত্রীদের শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এবং ওভারটেক এড়িয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন।

আমেরিকার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানো উচিতঃঅরবিন্দ কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট ঃ আমেরিকার ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক চাপানো উচিত ভারতের এমনটাই দাবি জানালেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে কেজরিওয়াল বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী আমাদের পিছনে কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, যা সমগ্র দেশের কৃষকদের সঙ্গে এক বিরাট বিশ্বাস ঘাতকতা।সম্প্রতি, ট্রাম্প ও আমেরিকার চাপে, সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে, আমেরিকা থেকে ভারতে আসা তুলার উপর এখনও পর্যন্ত ১১ শুল্ক ছিল, গত কয়েকদিনে, মোদী সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা থেকে আসা তুলার উপর আরোপিত ১১ শুল্ক প্রত্যাহার করা হয়েছে। এখন, ১৯ আগস্ট থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৪০ দিনের জন্য আমেরিকা থেকে আসা তুলার উপর কোনও শুল্ক আরোপ করা হবে না। এখন, আমেরিকা থেকে আসা অথবা আসা শুরু হওয়া তুলা, ভারতীয় কৃষকদের তুলার তুলনায় ভারতে গড়ে ১৫-২০ টাকা সস্তা।৫০ মার্কিন শুল্কের বিষয়ে, এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, যদি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৫০ শুল্ক আরোপ করে থাকেন, তাহলে আমাদেরও আমেরিকার উপর ১০০ শুল্ক আরোপ করা উচিত। এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেন, আমরা প্রধানমন্ত্রী মোদীর কাছে দাবি জানাচ্ছি, তুলার উপর ১১ আমদানি শুল্ক প্রত্যাহারের এই আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিত এবং আমেরিকা থেকে আসা তুলার উপর আবার ১১ আমদানি শুল্ক আরোপ করা উচিত এবং আমাদের দেশের কৃষকদের বাঁচানো উচিত হবে বলে মনে করা হয়েছেতাই আজ প্রধানমন্ত্রী সব সবাইকে সাবধান হতে বলেন।

রাহুল গান্ধী নিজেই কংগ্রেসের নতুন মণিশঙ্কর আইয়ার ঃসম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট ঃ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে আবারও আক্রমণ করলেন বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র। বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে সম্বিত পাত্র বলেছেন, যে দল স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করত, তাঁদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মায়ের বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য করার জন্য লজ্জিত হওয়া উচিত, যিনি ১০০ বছর বয়সে মারা গেছেন। বিহার এমন একটি ভূমি যেখানে মহান নেতা, জ্ঞান এবং ঐতিহ্যের জন্ম হয়েছে, সেখানকার মানুষ এসব দেখছে এবং এর জবাব দেবে।বিজেপি সাংসদ সম্বিত আরও বলেছেন, এই মন্তব্যের আগে রাহুল গান্ধীর বক্তৃতা শুনুন এবং বিশ্লেষণ করুন। তিনি ১৪০ কোটি ভারতবাসীর প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অসম্মানজনক ভাষা ব্যবহার করছেন। সংসদ অধিবেশন চলাকালীন, স্পিকার নিজেই বিরোধীদের অবমাননাকর ভাষার কথা উল্লেখ করেছিলেন। ২০১২-১৩ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদীর বিরুদ্ধে এই ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে, যখন তারা তাঁর মধ্যে একজন সম্ভাব্য নেতা দেখেছিলেন। রাহুল গান্ধী, মণিশঙ্কর আইয়ার এবং সঞ্জয় রাউতের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। রাহুল গান্ধী নিজেই কংগ্রেসের নতুন মণিশঙ্কর আইয়ার বলে মনে।

কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা ২৯ আগস্ট ঃ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডেলে এক বার্তায় তিনি জানান -'বল বীর, চির উন্নত শির!'কাজী নজরুল ইসলামের প্রয়াণ দিবসে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। কবি কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের হৃদয়ে আছেন।তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শকে আমরাই বহন করে চলেছি।তাঁর জীবন, আদর্শ ও কর্মকে নতুন প্রজন্মের কাছে আরো ভালোভাবে তুলে ধরতে আমাদের সরকার অনেক কিছু করেছে। তাঁর জন্মস্থান আসানসোলের কাছেই আমরা প্রতিষ্ঠা করেছি কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অন্ডালের গ্রীন ফিল্ড বিমানবন্দরটির নামকরণ করেছি কাজী নজরুল ইসলাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। গড়ে তোলা হয়েছে 'নজরুল তীর্থ' এবং 'নজরুল ইসলাম আকাদেমি'। এই আকাদেমি থেকে আমরা নিয়মিত কবির ওপর গবেষণামূলক বই প্রকাশ করছি। কলকাতায় একাধিক মেট্রো স্টেশনেও আমরা তাঁর নাম জা়য়ে নিয়েছি।তাঁর মৃত্যুদিনে আমাদের অঙ্গীকার, রবীন্দ্র - নজরুলের বাংলা ভাষার অপমান আমরা কিছুতেই মানবো না। এর প্রতিকারের জন্য যা যা করা দরকার, আমরা করব।উল্লেখ্য, সোশ্যাল মিডিয়ার ফেসবুক পেজে তিনি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন ।

আইএমএফের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর উর্জিত প্যাটেল

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক অর্থ ভাণ্ডার (আইএমএফ)-এর একজিকিউটিভ ডিরেক্টর পদে নিযুক্ত হলেন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্নর উর্জিত প্যাটেল। তিন বছরের জন্য তিনি আইএমএফ-এর এই পদে থাকবেন। এর আগে ওই পদে ছিলেন কৃষ্ণমূর্তি ভি সুব্রহ্মণ্যন। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই তাঁকে ফিরিয়ে নিয়েছিল সরকার।তিন বছরের জন্য আইএমএফে উর্জিত প্যাটেলকে নিযুক্ত করেছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটি। অর্থনীতিবিদ উর্জিত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নর হিসেবে সাড়ে তিন বছর কাজ করার পরে ২০১৬ সালে রঘুরাম রাজনের পরে গভর্নর হন। কিন্তু ২০১৮-এ ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে ইস্তফা দেন। পরে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব পাবলিক ফিনান্স অ্যান্ড পলিসি-তে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব সামলেছেন উর্জিত বলেন।

পাটনায় কংগ্রেস-বিজেপি কর্মীদের হাতাহাতি

পাটনা, ২৯ আগস্ট ঃ বিহারে রাহুল গান্ধীর ' ভোটার অধিকার যাত্রায়' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে কুরুচিকর ও অপমানজনক স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তার বিরুদ্ধে শুক্রবার পাটনায় কংগ্রেসের দলীয় দফতরের সামনে প্রতিবাদে বসেন বিজেপি কর্মীরা। অভিযোগ, তাদের লক্ষ্য করে পাথর ছোড়ে বিরোধীরা। তার জেরে দুই দলের

ট্রাম্প বনাম মোদিঃমার্কিন শুল্ক যুদ্ধের আনুষ্ঠানিক শুরুর সম্ভাব্য পরিণতি

নয়াদিল্লিঃভারত থেকে আমদানি পণ্যের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫০ শুল্ক কার্যকর করা হয়েছে।মার্কিন সরকার দেশটির রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের আদেশে ২৭শে আগস্ট, বুধবার থেকে ভারত থেকে আমদানি করা সমস্ত পণ্যের উপর প্রায় ৫০ শুল্ক আরোপ করেছে এই পরিমাণের অর্ধেক রাশিয়ান তেল কেনার জন্য শাস্তি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে নতুন শুল্কের সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের অর্থ হল বাণিজ্য ভারসাম্যের বাইরেও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে বাণিজ্য নীতিকে একটি হাতিয়ার ব্যবহার করা, যার মধ্যে রাশিয়ার সাথে জ্বালানি বাণিজ্যকারী দেশগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করাও অন্যতম।মার্কিন এই পদক্ষেপ ভারতীয় নানা পণ্যের রপ্তানি বাণিজ্যের জন্য ভয়াবহ ক্ষতি বয়ে আনতে পারে। এসব পণ্যের তালিকায় রয়েছে ওষুধ-পত্র, দামি পাথর, ডাল জাতীয় শস্য ও গাড়ির যন্ত্রাংশ। ভারতের শেয়ার বাজারে বিদেশী বিনিয়োগ কমে যেতে পারে এর ফলে। এ ছাড়াও মার্কিন আমদানিকারকরা চীনের কাছ থেকে পণ্য না কিনে ভারতের কাছ থেকে পণ্য কেনার যে কৌশলগত নীতি গ্রহণ করেছিল তাও দুর্বল হয়ে যেতে পারে। ট্রাম্প প্রথমে ভারতের রপ্তানি পণ্যের ওপর ২৫ শতাংশ কর আরোপ করেছিলেন। কিন্তু ভারত রাশিয়া থেকে তেল কেনা অব্যাহত রাখায় এর শাস্তি হিসেবে সেকেন্ডারি ট্যারিফ আরোপ করেন আরও ২৫ শতাংশ যাতে তেল বিক্রি খাত থেকে আয় করা ও লাভ করা হোয়াইট হাউজের ভাষায় রাশিয়ার জন্য বেশ কঠিন হয়ে পড়ে। ৫০ শতাংশ হারে মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধি ভারতকে বেশ ক্ষুব্ধ করেছে। ফলে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে বেড়েছে উত্তেজনা। ট্রাম্পের প্রথমবারের শাসনামলের মার্কিন জাতীয় নিরাপত্তা উচ্চ পরিষদের প্রধান জন বোল্টন ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, ভারত ট্রাম্পের পক্ষ থেকে শুল্ক খাতে ব। ধরনের আঘাত পেলেও চীন ও রাশিয়া তেমন একটা চাপের শিকার হয়নি। তিনি বলেন, ভারতকে যতই কোনঠাসা করা হবে ততই ভারত-মার্কিন সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জানা গেছে গত কয়েক সপ্তায় ট্রাম্প বেশ কয়েকবার টেলিফোনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলতে চাইলেও মোদি ফোন ধরেননি। মনে হচ্ছে ভারত-মার্কিন সম্পর্ক ক্রমেই আরও খারাপ হচ্ছে। যদিও উভয় সরকারই পূর্বে এই সম্পর্ককে একবিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারিত্ব হিসাবে বর্ণনা করেছে। ট্রাম্প স্পষ্টতই উত্তেজনা কমানোর উপায় খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন কিন্তু মোদির কথা বলতে অস্বীকৃতি তাকে ক্ষুব্ধ করেছে। ট্রাম্পের সাথে কথা বলতে মোদির অস্বীকৃতির সাথে মার্কিন প্রেসিডেন্টের আলোচনার ফলাফল বিকৃত করার উদ্বেগ জড়িত বলে জানা গেছে, বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে। ট্রাম্প বারবার দাবি করেছেন যে তিনি বাণিজ্য চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে পারমাণবিক সংঘাত রোধ করেছেন, যে দাবি ভারত সরকার অস্বীকার করেছে।মার্কিন প্রেসিডেন্ট বছরের পর বছর ধরে ভারতকে শুল্ক রাজা হিসেবে উল্লেখ করে আসছেন। তিনি নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে তারা শুল্ক এবং কঠোর মানদণ্ডের মাধ্যমে তার অভ্যন্তরীণ বাজারকে রক্ষা করছে, যে সমস্যাগুলি পূর্বে মোটরসাইকেল এবং গল্ফ সরঞ্জামের মতো কিছু আমেরিকান পণ্যের রপ্তানিকে প্রভাবিত করেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বছরের পর বছর ধরে ভারতকে শুল্ক রাজা হিসেবে উল্লেখ করে আসছেন, নয়াদিল্লির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন যে তারা শুল্ক ও কঠোর মানদণ্ডের মাধ্যমে তার অভ্যন্তরীণ বাজারকে রক্ষা করছে, যে বিষয়গুলো অতীতে মোটরসাইকেল এবং গল্ফ সরঞ্জামের মতো কিছু আমেরিকান পণ্যের রপ্তানিকে প্রভাবিত করেছে। এই বছর, দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য আলোচনা ধীরগতিতে এগিয়েছে, এবং ভারতীয় কৃষকদের সহায়তা দেয়া বা ভর্তুকি প্রদান এখনও একটি সংবেদনশীল বিষয়।২০২৫ সালের প্রথমার্ধে মার্কিন জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম আমদানি ৭০ বৃদ্ধি করে ৬.৬ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করেছে ভারত। কিন্তু তা সত্ত্বেও নয়াদিল্লির এইসব প্রচেষ্টা ট্রাম্পের শুল্ক সিদ্ধান্তকে ঠেকাতে ব্যর্থ হয়েছে।মার্কিন নয়া শুল্ক আরোপ ভারতের ঘরোয়া রাজনীতির ওপরও প্রভাব ফেলেছে। মোদি ক্ষুদ্র ব্যবসা ও কৃষকদের সহায়তা দেয়াকে অগ্রাধিকার দেয়ার কথা বলছেন। ট্রাম্পের নাম না নিয়েই মোদি বলছেন, চাপ যাই হোক না কেন, ভারত জিতবে। তিনি ভারতের অর্থনৈতিক নির্ভরশীলতার পুনর্বিন্যাস ও নতুন নতুন শরিক খুঁজে বের করার ওপরও জোর দিয়েছেন। আর এই পদক্ষেপের মধ্যে থাকবে চীন ও ল্যাটিন আমেরিক এবং পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে নতুন বাণিজ্য শরিক খুঁজে নেয়া।মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির এত উচ্চ হার কেবল ব্রাজিলের পর ভারতের ওপরই আরোপ করেছেন ট্রাম্প। ফলে গত ২৫ বছরে ভারত ও ওয়াশিংটনের সক্রিয় কূটনীতির মাধ্যমে ভারতে মার্কিন কোম্পানিগুলোর ব্যাপক উপস্থিতির যে ধারা জোরদার হয়েছিল তা সংকটাপন্ন হবে। মার্কিন আমদানিকারকরা চীনের পরিবর্তে ভারতকে গুরুত্ব দেয়ার যে নীতি গ্রহণ করেছিলেন তা এখন ব্যাপক ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠবে। তবে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির অধিকারী ভারতের ওপর বিশেষ করে ওয়াশিংটন ও নয়াদিল্লির মধ্যে কৌশলগত অংশীদারিত্বের উপর এই মার্কিন সিদ্ধান্তের পরিধি ও অব্যাহত প্রভাব আগামী সপ্তাহ ও মাসগুলিতে আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।ভারত মার্কিন চাপের মুখে নত হয়নি, বরং রাশিয়া ও চীনের সাথে দ্রুত অর্থনৈতিক সম্পর্ক সম্প্রসারণ করেছে, যা তার কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বজায় রাখার দৃঢ় সংকল্প তুলে ধরছে।

বহিরাগতের হাতে আক্রান্ত ডানকুনির টিএমসিপি কর্মী

কলকাতাঃকলকাতায় টিএমসিপি'র সমাবেশে যোগ দিতে আসার পথে বহিরাগতের হাতে আক্রান্ত ডানকুনির টিএমসিপি কর্মী, হামলার ঘটনায় ধাক্কাধাক্কিতে চলন্ত ট্রেন থেকে পোস্টে ধাক্কা লেগে জখম দলের আরেক কর্মী। কলকাতার গান্ধী মূর্তির পাদদেশে ২৮শে আগস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সমাবেশে যোগ দিতে আসার পথে আক্রান্ত হলেন ডানকুনির এক টিএমসিপি কর্মী। আরেক কর্মী ঘটনায় ধাক্কাধাক্কিতে চলন্ত ট্রেন থেকে পোস্টে ধাক্কা লেগে জখম হন। আহতেরা হলেন রাজ রায় ও অর্ণব রায়। দু'জনেই হুগলির ডানকুনির বাসিন্দা। জানা গেছে, ডানকুনি মিউনিসিপ্যালিটি থেকে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে যোগ দিতে আসছিলেন কর্মীরা। লোকালে চেপে হাওড়া স্টেশন আসছিলেন কর্মী সমর্থকরা। ট্রেন লিলুয়া স্টেশন ক্রস করার সময় হঠাৎ কেউ অতর্কিতে ট্রেনে উঠে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। আহতদের হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। যদিও ঘটনার পরই অভিযুক্ত ব্যক্তি পালিয়ে যান। এই ঘটনায় সন্দেহের তীর বিজেপির দিকে। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে ব্যবস্থা নিক। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার হুগলির ডানকুনি থেকে বেশ কিছু তৃণমূল ছাত্র পরিষদের কর্মী সমর্থক ট্রেনে করে হাওড়া স্টেশনের বড় ঘড়ির নিচে জমায়েত হতে আসছিলেন। লিলুয়া স্টেশনে ট্রেন ঢোকার পর তাঁরা যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে স্লোগান দিচ্ছিলেন সেই সময় বহিরাগত এক ব্যক্তি ট্রেনে উঠে তাঁদের স্লোগান বন্ধ করতে বলে। এই নিয়ে বচসা শুরু হলে হামলাকারী হঠাই মারমুখী হযে .ওঠে বলে অভিযোগ। হামলায় রাজ রায়ের মাথা ফেটে যায়। ধাক্কাধাক্কিতে ইলেকট্রিক পোস্টে ধাক্কা লেগে আহত হন অর্ণব রায়। তিনি ভাগ্যক্রমে ব। দুর্ঘটনার হাত থেকে প্রাণে বেঁচে যান। আহত দুই কর্মীকে উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে আনা হয়। সেখান থেকে রাজ'কে এসএসকেএম হাসপাতালে পাঠানো হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমেছে। এই বিষয়ে ডানকুনি পুরসভার ১৬নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শুভিজি গঙ্গোপাধ্যায় জানান, আজ (২৮ আগস্ট) তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস। সেই কারণে আমরা মেয়ো রোডের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। সকাল ১১-১০ মিনিট নাগাদ বারুইপুর লোকালে হাওড়া আসছিলাম। কিন্তু লিলুয়া স্টেশন ঢোকার মুখে এক বহিরাগত ব্যক্তি অতর্কিতে আক্রমণ করে কর্মীদের। এবং দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে যান। ওই ব্যক্তিকে ধরার চেষ্টা করেও ধরতে পারিনি। অনুমান বিজেপির কেউ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত।ডানকুনি পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল যুব সভাপতি অর্ণব রায় বলেন, তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের অনুষ্ঠানে মেয়ো রোডে যোগদান করতে যাচ্ছিলাম। লিলুয়া স্টেশন ক্রস করার একজন ট্রেনে উঠে আসে। আমাদের স্লোগান দেওয়ার সময় আমাদের এক কর্মীর গায়ে হাত দেয়। এরপর হঠাই ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়। আমি গেটের সামনে দাঁড়িয়েছিলাম। ধাক্কায় কোনওরকমে নিজেকে সামাল দিই। কি দিয়ে মেরেছে তা বুঝতে পারছি না। আমরা এ ব্যাপারে অভিযোগ জানাবে বলে মনে করা হয়েছে।

টোকিওতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি ও টোকিও, ২৯ আগস্ট ঃজাপানে পৌঁছলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই সফরে উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত-জাপানের পারস্পরিক আদানপ্রদান আরও শক্তিশালী হবে। শুক্রবার তিনি টোকিওতে বসবাসকারী ভারতীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের সঙ্গে সাক্ষা করেন।তিনি জানান, টোকিওতে ভারতীয় সম্প্রদায়ের উষ্ণতা এবং স্নেহ গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। জাপানি সমাজে অর্থপূর্ণ অবদান রাখার পাশাপাশি আমাদের সাংস্কৃতিক শিকড় সংরক্ষণে তাদের প্রতিশ্রুতি সত্যিই প্রশংসনীয় করা হয়েছে।

তুলোর ওপর আমদানি শুল্ক ছাড় ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট ঃতুলোর ওপর আমদানি শুল্ক ছাড় চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। এই বিষয়ে জানিয়েছে ভারত সরকারের প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো (পিআইবি)।পিআইবি-র তরফে জানানো হয়েছে, ভারতীয় বস্ত্র ক্ষেত্রে তুলোর সহজলভ্যতা বাড়াতে কেন্দ্রীয় সরকার সাময়িকভাবে তুলোর ওপর আমদানি শুল্ক ছাড়ের মেয়াদ ১৯ আগস্ট, ২০২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত আগেই বাড়িয়েছিল। রপ্তানিকারকদের বাড়তি সাহায্যার্থে কেন্দ্রীয় সরকার এইচএস ৫২০১ গ্রেডের তুলোর ওপর আমদানি শুল্ক ছাড়ের মেয়াদ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমাদের পাড়া আমাদের সমাধানে এলাকার মানুষদের কথা শুনলেন বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বারুইপুরে

বারুইপুরঃ নিজের কর্তব্যে অবিচল, ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস থাকলেও বারুইপুরে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে মানুষের সমস্যার কথা শুনলেন এবং ফর্ম ফিলাপ করলেন বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।নিজের কর্তব্য এবং পূর্ব নির্ধারিত সময়সূচি মেনে এলাকার মানুষের দু ঃখ দুর্দশা সমস্যার কথা শুনতে গত বৃহস্পতিবার বারুইপুর পৌরসভার ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে উপস্থিত হন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ তথা বারুইপুর পশ্চিম বিধানসভার বিধায়ক বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস মহাত্মা গান্ধী মূর্তির পাদদেশে।তবুও একটা দিন মানুষের পাশে থাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন, প্রত্যেক এলাকায় আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবির করে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শোনা এবং তার প্রশাসনিকভাবে সমাধান করা।সেইমতো সারা রাজ্য জুড়ে চলছে এই শিবির।এদিনবারুইপুর পৌরসভার তেরো নম্বর ওয়ার্ডের এই শিবিরে বারুইপুর পশ্চিমের বিধায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে টেবিলে বসে সাধারণ মানুষের অভাব অভিযোগের কথা শোনেন, নিজের হাতে স্থানীয়দের প্রয়োজনীয় ফর্ম বিতরণ করেন এবং এলাকা বাসীদের সমস্যা প্রশাসনিকভাবে সমাধানের আশ্বাস দেন।আর বিধায়কের এই কাজে খুশি এলাকাবাসী থেকে সাধারণ মানুষ।

জিএসআই, পূর্বাঞ্চলে জাতীয় ক্রীড়া দিবস ২০২৫ পালন

কলকাতা(পিআইবি)ঃজিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া (জিএসআই)-এর পূর্বাঞ্চলীয় দপ্তরে আজ জাতীয় ক্রীড়া দিবস উৎসাহ ও আনন্দের সঙ্গে পালন করা হল। হকি জাদুকর মেজর ধ্যান চাঁদের জন্মদিন উপলক্ষে এই দিনটি পালিত হয়। তাঁকে আজও ক্রীড়ায় শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক হিসাবে স্মরণ করা হয়।আজ জিএসআই দপ্তর খেলাধুলার এক রঙিন মঞ্চে পরিণত হয়। সমস্ত বিভাগ থেকে কর্মীরা একত্রিত হয়ে নানা ক্রীড়ায় অংশ নেন। শরীরচর্চা, মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতি এবং সহকর্মীদের মধ্যে বন্ধুত্ব বাড়ানো ছিল এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য। জিএসআই বিশ্বাস করে খেলাধুলা সততা ও দায়িত্ববোধ বাড়ায় এবং সমাজ ও দেশের প্রতি কর্তব্যবোধ গভীরতর করে।সংস্থার অতিরিক্ত মহানির্দেশিকা ও প্রধান শ্রীমতি বর্ষা অশোক আগলাওয়ে, জিএসআই পূর্বাঞ্চল অনুষ্ঠানটির উদ্বোধন করেন। তিনি বলেন, খেলাধুলা জাতি গঠনের জন্য অপরিহার্য, মানুষের মধ্যে ঐক্য ও দেশপ্রেম জাগায়। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার দুই ক্রীড়াবিদ, শ্রী কে. সুরেশ বাবু ও শ্রী শ্রীমন্ত কৃষ্ণ মহান্তি বিশেষ অতিথি হিসেবে যোগ দেন। তাঁরা শৃঙ্খলা, দৃঢ়তা, সহযোগিতা ও সুস্বাস্থ্যের গুরুত্ব নিয়ে কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেন।আজ সারাদিন কর্মীরা বয়স বা পদমর্যাদা ভুলে খেলাধুলায় মশগুল থাকেন। দপ্তরের নিয়মিত কাজের বাইরে সবাই আনন্দে মেতে ওঠেন। জেতা-হারা নয়, মূল উদ্দেশ্য অংশগ্রহণ করা আর সৌহার্দ্য বাড়ানো। শেষে বিজয়ীদের সম্মানিত করা হলেও, সবচেয়ে বড় সাফল্য- আনন্দ ও বন্ধুত্বের পরিবেশ।

রাশিফল

মেষঃআজ আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে সমতা ও সম্প্রীতির সঙ্গে কাজ করুন। কর্মজীবনের ব্যবসায় সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে যান। পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়বে। নিজের জন্য আরও বেশি কিছু করার অনুভূতি থাকবে।
বৃষঃ কর্মক্ষেত্রে কিছু গোলযোগ হলেও দিনান্তে তার সমাধান হবে। নতুন কর্মপ্রার্থীদের আয়ের পথ খুলতে পারে। বিবাহের যোগ হবে।
মিথুনঃ আজ আপনি উসাহ এবং আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ থাকবেন। বাড়িতে সুখের মুহূর্ত আসবে। বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হবে। সংসারে শান্তি হবে।
কর্কট রাশি ঃআজ আপনি সমস্ত বিষয়ে সামঞ্জস্য এবং সাফল্য বজায় রাখবেন। ভাগ্যের চাকা আনন্দদায়ক কাকতালীয় ঘটনাকে উৎসাহিত করবে। শুভ দিন হবে।
সিংহঃ আজ আর্থিক দিক দিয়ে কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। শিশুদের প্রস্রাব সংক্রান্ত রোগের সংক্রমণ বাড়বে। পরিবহণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত সম্পত্তি বিষয়ক ঝামেলা বাড়বে।
কন্যা ঃআজ আপনি দৃঢ়ভাবে চ্যালেঞ্জগুলির মুখোমুখি হতে প্রস্তুত থাকবেন। বাড়িতে অতিথিআসবে।
তুলাঃ সেবা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের আর্থিক সাফল্য আসবে। নার্ভ, প্রস্রাব ও শিরদাঁড়ার সমস্যায় আজ কষ্ট পেতে পারেন।শুভদিন।
বৃশ্চিকঃআজ আপনাকে প্রলুব্ধ করা বা বিভ্রান্ত করা কঠিন হবে। মানুষ এটা নিয়ে কথা বলবে না। চতুরতার সাথে, আপনি কঠিন কাজের জন্যও পথ তৈরি করবেন। জনগণ এর উপযুক্ত জবাব দেবে। শুভ দিন ।
ধনুঃ আজ পেটের ব্যথায় কষ্ট পেতে পারেন। কোনও কাছের বন্ধুর দ্বারা উপকৃত হতে পারেন। অফিসে সহকর্মীর সঙ্গে মতান্তর হতে পারে।
মকরঃ আজ আপনি সবাইকে পাশে রাখার প্রচেষ্টা বাড়িয়ে দেবেন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অংশীদারিত্বকে গুরুত্ব দেবেন। কর্মজীবনের ব্যবসায়ের ক্ষেত্রটি বড় এবং কার্যকর থাকবে। ব্যবসা শুভ দিন।
কুম্ভঃ আজ চিকিৎসা সংক্রান্ত খরচ বাড়তে পারে। ভবিষ্য পরিকল্পনা সকলের কাছে প্রকাশ না করাই ভালো। ঋণ সংক্রান্ত প্রলোভনে ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। বাবা-মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার উদ্রেক হতে পারে। ফুল, কাঠ, প্রসাধনী ব্যবসা আজ লাভজনক হবে। জ্ঞাতি।
মীনঃ আজ আপনি যতটা সম্ভব নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে ব্যস্ত থাকবেন। সুযোগের সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন। অপ্রত্যাশিত লাভের সম্ভাবনা রয়েছে। সুযোগের দিকে মনোনিবেশ করুন। বন্ধু এবং

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রুকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে মঙ্গলবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। শুক্রবার এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩৫ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৫.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৪ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ এবং ৬৩সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০৩.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫৪মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ১১মনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০১মিনিটে ।

আবারও জুয়ার ঠেকে হানা দিল পুলিশ এবার ধৃত ৮

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৯ আগস্ট ঃ গত কয়েক দিন আগে নব বারাকপুর পুরসভার ৭নং ওয়ার্ডের পশ্চিম মাসুন্দা চড়কতলা মাঠ সংলগ্ন একটি জুয়ার আসরে হানা দেয় নব বারাকপুর থানার পুলিশ। সেখানে দুজন দুষ্কৃতী সহ গ্রেপ্তার হয় মোট ১০ জন। গত সপ্তাহে নববারাকপুর পুরসভার ১২ নং ওয়ার্ডে দীর্ঘদিন ধরে চলা মদের ভাটিখানায় অভিযান চালিয়ে পুলিশ প্রায় ৫০ লিটার মদ বাজেয়াপ্ত করে এবং মদ বিক্রেতা অর্পণা ঘোষকে গ্রেপ্তার করা হয়। বাম আমল থেকে চলতে থাকা এই মদের ভাটিতে এই প্রথম বার বিরাট বড় বেশি পুলিশ অভিযান করল। এবারও বৃহস্পতিবার রাতে বিলকান্দা বুড়ির বাড়ি মাসজিদ মাঠ এলাকায় একটি জুয়ার আসরে হানা দিল পুলিশ। ৮ জন জুয়ারী কে গ্রেপ্তার করে। সেখানে নগদ ২১১০ টাকা ও বেশ কিছু প্লে কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়। শুক্রবার দুপুরে ধৃত আট জনকে ব্যারাকপুর মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। নববারাকপুর থানার এমন সক্রিয় ভূমিকায় এলাকাবাসী খুবই খুশি।

মহেশতলার সন্তোষপুরে রেললাইনের পাশে মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার

দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৯ আগস্ট, ঃ মহেশতলার সন্তোষপুরে রেললাইনের পাশে মিলল মহিলার রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল শোরগোল এলাকায়। রাতেই দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। সূত্রের এক পুলিশ আধিকারিক জানান ,মহিলার নাম রিঙ্কু সমাদ্দার (৩৯)। বাড়ি কলকাতার যাদবপুরে। প্রসঙ্গত , বৃহস্পতিবার রাতে মহেশতলা থানার সন্তোষপুর পাহাড়পুর রোডের রেললাইনের পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় এক মহিলাকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় মহেশতলা থানায়। মহেশতলা থানার পুলিশ ও জিআরপি গিয়ে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকা ওই মহিলাকে উদ্ধার করে। তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। মহিলার দেহের পাশে একটি ব্যাগ পড়েছিল। সেই ব্যাগের থেকে মোবাইল চার্জার, আধার কার্ড পায় পুলিশ। এটা কি খুন? না এর পিছনে অন্য কোন কারণ রয়েছে, খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

বিধানসভায় একটি স্বল্পকালীন বিশেষ অধিবেশন বসতে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ এই রাজ্য থেকে ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে পরিযায়ী শ্রমিকদের উপরে হেনস্থার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে রাজ্য সরকার বিধানসভায় একটি নিন্দা প্রস্তাব আনতে চলেছে। এইজন্যে আগামী সোমবার থেকে বিধানসভায় একটি স্বল্পকালীন বিশেষ অধিবেশন বসতে চলেছে। অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় আজ বলেন ঐ দিন দুপুর বারোটায় শোক প্রস্তাব গ্রহনের পরে অধিবেশন দিনের মত মুলতুবি হয়ে যাবে। এর আগে সর্বদলীয় বৈঠক ও কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। মঙ্গলবার এই ইস্যুতে সরকার পক্ষের আনা প্রস্তাবের উপরে আলোচনা শুরু হবে। বুধবার করম পুজোর জন্যে অধিবেশন বসবে না। বৃহস্পতিবার অধিবেশনের শেষ দিনেও একই ইস্যুতে আলোচনা চলবে বলে অধ্যক্ষ জানান। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আলোচনায় অংশ নিতে পারেন বলে পরিষদীয় দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে।

পটের দুর্গা পূজার প্রচনল করেন রাজবল হাটের কুলিয়ারা গ্রামের রায় পরিবার

দুরন্ত বার্তা, হুগলি ২৯ আগস্ট ঃ দেবী দুর্গার কাছে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালাতে গিয়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান রায় জমিদার বাড়ির কন্যা, পরে দেবী দুর্গার মুখে দেখা গিয়েছিল রায় কন্যার পরনের কাপড়ের টুকরো তার পর থেকেই মাটির দুর্গা প্রতিমা তৈরি বন্ধ করে পটের দুর্গা পূজার প্রচনল করেন রাজবল হাটের কুলিয়ারা গ্রামের রায় পরিবার। কথিত আছে পূজায় কোনো বেনিয়ম হওয়ার কারণে রায় কন্যা কে ভক্ষণ করেছিলেন মা। হুগলি জেলায় এক মাত্র পটের দুর্গা পূজার আয়োজন হয় রাজবল হাটের কুলিয়ারা গ্রামের রায় বাড়িতে।প্রায় চারশো বছর আগে দুর্গা পূজার সূচনা করেছিলেন রায় পরিবারের সদস্যরা। সেই সময় বর্ধমান মহারাজার অধীনে জাইগিদার ছিল রায় পরিবার।রাজবল হাটের রাজবল্লভী মায়ের পূজার নিয়ম মেনে পূজিত হন রায় বাড়ির পটের দুর্গা। যুগ যুগ ধরে এলাকার মালাকাররা শোলা দিয়ে তৈরি করে দেন পট সেই পটের উপর দুর্গার দশভুজার রূপ ফুটিয়ে তোলেন এলাকার চিত্র শিল্পীরা। মহালয়ার দিন থেকেই শুরু হয়ে যায় পূজা। সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমিতে এখনো চালু আছে বলি প্রথা। দুর্গা দালানের পাশেই নির্মাণ করা হয়েছিল নারায়ণের মন্দির, মন্দিরের পাশেই আছে পুকুর এবং পুকুরের পারে আছে শিব আর শিবিক্ষার মন্দির। বর্তমানে রায় পরিবারের সদস্য সংখ্যা প্রায় দেড়শ জন। পূজার সময় একত্রিত হয়েই পূজার আয়োজনে সামিল হন সকলে। বর্তমানে পটের দুর্গা মন্দির চত্বরে এবং মন্দির চত্বর এলাকাকে সৌন্দর্যায়ান করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে।

প্রাচীন রুপোর কয়েন, কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গহনা সহ গ্রেফতার ২

দুরন্ত বার্তা, বসিরহাট,২৯ আ্গাস্ট ঃ উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার, বসিরহাট থানার সাত নম্বর ওযার্ডের কাছারি পাড়াতে চলতি মাসের ১৬ ই আগস্ট বড়সরো চুরির ঘটনা ঘটে। প্রাচীনকালে ৩৭ টি রূপোর কয়েন সহ ৫৫ গ্রাম সোনার গহনা, মোবাইল ট্যাব সহ নগদ টাকা খোয়া যায়। প্রসঙ্গত কয়েকনগুলো ছিলো ব্রিটিশ আমলের। চুরির বিষয়ে বাড়ির মালকিনের তরফে বসিরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । তদন্ত নেমে বসিরহাট জেলা পুলিশের পুলিশ সুপার ডক্টর হোসেন মেহেদী রহমান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পার্থ ঘোষ বসিরহাট থানার আইসি রক্তিম চট্টোপাধ্যায় সহ পুলিশ আধিকারিকরা মালিক সরদার ও বাবলু সরদার নামের দুই দুষ্কৃতিকে গ্রেফতার করে। এর আগেও উত্তর ২৪ পরগনা বিভিন্ন থানায় এলাকায় ধৃতদের নামে চুরি ছিনতাই রাহাজানির একাধিক অভিযোগ রয়েছে বলে জানা গেছে,ধৃত দুইজনকে শুক্রবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বসিরহাটের পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদী রহমান জানান সাঁয়ত্রিশ টি রূপোর কয়েন,৫৫ গ্রাম সোনার গহনা, মোবাইল,ক্যামেরা, ট্যাব ও নগদ বারো হাজার টাকা উদ্ধার করা হয়েছে।

এসএসকেএমে আলাদা করে তৈরি হচ্ছে হেড-নেক সার্জারির অপারেশন থিয়েটার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ২৯ আগস্ট ঃ পুজোর আগেই ক্যানসার মুক্তির জন্য সরকারি ক্ষেত্রে বাড়ছে অস্ত্রোপচারের পরিধি। পিজি হাসপাতালের হেড-নেক সার্জারি পরিষেবা বদি পাচ্ছে। এখন ইএনটির অপারেশন থিয়েটারে একটি মাত্র ওটি টেবিল বরাদ্দ হেড-নেক সার্জারির জন্য। ১ সেপ্টেম্বর থেকে তিনটি টেবিলে অপারেশন হবে বলে জানা গিয়েছে। তাও আবার আলাদা করে তৈরি হওয়া হেড-নেক সার্জারির অপারেশন থিয়েটারে। অর্থাৎ একদম আলাদা বিভাগ হিসাবে নিজস্ব অপারেশন থিয়েটার নিয়ে যাত্রা শুরু করবে হেড-নেক সার্জারি বিভাগ। এমনটাই জানালেন বিভাগের প্রাণপুরুষ অধ্যাপক ডা. অরুণাভ সেনগুপ্ত।তাঁর দাবি, অপারেশনের জন্য লাইন দিযে .এই মুহূর্তে রয়েছেন প্রায় ২৫৬ জন ক্যানসার রোগী। এখন অপারেশন হলে রোগীদের হয়তো অনেকটাই সুস্থ করে তোলা যাবে। দেরি হলে সবটাই চলে যাবে নাগালের বাইরে। সোমবার পিজির ইএনটি বিভাগের ছ'তলায় গিয়ে দেখা গেল,নীল-সাদা বোর্ডে জ্বলজ্বল করছে লাল রংযের দু'টি অক্ষর। অপারেশন থিয়েটার। এই অপারেশন থিয়েটারই, এসএসকেএম-এর হেড-নেক সার্জারি বিভাগের। ১ সেপ্টেম্বর থেকে অপারেশন থিয়েটারের বাইরে লাল আলো জ্বলার পর্ব শুরু হবে। এখন ছ'তলাতেই হেড-নেকের উলটোদিকে ঝমঝম করে চলছে ইএনটি অপারেশন থিয়েটার। পাঁচটি টেবিলে ইএনটি সার্জনরা রোগীদের নতুন জীবন দিচ্ছেন। এবার হেড-নেক সার্জারি বিভাগেও তিনটি টেবিল নিয়ে শুরু হবে অপারেশন। ইএনটি ও হেড-নেক বিভাগ মিলিয়ে সপ্তাহে পাঁচদিন হবে অস্ত্রোপচার।হেড-নেকের ওয়ার্ডে অবশ্য রোগী ভর্তি রয়েছেন।এবার রোগীর সংখ্যা বাড়বে।অপারেশন থিয়েটারের সঙ্গেই রয়েছে মেল-ফিমেল ওয়ার্ড। অপারেশনের জন্য এখানে রোগী ভর্তি করা হয় মূলত।এতদিন রোগীদের অনেকদিন অপেক্ষা করতে হত।এবার অপারেশন থিয়েটার যাত্রা শুরু করায় আশায় বুক বাঁধছেন রোগীরা, ডাক্তাররাও। কারণ, অপারেশনের জন্য লাইন দিয়ে এই মুহূর্তে রয়েছেন প্রায় ২৫৬ জন ক্যানসার রোগী। এই কথা মাথায় রেখেই স্বাস্থ্যদপ্তরে হেড-নেকের ওটির পরিধি বাড়িয়ে ' করার অনুরোধ জানানো হয়। নার্স-সহ কয়েকজন বাড়তি স্টাফ বরাদ্দ করা হয়েছে বর্ধিত পরিষেবা সামাল দিতে।

এখন এই বিভাগে একজন প্রফেসর, একজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, দু'জন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর রয়েছেন।এছাড়া দু'টি বর্ষ মিলিয়ে ৮ জন পোস্ট ডক্টরাল স্টুডেন্ট পাবে এই বিভাগ। এই ১২ জন মিলিয়ে পাঁচদিন ওটি চালাবেন, দু'দিন আউটডোর চালাবেন। এমনটাই জানালেন অরুণাভ সেনগুপ্ত। অপারেশন থিয়েটারে তিনটি ওটি টেবিল। চতুর্থ টেবিলও মজুত রাখা হচ্ছে। প্রয়োজনে কাজে লাগানো হবে। ওটির পাশেই থাকছে একটি রিকভারি রুম। টাচ ফ্রি বেসিন। কম্পিউটার রুম। ওয়ার্ডে ভর্তি রাখার জন্য ১৭টি বেড, চারটি আইসিইউ। সব ঠিক থাকলে ২৫৬ জন রোগীর একটা বড় অংশের অপেক্ষার শেষ অবসান হবে পুজোর আগেই।

ভারতীয় পণ্যে ট্রাম্পের জারি করা পঞ্চাশ শতাংশ শুল্ক নীতিতে ক্ষতির মুখে বসিরহাটের মৎস্য ব্যবসা

সৌরভ দাশ,বসিরহাট,২৯ আগস্ট ঃ ভারতীয় পণ্যে চাপানো পঞ্চাশ শতাংশ শুল্ক নীতির জেরে বিপদের মুখে বসিরহাটের মৎসব্যবসা। চিন্তার ভাঁজ মৎস্যচাষি,ব্যবসায়ী,এক্সপোর্টার থেকে মাছ প্যাকিং শ্রমিকদের কপালে। ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক ২৫ থেকে বাড়িয়ে একলাফে ৫০ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর তাতেই বড়সর সঙ্কটের মুখে পড়েছেন বসিরহাটের চিংড়ি রফতানি কারীরা। কার্যত বিপর্যয়েযর মুখে পড়েছেন চিংড়ি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে মৎস্যজীবী, চিংড়ি প্যাকিং শ্রমিকর সকলেই। আমেরিকা ছাড়া একইভাবে ইউরোপের অন্যান্য দেশের বাজারে এই মাছ রফতানি করা হয়। তবে বাকি দেশগুলির তুলনায় আমেরিকায়, ভারতীয় মাছের চাহিদা বেশি। মার্কিন মুলুকে চিংড়ি সঠিক দামে বেচতে না পারলে অন্য দেশের বাজার ধরতে বেশ কিছুটা সময় লাগবে এই সমস্ত ব্যবসাযীদের। তাই ইউরোপ ও পূর্ব এশিয়ায় মাছ ব্যবসার বিকল্প বাজার খুঁজে বের করতে না পারলে ভবিষ্যতে উদ্বেগের কারণ হতে পারে। প্রতি সপ্তাহে কয়েকশো কোটি টাকার বাগদা, গলদা ও ভেনামি চিংড়ি বসিরহাট থেকে রপ্তানি করা হয়। বসিরহাট মহকুমার মালঞ্চ, বসিরহাট , হাসনাবাদ, সরবেড়িয়ার

, তেতুলিয়া, ইটিন্ডা ও শাঁড়াপুলের মতো এলাকার আড় গুলি থেকে এই চিংড়ি মাছ মার্কিন মুলুকে রপ্তানি করা হয় । মৎস্য চাষ সহ এই ব্যবসার উপর নির্ভরকরে জীবিকা নির্বাহ করেন এই এলাকার বিপুল সংখ্যক মানুষ। মৎস্য ব্যবসায়ীদের কথায়- আমেরিকার দেখা দেখি অন্যান্য দেশগুলিও একই পথে হাঁটার পরিকল্পনা করতে পারে। যার ফলে আগামী দিনে এই ব্যবসায় টিকে থাকার বিষয়ে সন্দীহান তারা। এই মুহূর্তে চিংড়ির দামে ৫০ শতাংশ শুল্ক বসানোয় তারা বিস্তর ক্ষতির মুখে পড়েছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা। প্রসঙ্গত, আগে রফতানি শুল্ক ছিল ৮.২ শতাংশ, পরে সেটা বেড়ে গিয়ে দাঁড়ায় ২৫ শতাংশ। আর ২৭শে আগস্ট থেকে পঞ্চাশ শতাংশ শুল্ক লাগু হওয়ায় ক্ষতির মুখে বসিরহাটের এই মৎস্য ব্যবসায়ীরা। মৎস্যজীবীরা বলেন,অনেকেই ঋণ নিয়ে ব্যবসা করেন তাদের অনেকেরই এখনও ঋণ পরিশোধ হয়নি, তাছাড়া বিদ্যুৎ, কাঁচামাল এবং খাদ্যের জন্য উচ্চ পরিচালন খরচ, পাশাপাশি উচ্চ জমি ভাড়া, সবমিলিয়ে সমস্যার মধ্যে তারা। মৎস্য চাষি বা ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি চিন্তায় রয়েছেন রপ্তানির সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীরাও।

দূর্গাপুর আইটিআই-র দুই শিক্ষক জাতীয় শিক্ষক সম্মানে সম্মানিত

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ২৯ আগস্ট ঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষায় উতকর্ষতার নিরিখে রাজ্য সরকারের দূর্গাপুর আইটিআই এর দুই শিক্ষক জাতীয় শিক্ষক সম্মানে সম্মানিত হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি তাদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। দেশের ১৬ জন সম্মানিতর মধ্যে এই আইটিআই এর দুই শিক্ষক সুকান্ত কোনার ও ইন্দ্রনীল মুখার্জি পুরস্কৃত হওয়ায় রাজ্যের বৃত্তিমূলক শিক্ষা বিশ্বমানের এবং যুবকদের কর্মসংস্থানে নিশ্চয়তা দিচ্ছে বলেও এক্স হ্যান্ডেলে তিনি উল্লেখ করেছেন

সোনারপুরে বাড়ির পাশ থেকে উদ্ধার এক যুবকের মৃতদেহ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,সোনারপুর,২৯ সোনারপুরে বাড়ির পাশ থেকে উদ্ধার যুবকের রক্তাক্ত দেহকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। বাড়ির পাশেই উদ্ধার হল এক যুবকের রক্তাক্ত মৃতদেহ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর থানার কামরাবাদ এলাকায়। মৃত যুবকের নাম অসীম জানা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ' নাকি অন্য কিছু? সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। তবে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ঘটনার রাতে বন্ধুদের সঙ্গে ওই বাড়িতে পার্টি চলছিল। মদ্যপানের আসর বসেছিল বলেও জানা যায়। ৩২ বছরের অসীম জানা প্রায় একবছর আগে কামরাবাদ এলাকার ওই বাড়িটি ভাড়া নিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি নিয়মিত থাকতেন বলে খবর। স্থানীয় সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাতে ওই বা।তিতে তার বন্ধুরা এসেছিলেন রাতে পার্টি হয়েছে। মদ্যপানও চলছিল বলে খবর। গভীর রাতে স্থানীয়রা সজোরে কিছু উপর থেকে নিচে পড়ার আওয়াজ পেয়ে ছিলেন। স্থানীয়রা বাইরে বেরিয়ে এসে খোঁজাখুঁজি করেন। দেখা যায় ওই বা।রি পাশে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন ওই যুবক। সঙ্গে সঙ্গে খবর দেওয়া হয় সোনারপুর থানায়। পুলিশ গিয়ে ওই যুবককে মৃত অবস্থায় উদ্ধার করে।শুক্রবার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় পুলিশ। রাতে কোন বন্ধুদের সঙ্গে পার্টি করছিলেন ওই যুবক? মদ্যপানের পর কি যুবক ছাদে গিয়েছিলেন? সেখানে পাঁচিলের ধারে যেতেই অসতর্ক হয়ে ছাদ থেকে পড়ে যায় কি? নাকি ছাদ থেকে কেউ বা কারা তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে? পার্টি চললেও কেন কাউকে ওই বাড়িতে পাওয়া গেল না? ' নাকি নিছক দুর্ঘটনা? পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে সোনারপুর থানার পুলিশ। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। তবে এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লিমিটেড

CIN: L21300WB1973PLC028854

নিবন্ধিত অফিসঃ ফলতা এসইজেড, সেক্টর-II, পাম্প হাউস নং ৩ এর কাছে, গ্রাম ও মৌজা-আকালমেঘ, জেলা ২৪ পরগনা (দক্ষিণ), পশ্চিমবঙ্গ-৭৪৩৫০৪

কর্পোরেট অফিসঃ ১০ মিডলটন রো, কলকাতা-৭০০০৭১

ফোনঃ (০৩৩) ৪০০১-০০৬১ ফ্যাক্সঃ (০৩৩) ২২১৭-২২৬৯

ই-মেইলঃ investors@iclbelting.com ওয়েবসাইটঃ www.iclbelting.com

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ইন্টারন্যাশনাল কনভেয়রস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-দীপ্তি শর্মা
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ২৯ আগস্ট, ২০২৫

হিন্ডকন কেমিক্যালস লিমিটেড

CIN NO: L24117WB1998PLC087800

নিবন্ধিত অফিসঃ ৬২বি, ব্রাউনফেল্ড রো ১ম তলা কলকাতা-৭০০০২৭

ফোন নম্বরঃ ০৩৩-২৪৪৯০৮৩৯ **ফ্যাক্স নম্বরঃ** ০৩৩-২৪৪৯০৮৪৯

ওয়েবসাইটঃ www.hindcon.com, **ই-মেইলঃ** contactus@hindcon.com

সদস্যদের জন্য বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

হিন্ডকন কেমিক্যালস লিমিটেডের জন্য
স্বাক্ষর /-অঙ্কিতা ব্যানার্জি
কোম্পানি সচিব

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯.০৮.২০২৫

শালিমার-রাঙ্গাপাড়া উত্তর-শালিমার দুর্গা পূজা বিশেষ ট্রেন

কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ দুর্গা পূজার সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় কমাতে, নিম্নলিখিত সময়সূচী অনুসারে ০৮০৪৭০৮০৪৮ শালিমার-রাঙ্গাপাড়া উত্তর-শালিমার স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ০৮০৪৭ শালিমার-রাঙ্গাপাড়া উত্তর স্পেশাল ট্রেনগুলি ১৯.০৯.২০২৫ থেকে ০৩.১০.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার শালিমার থেকে বিকাল ৫৪৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন দুপুর ১,৪০ মিনিটে রাঙ্গাপাড়া পৌঁছাবে। ফিরতি পথে, ০৮০৪৮ রাঙ্গাপাড়া উত্তর-শালিমার স্পেশাল ট্রেনটি ২০.০৯.২০২৫ থেকে ০৪.১০.২০২৫ পর্যন্ত প্রতি শনিবার রাঙ্গাপাড়া উত্তর থেকে বিকাল ৪,৩০ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং পরের দিন দুপুর ১২,৩০ মিনিটে শালিমার পৌঁছাবে। স্পেশাল ট্রেনটি দক্ষিণ-পূর্ব রেলওযের অধিক্ষেত্রের সাঁতরাগাছিতে থামবে।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION – e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Dy. C.E. (M)/Sewerage & Drainage, KMC** invites e-Tender online item rate/percentage rate two Bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/S_D/E1MINOR/PF/25-26 (1st Call)
Name of Work: **Thorough repairing with replacement of defective components of two nos. APFC panels at E1-Minor & Jorabridge Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: **Open quotation.** Earnest Money: **2% of quoted amount.** Period of Completion: **7 days.**

(2) NIT No.: KMC/S_D/ADPS/06/25-26 (1st Call)
Name of Work: **Uprooting & removing the jangles, shrubs, plants etc. around pump house & open yard within the premises of Ambedkar and Kasba Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: ₹ **1,98,962.00.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **90 days**. Last date and time of submission of Bid: **13.09.2025 – 5 p.m.** (For Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025 (5 p.m.)** (For Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (For Sl. No. 1 & 2). For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen (For Sl. No. 1 & 2).

The **Director General (Swerage & Drainage), KMC** invites e-Tender online item rate/percentage rate two Bid system for the following works:

(1) NIT No.: KMC/S_D/ADPS/07/25-26 (1st Call)
Name of Work: **Dismantling, repair and overhauling with replacement of top shaft and other worn out components of 1950 LPS capacity Pump Unit No. 5 at Ambedkar Drainage Pumping Station.** Estimated Amount: **Open quotation.** Earnest Money: **2% of the quoted amount.** Period of Completion: **18 days.** Last date and time of submission of Bid: **15.09.2025 – 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025 (5 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen.

(2) NIT No.: KMC/DG (S_D)/NOR/III/25-26/02/A (2nd Call)
Name of Work: **Construction of new Gullypit near Phoolbagan Traffic Rotary, AK Steel etc. along with restoration of damaged Manhole covers with shaft in Ward No.-30 & 32 under Br.-III.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,97,015.18**. Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Bid submission start date and time (online): **30.08.2025 at 1 p.m.** Last date and time of submission of Bid (online): **09.09.2025 at 1 p.m.** Date and time of opening of Technical Bid: **11.09.2025 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **30.08.2025 at 1 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. C.E. (M)/SCD, KMC** invites e-Tender for the following works:

(1) NIT No.: KMC/SCD(N)/2025-26/19 (1st Call)
Name of Work: **Necessary repairing & replacement of various damaged spare parts of Gullypit Emptier Machine No. WB 03D 6523 of S.C.D. (North).** Estimated Cost: **NA**. Period of Completion: **14 days.** Last date and time of submission of Bid: **09.09.2025 at 12 Noon.**

(2) NIT No.: KMC/SCD(N)/2025-26/12R (2nd Call)
Name of Work: **Repairing of Pulley with MS pipe of different sizes for Power Bucket Machines under SCD(N).** Estimated Cost: **NA.** Period of Completion: **14 days.**

(3) NIT No.: KMC/SCD(N)/2025-26/18 (1st Call)
Name of Work: **Repairing & servicing with replacement of worn out component of Power Bucket Machine Set No. SCD(N)/3 & 3A under S.C.D. (North).** Estimated Cost: **NA**. Period of Completion: **14 days.** Last date and time of submission of Bid: **09.09.2025 at 2 p.m.** (For Sl. No. 2 & 3). The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025 – 9 a.m.** (For Sl. No. 1 to 3). The website **https://wbtenders.gov.in** (For Sl. No. 1 to 3). For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen (For Sl. No. 1 to 3). **(974/25-26)**

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৬৯, শনিবার, ১৩ ভাদ্র ১৪৩২

ইতিহাস ক্ষমা করে না

ইতিহাস ভুলে গেলে ভবিষ্যত ক্ষমা করেনা! ১৯৮২ সালের ৩০ এপ্রিল কলকাতার বালিগঞ্জের বিজন সেতুতে প্রকাশ্যে ১৭ সন্ন্যাসী হত্যা ভুলে যাওয়া একটি ইতিহাস। বিজন সেতুতে আনন্দমার্গীয় ১৭ জন সন্ন্যাসীকে প্রকাশ্য দিনেরবেলায় নৃশংসভাবে আগুনে পুরিয়ে হত্যা করা হয়। এর মধ্যে নারী সন্ন্যাসিনীও ছিলেন। অর্থাৎ নারী পুরুষ কেউ রেহাই পায়নি বামপন্থী ক্যাডার বাহিনীর থেকে। সেদিন কলকাতার তিলজলাতে আনন্দমার্গের প্রধান কার্যালয়ে একটি শিক্ষা সম্মেলন ছিল। সন্ন্যাসীরা সে সম্মেলনে যাচ্ছিলেন। এ সময়ে সিপিএম এর ক্যাডার বাহিনী তাদের তিনটি ভিন্ন স্থানে ছেলেধরা গুজব রটিয়ে একসাথে আক্রমণ করে। সবাইকে ব্যাপক মারধর করে ক্ষত-বিক্ষত করে তাদের দেহতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে হত্যা করে। প্রকাশ্য দিনের বেলাতে সংঘটিত এ ঘটনা পশ্চিম বাংলার তথাকথিত হাজার হাজার সেকুলাররা প্রত্যক্ষ করেছিল। বিজন সেতুর বন্ডেল গেটে সকাল সাতটা থেকে আটটা, মাত্র ঘন্টা খানেকের অভূতপূর্ব নির্মমতায় খুন হয়ে গেলেন ১৭ জন আনন্দমার্গী সন্ন্যাসী। কিছু বুঝে ওঠার আগেই তিলজলা আশ্রম যাওয়ার পথে আনন্দমার্গী সন্ন্যাসীদের এক এক করে ট্যাক্সি থেকে টেনে-হিঁচড়ে নামিয়ে শাবলে মাথা থেঁতলে দিয়ে, ছোরা দিয়ে চোখ উপড়ে ফেলে, গায়ে পেট্রোল আর অ্যাসিড ঢেলে জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। আহত হয়েছিলেন বহু। হত্যাকাণ্ডের স্থান থেকে থানা ছিল পাঁচ মিনিটের হাটা পথ। অথচ একঘন্টার উপরে সংগঠিত হত্যাকাণ্ডে জ্যোতি বসুর ক্যাডার আসার ফুরসৎ হয়নি। সংগঠিত ঘটনাটা নিয়ে বিকেলে দমদম বিমানবন্দরে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বিবৃতি দিলেন, এটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা তার চেয়েও একধাপ এগিয়ে সিপিএম পার্টির রাজ্য সম্পাদক প্রমোদ দাশগুপ্ত বিবৃতি দিলেন, সাধারণ জনগণ এ হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। বিভিন্ন কারণে তৎকালীন বাম সরকারের চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল আনন্দমার্গ। তাই নৃশংস, বর্বরোচিত ঘটনাটি ঘটিয়ে শাসক বামদের প্রধান লক্ষ্য ছিল সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি করে ভয় দেখানো। সে কারণে বাড়বাড়ন্ত আনন্দমার্গীদের শিক্ষা দিতে ষড়যন্ত্রের রোডম্যাপ বা রূপরেখা তৈরী হয় ১৯৮২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি। তবে চূড়ান্ত রূপরেখাটি বাস্তবায়িত করেন বাম নেতারা। সাধুদের বর্ণনা মতে,১৯৮২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি পিকনিক পার্কে একটি কনভেনশন ডাকা হয়। সেই কনভেনশনে উপস্থিত থাকা ক্ষমতাসীন বাম নেতারা প্রত্যেকেই আনন্দমার্গের বিরুদ্ধে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে সবাইকে উত্তেজিত করে। আনন্দমার্গের তথ্যানুযায়ী সেদিনের কনভেনশনে বাম নেতারা যারা উপস্থিত ছিলেন। ঘটনার ঠিক একদিন আগে হত্যাকাণ্ডের চূড়ান্ত ছক নিয়ে ২৯ এপ্রিল এক বাম নেতার সঙ্গে সন্তোষপুর লোকাল কমিটির বাম ক্যাডারদের সঙ্গে কথা হয়েছিল। মিটিংয়েই আনন্দমার্গীদের হত্যার ছক পুরোপুরি তৈরি করে দায়িত্ব বন্টন করে দেওয়া হয়। সে ছকানুসারেই প্রথমে আনন্দমার্গীদের বিরুদ্ধে বারবার মিছিল করে পরিস্থিতি উত্তপ্তের চেষ্টা করা হয়। পরিকল্পনা অনুসারে সিপিএমের সন্ত্রাসী ক্যাডারবাহিনী বিজন সেতু, বালিগঞ্জ রেলওয়ে স্টেশন ও বালিগঞ্জ রেলওয়ের জিনিসপত্র রাখার স্থান এ তিনভাগে বিভক্ত হয়ে আনন্দমার্গীদের হত্যা করা হয়েছিল।

বর্ধমানের সীতাভোগ

লর্ড কার্জন বর্ধমানের রাজা বিজয়চাঁদকে রাজাধিরাজ উপাধি দিতে আসবেন। বড়লাট রাজাকে বললেন, আমার উপস্থিতিকে আপনাকে স্মরণীয় করে রাখতে হবে। এক আমার নামে এক স্মৃতি সৌধ বানাবেন আর দুই আমাকে এমন দুটি নতুন মিষ্টান্ন খাওয়াবেন যা কেউ কখনো সেই মিষ্টি খায়নি। রাজা তো পড়লেন মহাফাঁপরে। বহু টাকা খরচ করে তিনি তৈরি করলেন কার্জন গেট। কিন্তু মিষ্টান্নর সমস্যা কিভাবে সমাধান করা যাবে। অনেক ভেবে চিন্তে তিনি সেই সময় বর্ধমানের সেরা মিষ্টি প্রস্তুতকারক ভৈরবচন্দ্র নাগ মহাশয়কে নিজ রাজপ্রাসাদে ডাকলেন। ভৈরববাবু রাজা বিজয়চাঁদের সব কথা মন দিয়ে শুনলেন। তারপর একগাল হেসে বললেন, মহারাজ, চিন্তা করবেন না। আমি এমন দুটি নতুন মিষ্টান্ন তৈরি করে দেব যা খেয়ে বড়লাটের তাক লেগে যাবে। রাজা বললেন, সত্যিই যদি সাহেবকে তাক লাগিয়ে দিতে পারেন, তবে আমার গলার মহামূল্যবান হারটা আপনার গলায় পরিয়ে দেব। ভৈরবচন্দ্র তো মহাখুশি। কয়েকদিন চিন্তা করে তিনি বের করলেন সম্পূর্ণ দুটি মিষ্টান্ন।প্রথম মিষ্টান্নটি তৈরি করলেন গোবিন্দভোগ চালের গুঁড়ো, বেসন,জাফরান, গাওয়া ঘি এবং চিনির রস দিয়ে। নাম দিলেন মিহিদানা। তিনি দ্বিতীয় মিষ্টান্ন তৈরি করলেন গোবিন্দভোগ চাল, ছানা,দুধ,চিনির রস দিয়ে। নাম দিলেন সীতাভোগ। বড়লাট এই মিষ্টান্ন খেয়ে এতোই খুশি হলেন যে রাজাকে রাজাধিরাজ উপাধি দেওয়ার পর তাঁকে বুকে জুড়িয়ে ধরলেন। বড়লাট চলে গেলে বিজয়চাঁদ নিজের গলার মহামূল্যবান হারটা ভৈরবচন্দ্রের গলায় পড়িয়ে দিলেন। সুতরাং ১৯০৩ সালে সীতাভোগ,মিহিদানা ইতিহাসের পাতায় ঠাঁই পেয়ে গেল। জেনে আশ্চর্য হতে হয় এক বছরের মধ্যে এই দুটি মিষ্টান্ন জনপ্রিয়তার শীর্ষে উঠে এলো। এক বছর পর ১৯০৪সালে কান্তকবি রজনীকান্ত সেন লিখলেন, 'সরষের মতো হতো মিহিদানা।' প্রখ্যাত কৌতুক অভিনেতা নবদ্বীপ হালদার গেয়ে উঠলেন, 'বর্ধমানে সীতাভোগ মিহিদানা দরবেশ।' আজ সারা পৃথিবীর মানুষ জানেন বর্ধমানের মিহিদানা সীতাভোগের কথা। বর্ধমানে এসে কেউ যদি না মিহিদানা সীতাভোগের স্বাদ না নেন তবে তাঁর জীবনে একটা বিরাট শূন্যতা থেকে যায়। শোনা যায় লেডিকেনি মিষ্টির নামটাও হয়েছিল লেডি ক্যানিং এর থেকে। তখন বাংলার গর্ভনর ছিলেন ক্যানিং। তাঁর স্ত্রীর নামানুসারে নাম করণ হয় লেডিকেনি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

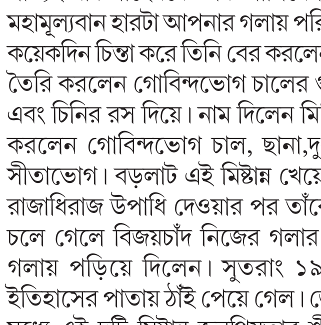

সভ্যতার বিকাশ শুরু হয়েছিল দেব দেবী অর্চনার মধ্যে দিয়ে। তাদের মধ্যে দিয়েই সনাতন ভারতের রূপটা দেখতে পাওয়া যায়। বৈদিক যুগ থেকে শুরু হয়েছিল ভারতীয় সভ্যতার বিকাশ। সেই বিকাশের স্রোত ধারা এখনও প্রবাহিত। এই ধারাকে অব্যাহত রাখার চেষ্টা সবাই করছে। কবিগুরু থেকে শুরু করে স্বামী বিবেকানন্দও চেষ্টা করেছেন ধর্মীয় অনুশাসনের মধ্যে দিয়ে দেশটাকে লালিত পালিত করার। চণ্ডীদাসও বাংলায় কৃষ্ণ পদবলী রচনা করেন। তিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে একটি পদাবলীর বইও রচনাও করেছিলেন। আসলে ভারতের

ভগিনী নিবেদিতা

সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না। জীবনের সত্যকে গ্রহণ করার মতো আর দ্বিতীয় আনন্দ নেই। যিনি সারা জীবন ধরে সত্যকে অবলম্বন করে চললে তাকে কেউই কোনওদিন কোথাও পরাজিত হন না। তিনি সব সময়ে বিজয়ীর মুকুট পরে থাকেন। নরেনকে পরাস্ত করা খুবই কঠিন। কারণ নরেন সব সময়ে সত্যের পুজারি। তিনি সত্যকে প্রকাশ করতে এবং গ্রহণ করতে আগ্রহী ছিলেন। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব সব সময়ে নরেনকে নিয়ে ছেলের মতো চোখে চোখে রাখতেন। তার ভালোমন্দ দেখতেন। শুধু ঠাকুর নন, মা সারদাও নরেনকে নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসতেন। মা সারদা বলতেন, নরেন আমরা প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে রাতে আমার ভালো করে ঘুম হয় না। সপ্তাহে দিন চারবার করে নরেনের ভক্তি গীতি শুনতেন মা সারদা। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো একেবারে নরেনের গান শুনে বিহ্বল হয়ে যেতেন। কোনও কোনও সময়ে ভক্তিগীতি শুনে তিনি জ্ঞান হারা হয়ে যেতেন। তার সেই জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে।

কলকাতা থেকেই শুরু হয়েছিল ভারতের সার্কাস দুনিয়া, প্রিয়নাথ ছিলেন সার্কাসের পথিকৃত

বিশেষ প্রতিবেদক

শীতে নেই সার্কাস! বাঙালি কী ভুলতে বসেছে তার গৌরবময় ইতিহাস? গত কয়েকবছর ধরে শীতকালে আর সার্কাসের তাঁবু পড়তে দেখা যায়না। অতিমারির বছরটা হিসেবে না রাখলেও বহুদিন যাবত জনপ্রিয়তা হারাতে বসেছে বাঙালির সার্কাস। এখনকার প্রজন্মে চটজলদি কেউই সার্কাস দেখার কথা মনেই আনতে পারবেন না। বারুইপুর, পার্কসার্কাস অঞ্চলের বিপুল জনপ্রিয় সার্কাস শো দেখার জন্য সারাবছর অপেক্ষা করে থাকা যুবক-যুবতীর দল আজ বৃদ্ধ হয়েছেন। বন্য পশুপাখি নিয়ে খেলা দেখানো এখন দণ্ডনীয় অপরাধ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রীস রোমে পশুর সঙ্গে মানুষের লড়াই দেখার উল্লাসের সেই বর্বরতার দিনও আর নেই। শুধু কি সেই কারণে ফিকে হয়ে গেল সার্কাসের আকর্ষণ? না। এতদিনে বদলেছে সভ্যতার বিবেক, পালটেছে মূল্য বোধ। সার্কাস শব্দের মজার মধ্যে কোন ফাঁকে ঢুকে পড়েছে নিষিদ্ধ বর্বরতার সংকেত। তবুও কতটা গৌরবময় ছিল বাংলায় সার্কাসের সূচনা, ফিরে দেখা আবশ্যক আজ। বর্তমানে জাতীয় মর্যাদায় অনেকখানি পিছিয়ে পড়া বাঙালির মধ্যে জাতীয়তাবোধের পুনরুন্মেষ অপ্রাসঙ্গিক নয়। মূল্যবোধের সেই মাপকাঠিও পুনরায় বিচার্য। আজ ফিরে দেখা যাক বাংলা তথা ভারতীয় গৌরবের এক বিশিষ্ট অধ্যায়-সার্কাস।

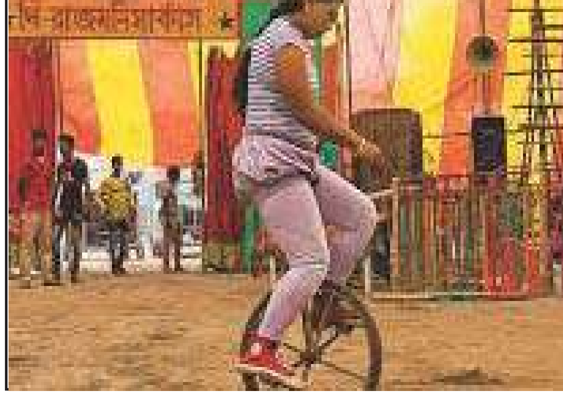

একটা সময় ছিল যখন মানুষ গর্ব করে বলতো, বাংলায় যা নেই তা ভূ-ভারতে নেই। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়। তখন ব্রিটিশ শাসিত ভারতের রাজধানী ছিল কলকাতা। নবজাগরণের আলোক যে কলকাতাতেই প্রথম শিল্প -সাহিত্য ও বিজ্ঞানের জোয়ার আনবে সে বিষয়ে আর আশ্চর্য কী। ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের মনোরঞ্জনের জন্য কলকাতার বুকেই একের পর এক ইউরোপীয় সার্কাস শো অনুষ্ঠিত হত। তাতে থাকত জোকারের কারসাজী, ট্রাপিজের দুঃসাহসী খেলা, দড়ির ওপর হাঁটা এবং পশুপাখি নিয়ে নানান রোম হর্ষক বাহাদুরির খেলা যা অনায়াসে তিন থেকে চারঘন্টা সময় ধরে টানটান উত্তেজনায় দর্শক ধরে রাখতে পারতো। সেসব আসরে সরাসরি বাঙালি নেটিভরা প্রবেশ করতে পারতো না। দু'একজন বাঙালীবাবু কদাচিৎ পরের দিকে আমন্ত্রণ পেতেন। সেভাবেই বাঙালির সার্কাসের সঙ্গে পরিচিতি ও লোকমুখে গল্প শুনে কৌতূহলের সম্প্রসারণ।

উনিশ শতকের শেষ দিক থেকেই বাঙালির বিনোদন জগতের অংশ হয়ে উঠেছিল সার্কাস। সত্যজিৎ রায় 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ '-এ বাঙালির সার্কাসপ্রীতি ও এদেশে সার্কাসের ইতিহাস নিয়ে গল্পচ্ছলে অনেক কথাই বসিয়েছেন কথক তোপসের বয়ানে। সেরকম একটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা যাক- কে জানত আজ থেকে একশো বছর আগে বাঙালীর সার্কাস ভারতবর্ষে এত নাম কিনেছিল? সবচেয়ে বিখ্যাত ছিল প্রোফেসর বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস। এই সার্কাসে নাকি বাঙালী মেয়েরাও খেলা দেখাত, এমনকি বাঘের খেলাও। আর সেই সঙ্গে রাশিয়ান, আমেরিকান, জার্মান আর ফরাসী খেলোয়াড়ও ছিল।খ ১৯২০-এ প্রিয়নাথ বোস মারা যান। আর তার পর থেকেই বাঙালী সার্কাসের দিন ফুরিয়ে আসে।

বাঙালির সার্কাস প্রসঙ্গে বারবার আসে প্রিয়নাথ বোসের নাম। কে ছিলেন প্রিয়নাথ? তাঁর পরিচয় প্রসঙ্গক্রমেই আমরা পাবো। তবে বলা বাহুল্য, বাঙালির সার্কাস গঠনের নিজস্ব পথ কিন্তু একেবারেই মসৃণ ছিল না। নাটক, সিনেমা প্রভৃতি শিল্পের ক্ষেত্রেও যেমন সদয় কিছু শেতাঙ্গ বাঙালির সঙ্গে বন্ধুর মতো যোগ দিয়েছিলেন সার্কাসের দল গঠন ও তালিমের ক্ষেত্রেও তেমনই কারও কারও সাহচর্য পেয়েছেন আমাদের সার্কাসের পূর্বসূরিরা।

কলকাতায় সর্বপ্রথম উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি উইলসন্স গ্রেট ওয়ার্ল্ড সার্কাস খেলা দেখাতে আসে। এরপর আরো দুচারটে ইউরোপীয় দল খেলা দেখিয়ে যায়।বাঙালীর সার্কাসে প্রথম পদক্ষেপ ঘটে হিন্দুমেলার প্রতিষ্ঠাতা নবগোপাল মিত্রের হাত ধরে। ন্যাশনাল সার্কাস নামের সে সার্কাস প্রথমে খেলা দেখাতো ঠনঠনিয়ায়, পরে নবগোপাল বাবুর বাড়িতে উঠে যায়। জন্তু জানোয়ার বলতে ছিলো মাত্র একটি টাট্টু ঘোড়া, মুলতঃ নানা প্রকার জিমন্যাস্টিকসের খেলাই দেখানো হত। আনুমানিক ১৮৮৩ সালে, আবেল নামে উইলসন্স সার্কাসের একজন প্রাক্তন খেলোয়াড় ও আরও দু-চারজন ইউরোপীয়কে সঙ্গে করে নবগোপাল মিত্রের জামাই রাজেন্দ্রলাল সিংহ 'গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাস' খোলেন মির্জাপুরে শামিয়ানা টাঙিয়ে সার্কাস দেখানো হতো।

তবে বাঙালীর সার্কাস রূপ পায় প্রিয়নাথ বসুর হাতে। প্রিয়নাথ বসু চব্বিশ পরগনার ছোট জাগুলিয়া গ্রামে জন্মান, তাঁর পিতা মন মোহন বসু হিন্দুমেলার অন্যতম সংগঠক ছিলেন। কবি এবং নাট্যকার মনমোহন বসুর নাটক ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হতো, বহু গানও তিনি রচনা করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আহিরীটোলা অঞ্চলের গৌরহরি মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্যায়াম শিক্ষক কলকাতার বহু জায়গায় জিমনাস্টিকসের আখড়া স্থাপন করেন। সবকটি তাঁর একার পক্ষে দেখাশোনা করা সম্ভব হতো না বলে তিনি এর মধ্যে কয়েকটার ভার নিজের ছাত্রদের হাতে ছেড়ে দিয়ে ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন হলেন প্রিয়নাথ বসু।

প্রিয়নাথ বসু পরে নিজের স্বতন্ত্র আখড়া স্থাপন করেন, যার প্রথমটি ছিলো নিজের বাড়ির কাছে, কর্ণওয়লিস স্ট্রীটে। এই একটি থেকে সিমলে (বর্তমানের বিবেকানন্দ রোড) থেকে নেবুতলা (সন্তোষ মিত্র স্কোয়া) পর্যন্ত গোটা পঞ্চাশেক আখড়া সৃষ্টি হয়, এর প্রতেকটিতে প্রিয়নাথ ব্যায়াম শেখাতেন। পড়াশোনায় মন নেই দেখে মন মোহন বসু ছেলেকে গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজে ভর্তি করে দেন, কিন্তু সেখানেও প্রিয়নাথের মন বসে না। তিনি কলকাতায় সার্কাস এলেই দেখতে যেতেন আর মনে মনে নিজের সার্কাস দল খোলার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু দল বানাবো বললেই হয় না, তার জন্যে মূলধন চাই। জিম নাস্টিকসকে পেশা করাকে মনমোহনের সায় ছিল না, তিনি সাহায্য করতে রাজী হলেন না, সুতরাং বাড়ির মেয়েদের থেকে আর এপাশ ওপাশ থেকে কিছু টাকা জোগাড় করে জিমনাস্টিকসের দল নিয়ে প্রিয়নাথ বাড়ি ছাড়লেন।

সার্কাস বলা চলে না, কারণ তাঁবু নেই, গ্যালারী নেই, জন্তু-জানোয়ার নেই। বসার ব্যবস্থা বলতে বাঁশের মাচা অথবা মাটিতে পাতা চাটাই। আলোর বন্দোবস্ত হতো বাঁশের মাথায় সরা বসিয়ে, তার মধ্যে কাঁকর, ছাই ইত্যাদির সঙ্গে কেরোসিন মিশিয়ে তাতে আগুন জ্বালিয়ে। খেলা বলতে শুধুই জিমনাস্টিকস। কিন্তু তাই নিয়েই প্রিয়নাথ মেদিনীপুর,ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, বাঁকুড়া, নানা জেলায় জমিদার বাড়িতে খেলা দেখিয়ে কিছু রোজগার করলেন।

কলকাতায় ফিরে প্রিয়নাথ ফিরে রোজগারের পয়সা দিয়ে তাঁবু ইত্যাদি কিছু সরঞ্জাম কিনলেন, দু-একজন আরও খেলোয়াড় যোগাড় করলেন, একজন হিসেব রক্ষক নিযুক্ত করলেন, আর দলের নাম দিলেন Professor Boses Great Bengal Circus। সেটা ১৮৮৭ সালের কোন একটি সময়।

প্রিয়নাথ বসু কোনদিন অধ্যাপনা করেন নি, তবে এই 'প্রফেসর' কোথা থেকে এলো? জনশ্রুতি, কোন এক উৎসবে বড়লাট ডাফেরিন প্রিয়নাথের আখাড়ার ছেলেদের খেলা দেখে,আনন্দিত হয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, 'Who is the Proffessor?'। প্রফেসর নামের উৎপত্তি নাকি সেখান থেকেই।

গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস নানা লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে স্বীকৃতি লাভ করে। প্রথমে বাংলার নানা জায়গায় খেলা দেখিয়ে ,ধীরে ধীরে উত্তর ও পশ্চিম ভারতে খেলা দেখতে শুরু করে। ১৮৯৬ সালে গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস গোয়ালিয়রের মহারাজার জয়বিলাস প্যালেসে খেলা দেখায়। সেই বছরই নভেম্বর মাসে রেওয়ার মহারাজা সার্কাস দেখে খুশী হয়ে দুটি বাঘ উপহার দেন। তার আগে গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসে বাঘ ছিল না।

ক্রমশঃ কয়েক বছরের মধ্যেই গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস সারা ভারতে প্রসিদ্ধ হয়ে পড়ে, এবং এমন খুব কমই করদ রাজ্য সে সময় ছিল যেখানে খেলা দেখায় নি। ভারত ছাড়াও শ্রীলংকা, পেনাং, সিঙ্গাপুর, জাভা, নানা জায়গায় গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস খেলা দেখায়। গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস আর প্রিয়নাথ বসুর গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস প্রায় একই সময়ে তাদের যাত্রা শুরু করলেও, দুটির মধ্যে একটা গুনগত ফারাক ছিল। গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাসের অংশীদার ছিলেন রাজেন্দ্রলাল সিংহ

প্লাস্টিক ব্যবহারে পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হতে চলেছে

বিশেষ প্রতিবেদক

প্লাস্টিক নিষিদ্ধের লড়াইয়ে প্রশাসনিক ব্যর্থতা পরিবেশ রক্ষায় অঙ্গীকার কোথায়? প্লাস্টিক আজকের পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পরিবেশগত সংকটগুলির একটি। সাগর, নদী, মাটি;সব জায়গাতেই প্লাস্টিকের বিষ ছড়িয়ে পড়ছে। প্রকৃতি ধ্বংস হচ্ছে, জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে পড়ছে। ভারত সরকার এবং রাজ্য সরকারগুলি বহু বছর ধরেই একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের উৎপাদন, বিক্রি ও ব্যবহার বন্ধ করার জন্য। নীতিনির্ধারণ থেকে শুরু করে আইন প্রণয়ন পর্যন্ত বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি প্রকাশিত সরকারি রিপোর্ট দেখিয়ে দিল, বাস্তব পরিস্থিতি একেবারেই আশাব্যঞ্জক নয়। বেশ কয়েকটি পুরসভা বা পৌরসভা বারবার অভিযানে নেমেও অবৈধ প্লাস্টিক বিক্রি ও ব্যবহার বন্ধ করতে পারেনি। শুধু তাই নয়, তারা যথাযথ জরিমানাও তুলতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা শুধু প্রশাসনিক অদক্ষতা নয়, বরং পরিবেশ রক্ষায় সরকারের অঙ্গীকারকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করাচ্ছে।

সরকারি রিপোর্টে উঠে এসেছে, বহু জায়গায় পুরসভাগুলি বাজারে বা দোকানে হানা দিয়েছে। চেকিং অভিযান চালানো হয়েছে, অবৈধ প্লাস্টিক সামগ্রী বাজেয়াপ্তও করা হয়েছে। কিন্তু সেখানেই শেষ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ব্যবসায়ীদের উপর জরিমানা ধার্য করা হলেও তা আদায় করা হয়নি। অনেক ক্ষেত্রেই জরিমানার পরিমাণ এতটাই সামান্য রাখা হয়েছে যে ব্যব সায়ীদের কাছে এটি ভয়ের কিছু হয়ে ওঠেনি। আবার অনেক জায়গায় জরিমানা আদায় করার কোনও কার্যকর ব্যবস্থা ছিল না। ফলে অভিযানের পরও একই দোকান বা বাজারে প্লাস্টিকের ব্যবহার চালু থেকেছে। এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে, আইন প্রণয়ন করা হলেও তার বাস্তবায়ন নেই। আর যখন বাস্তবায়ন নেই, তখন আইন কেবল কাগজে-কলমে থেকে যায়।

এই ব্যর্থতার পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে। প্রথমত, প্রশাসনিক সদিচ্ছার অভাব। প্লাস্টিক বিরোধী আইন কার্যকর করতে হলে কঠোর মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হবে। কিন্তু অনেক পুরসভা যেন শুধু দায়সারা গোছের অভিযান চালিয়ে নিজেদের দায়িত্ব শেষ করছে। দ্বিতীয়ত, জনসচেতনতার অভাব। প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে আজও সাধারণ মানুষ পুরোপুরি সচেতন নয়। অনেকেই মনে করেন, প্লাস্টিক ব্যবহার করলে তেমন কোনও ক্ষতি হয় না। ব্যবসায়ীরাও একই যুক্তি দেখান; যেহেতু ক্রেতার চাহিদা আছে, তাই তারা প্লাস্টিক বিক্রি করেন। তৃতীয়ত, বিকল্প ব্যবস্থা না থাকাও একটি বড় সমস্যা। অনেক জায়গায় এখনও কাপড় বা জুটের ব্যাগ সহজলভ্য নয়। আবার যেগুলি পাওয়া যায়, সেগুলি তুলনামূলক ভাবে দামী। ফলে মানুষ সস্তা ও সহজলভ্য প্লাস্টিকের দিকেই ঝুঁকছেন।

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো রাজনৈতিক চাপ। অনেক সময় স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা ব্যবসায়ীদের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রশাসনিক পদক্ষেপে হস্তক্ষেপ করেন। তারা ভোটব্যাঙ্ক হারানোর ভয়ে কঠোর ব্যবস্থা নিতে চান না। এর ফলে পুরসভার অভিযান কাগজে -কলমে সীমাবদ্ধ থাকে। প্লাস্টিক ব্যবহার কমানোর বাস্তবিক উদ্দেশ্যে পূরণ হয় না।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এর ফল কী হচ্ছে? প্রতিদিন যে পরিমাণ প্লাস্টিক উৎপাদন ও ব্যবহার হচ্ছে, তা অবশেষে পরিবেশের ওপর বিপর্যয়কর প্রভাব ফেলছে। নদী-নালা ভরাট হচ্ছে প্লাস্টিক বর্জ্যে। শহরের ড্রেনেজ ব্যবস্থা নষ্ট হচ্ছে। বৃষ্টির সময় জলাবদ্ধতা তৈরি হচ্ছে। আবার প্লাস্টিক পোড়ানো হলে তৈরি হচ্ছে বিষাক্ত গ্যাস, যা বাতাসে ছড়িয়ে মানুষের শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসজনিত রোগ এমনকি ক্যানসারের কারণ হচ্ছে। পশুপাখি প্লাস্টিক খেয়ে মারা যাচ্ছে। সমুদ্রের মাছের শরীরে প্লাস্টিক ঢুকে পড়ছে, যা শেষ পর্যন্ত মানুষের খাদ্যচক্রে ফিরে আসছে। অর্থাৎ এই সমস্যার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ভয়ঙ্কর। তবুও প্রশাসনের কার্যকলাপ এতটাই শিথিল যে তা দেখে মনে হয়, যেন কারও কোনও দায়িত্ব নেই। আসলে এই সমস্যার সমাধান শুধুমাত্র অভিযান চালিয়ে হবে না। প্রয়োজন একটি বহুমুখী কৌশল। প্রথমত, আইনকে কার্যকর করতে হবে কঠোরভাবে। যে ব্যবসায়ী প্লাস্টিক বিক্রি করবেন, তার উপর এমন জরিমানা চাপাতে হবে যাতে তিনি আর দ্বিতীয়বার একই কাজ করার সাহস না পান। দ্বিতীয়ত, জরিমানা আদায়ের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। শুধু কাগজে জরিমানা ধার্য করলেই চলবে না, তা বাস্তবে আদায় করতে হবে। তৃতীয়ত, সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে হবে। প্লাস্টিকের ক্ষতিকর দিক নিয়ে স্কুল থেকে শুরু করে বাজার পর্যন্ত সর্বত্র প্রচার চালাতে হবে। মানুষকে বোঝাতে হবে যে তারা নিজের স্বার্থেই প্লাস্টিকের বিকল্প ব্যবহার করবেন। এর পাশাপাশি বিকল্প ব্যবস্থাও সহজলভ্য করতে হবে। যদি কাপড় বা জুটের ব্যাগ বাজারে সহজে পাওয়া যায় এবং তা সাশ্রয়ী হয়, তবে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই প্লাস্টিক থেকে সরে আসবেন।

সুইজারল্যাণ্ড যেতে হবে না, অখণ্ড বঙ্গভূমির প্রাকৃতিক সৌন্দর্য অতি মনোরম

দোলন দাস, সিমূলতলা

পাহাড় অরণ্য ঝর্ণা নদী মরুভূমি সমুদ্র কিংবা ঐতিহাসিক স্থাপত্য কত কিছুর টানেই তো মানুষ ছুটে যায় কয়েকটা দিন নিভৃত আনন্দে কাটাবে বলে। কিন্তু শিমুলতলার তো এসবের তেমন কিছুই নেই। ওর তো আছে শুধু দিগন্ত বিস্তৃত ধূসর রিক্ত নিঃস্ব একটা ল্যান্ডস্কেপ আর একরাশ বিশুদ্ধ বাতাস। আর এই রিক্ততার হাহাকারের টানেই আমরা ছুটে যাই বারবার বাংলার

আদরের হাওয়াবদলের পশ্চিমে, যার পোশাকি নাম শিমুলতলা। শিমুলতলা নামটি শুনলে মনেই হয় না এটা বিহারের জামুই জেলার ঝাঁঝা ব্লকের অধীন কোন একটি গ্রাম। মনে হয় যেন বহু কালের চেনা হারিয়ে যাওয়া বাংলার ছোট্ট একটা গ্রাম। এই নাতি উচ্চ টিলায় ঘেরা ধু ধু প্রান্তর আর লাল ধুলো মাখা মাটি আর শাল পিয়ালের গন্ধমাখা গ্রামীন চাল চিত্রের গায়ে যেন লেগে থাকে এক বহু চেনা মাতাল করা উদাসী হাওয়া। আসলে অসীম খাঁ খাঁ শূন্যতা আর নির্বিকল্প রিক্ততাও যে কোনও জায়গার আকর্ষণের কারণ হতে পারে, শিমুলতলা তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ যেন সংসার থেকে বিবাগী এক সন্ন্যাসীর উদাসীন সৌন্দর্য। যেন কোন চিত্রকর তাঁর একান্ত অবসরে ক্যানভাসে তুলে ধরেছেন আমাদের অতি পরিচিত ধুলি ধুসরিত গ্রাম্য ছবি। ধানের গোলা, সংকীর্ণ রাস্তার ধারে ছোট ছোট জটলা, পথের পাশে বাঁধা গরু মহিষ আর রাস্তা জুড়ে চলা ছাগলের পাল, এসবই শিমুল তলার ক্যানভাসে যেন জলরঙে আঁকা। পড়শী রাজ্য ঝাড়খন্ডের সীমান্তবর্তী দেওঘর পেরিয়ে রাস্তা বাঁক নিলেই শুরু বিহার রাজ্য। হঠাৎ করেই বদলে যাওয়া দৃশ্যপটে উন্নয়নের ছটা পাল্টে যাচ্ছে গ্রামীণ ছায়ায়। এবড়ো খেবড়ো বন্ধুর ভূভাগের বুক চিরে সটান চলে গেছে মিশকালো পিচ রাস্তা। পথের দু'পাশে রুখু জমিতে ছোট ছোট কাঁটাঝোপ আর অগুনতি খেজুর গাছের মাঝে মাঝে সেকালের বনেদি সম্ভ্রান্ত বাঙালিদের বিশাল বিশাল কোঠাবাড়ি এখানকার পরিচিত দৃশ্যপট। পিচ রাস্তার দু'পাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বাবলাকাঁটার ঝোপ আর সরু সরু গলিপথের পাশে খোলার টালি দিয়ে ছাওয়া মাটির বাড়ির অস্পষ্ট প্রোফাইল নিয়ে ঝিম মেরে থাকা এক নিশ্চুপ জনপদ এই শিমুল তলা। গ্রামের মস্ত চাতাল থেকে ছড়িয়ে গেছে আধভাঙ্গা পাথুরে রাস্তা আর তার ধারে ভূতের মত জেগে আছে বাঙ্গালীদের পুরনো দোতলা পৈত্রিক ভিটেগুলি। প্রায় শ'তিনেক এমন কোঠাবাড়ির মধ্যে হাতে গোনা কয়েকটির সলতে এখনো টিমটিম করে জ্বলছে। বেশিরভাগই স্থানীয়দের জবর দখলের আওতায় আর না হলে বাহুবলী মাফিয়াদের দখলে চলে গেছে সেসব। খুবই অল্প কয়েকটির মালিকানা এখনও সেইসব আদি বনেদি পরিবারের নতুন প্রজন্মের হাতে ন্যস্ত। বলে রাখা ভালো, যে কজন এই দলে পড়েন তাদের বেশিরভাগেরই এই সম্পত্তির রক্ষা করার প্রধানতম কারণ মাটির টান আর তাঁদের ছোটবেলার নস্টালজিয়া। শিমুলতলায় রাত্রিবাসের জন্য ইদানিং হাতেগোনা কয়েকটি হোটেল রিসর্ট গজিয়ে উঠলেও এখানে বেড়াতে আসা পর্যটকদের প্রধান ইচ্ছা থাকে এখানকার বাঙালি বাবুদের পুরনো বাড়ি গুলিতে যদি কয়েকটা দিন নিভৃতে কাটানো যায় তবে বেশ হয়। এখানে 'যশোদা ধাম', 'তারা মঠ', 'বিহারীবাবুর বাংলো', 'সিন্ধু এস্টেট', 'ব্রজধাম', ডাক্তার এ.এন.গুহর 'গুহ ভিলা', মিস্টার গুপ্তার 'মনোহর ভিলা', 'শিবাল ভবন', 'লক্ষ্মী নিবাস', 'অপরা জিতা লজ' ইত্যাদি এমন নানান বাড়িতে থাকার ব্যবস্থা অনায়াসেই করা যায়। এই এলাকার এমন পুরনো বাড়িগুলির কত শত ইতিহাস যে পুরনো ইটের খাঁজে লুকিয়ে আছে সেগুলো আগ্রহী মাত্রই স্থানীয় মানুষদের কাছে চাইলেই জেনে নিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ঢাকার ভাগ্যকুলের জমিদার, বাবু গুনেন্দ্রকৃষ্ণ কুন্ডু ইংরেজদের কাছ থেকে রায়বাহাদুর উপাধি পান। তাঁর পুত্র যদুনাথ কুন্ডু ওরফে যদুনাথ রায় মহাশয় ছিলেন 'ইউনাইটেড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাংক' এর এই প্রতিষ্ঠাতা। এই ব্যাংকটিই পরবর্তীকালে 'এলাহাবাদ ব্যাংক' হিসেবে পরিচিতি পায়। ভাবতে অবাক লাগে যে ইস্পাত কারখানা স্থাপন করার জন্য এই ব্যাংকের কাছ থেকে ব্যাংক লোন নিয়েছিলেন জামশেদজী টাটা। যদুনাথ রায় মহাশয়ের পুত্র বীরেশ্বর রায় শিমুল তলায় প্রায় ১২ একর জায়গা সমেত একটি বাড়ি কেনেন যেটির নাম 'মুকুন্দ কানন'। যদিও এই এলাকায় বাড়িটি 'রায়বাড়ি' নামেই সমধিক পরিচিত। যদুনাথ রায়ের পুত্ররা তাদের বিলাসব্যসনে এতটাই মগ্ন থাকতেন যে ধীরে ধীরে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খারাপ থেকে খারাপতর হতে থাকে। বর্তমানে বাড়িটি ভগ্নপ্রায় খণ্ডহর হয়ে পড়ে আছে। বর্তমানে এক কেয়ারটেকারের অধীনে সম্পত্তিটি আছে এবং তারই তত্ত্বাবধানে পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। এর ঠিক পাশেই অবস্থিত প্রফেসর রবীন্দ্রনাথ মুখার্জীর বাড়ি। এই এলাকায় বাড়িটি 'মুখার্জি ভিলা'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রির প্রফেসর রবীন্দ্রনাথ মুখার্জির সন্তান বীরেন মুখার্জি এবং পুত্রবধূ রবীন্দ্রস্নেহধন্যা এবং লেডি রানু মুখার্জী এখানে অবস্থান করতেন।

ঃ দৃষ্টিকোন ঃ
উত্তমকুমারের গণেশপূজা

রামচন্দ্র সেন, টালিগঞ্জ

ষাটের দশক। গণেশ চতুর্থীর দিন। ময়রা স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে, নিজের 'স্বপ্নে পাওয়া' গণপতি মূর্তির সামনে বসে আছেন উত্তমকুমার। সতীশ ময়রার লাড্ডু যেত তাঁর পুজোয়।

গণেশ চতুর্থী মানেই যেন মহারাষ্ট্রের এক বিশেষ উৎসব। তবে অনেকে জানেন না, বাংলায় তথা কলকাতায় এই উৎসব সাড়ম্বরে পালনের প্রচলন শুরু হয়েছিল যার হাত ধরে তিনি আজও বাঙালির প্রাণের পুরুষ, মহানায়ক উত্তম কুমার।

ষাটের দশকে হিন্দি ছবির জগতে নিজের অবস্থান শক্ত করতে গিয়ে উত্তমকুমার মুম্বইতে দীর্ঘদিন ছিলেন। সেসময় তিনি 'ছোটি সি মুলাকাত' ছবির শুটিং করছিলেন। মুম্বই শহরে মারাঠিদের প্রাণের উৎসব গণেশ চতুর্থী প্রত্যক্ষ করে তিনি মুগ্ধ হয়ে যান। ভক্তির আবহ, সামাজিক মিলন আর আনন্দ - উৎসবের পরিবেশ তাঁকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। সেখান থেকেই জন্ম নেয় বাংলায় গণেশ চতুর্থী আয়োজনের ভাবনা।

শুধু তাই নয়, ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি গণেশ পুজো শুরু করেন। খিদিরপুরের গার্ডেনরিচের বিখ্যাত সতীশ ময়রার মিষ্টির প্রতি উত্তম কুমারের বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁর বাড়ির গণেশ পুজোয় সেই দোকানের লাড্ডুই বিশেষভাবে যেত। এ থেকেই স্পষ্ট যে মহা নায়ক শুধু ব্যক্তিগত ভক্তি নয়, সামাজিক ও পারিবারিকভাবে এই পুজোকে প্রতিষ্ঠিত করতে ভূমিকা নিয়েছিলেন।

অর্থাৎ, উত্তমকুমারের বাড়ির গণেশ পুজো বাঙালি হিন্দু সমাজে এক ঐতিহাসিক প্রমাণ হয়ে দাঁড়ায়, দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি হিন্দুর ঘরেও এই পুজোর চল ছিল। হিন্দু সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবেই বাঙালিরা যেমন দুর্গা, লক্ষ্মী বা সরস্বতী পুজো করেন, তেমনি গণেশ পুজোও তাঁদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক চর্চার অঙ্গ হয়ে এসেছে।

আজ বাংলার নানা প্রান্তে গণেশ চতুর্থীর আয়োজন ক্রমশ জনপ্রিয় হচ্ছে। মহানায়ক উত্তমকুমারের হাত ধরে শুরু হওয়া এই ধারাই যেন নতুন প্রজন্মকে স্মরণ করিয়ে দেয়; বাঙালিরাও সর্বভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যেরই অঙ্গ।

যারা গণেশ বাঙালির নয়, গণেশ পুজো বাঙালির নয় বলে বিরাট লেকচার দেন, দয়া করে আবার উত্তমকুমারকে বহিরাগত বলে দেবেন না। মহানায়ক উত্তমকুমার কেবল রুপোলি পর্দার নায়ক নন, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলেও তিনি এক পথপ্রদর্শক হয়ে আছেন। আর একটি কথা। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায় (১৭১২ , ১৭৬০) অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি। মঙ্গলকাব্যের কবিশ্রেষ্ঠ। তাঁর 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যের প্রারম্ভে কার বন্দনা জানেন? গণেশ বন্দনা। মধ্য যুগে অধিকাংশ কাব্য শুরু হয়েছে গণেশ বন্দনার মধ্যে দিয়ে। গণেশ ছিলেন একমাত্র দেবতা যিনি লেখাপড়ায় মত্ত থাকতেন। কারোর কোনও মসয়ে লেখার দরদার পড়লে গণেশের ডাক পড়তো। গণেশ খুব দ্রুত লিখতে পারতেন। মুখের কথা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণেশ তাকে লিপিবদ্ধ করে ফেলতেন। সেই কারণে দেবতা মহলে গণেশের খুব নাম ছিল। ভারতের দুই মহাকাব্য রামায়ণ এবং মহাভারতে গণেশ বন্দনা রয়েছে। তাঁরে স্মরণ করে কবিরা কাব্য লিখতে শুরু করলেন। মধ্য যুগের অধিকাংশ কবিরা গণেশ বন্দনা করেই কবে মহাকাব্য রচনা করেছেন।

যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ করার জন্য, রেল মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে বিভিন্ন এক্সপ্রেস এবং যাত্রীবাহী ট্রেনের জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে ৩৭ টি স্টপেজ অনুমোদন দিয়েছে। ডিমা হাসাও জেলায়, আগরতলা-আনন্দ বিহার - আগরতলা তেজস রাজধানী এক্সপ্রেসকে নিউ হাফলং স্টেশনে এবং রঙিয়া-শিলচর-রঙিয়া এক্সপ্রেসকে নিউ হারাঙ্গাজাও স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, কোকরাঝাড় স্টেশনে এখন ডিব্রুগড় - লালগড় - ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস এবং সেনচোয়া জংশনে তাম্বারাম - শিলঘাট টাউন - তাম্বারাম এক্সপ্রেস ও আলিপুরদুয়ার - শিলঘাট টাউন - আলিপুরদুয়ার এক্সপ্রেসের স্টপেজ থাকবে।

বহরমপুরের নতুন বাজারে নামলেন টাস্ক ফোর্স ও মহকুমা শাসক

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ২৯ আগস্ট ঃ পুজোর আগে সবজির দাম কেমন? গত বছরের থেকে এই বছর সবজির দাম বৃদ্ধি হয়েছে কিনা সমস্ত কিছু খতিয়ে দেখতে শুক্রবার সাতসকালে বহরমপুর শহরের নতুন বাজারে নামলেন টাস্ক ফোর্স ও মহকুমা শাসক। গত বছরের তুলনায় এই বছর দাম কম রয়েছে। অন্যদিকে বাংলাদেশে পেঁয়াজ না যাওয়ার কারণে বহরমপুরে পেঁয়াজ থেকে যাচ্ছে। জনসাধারণের তরফ থেকে পাওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার সাতসকালে বহরমপুর শহরের নতুন বাজারের (পাইকারি হাট) সবজি বাজারে হানা দিলেন সদর মহকুমা শাসক ও প্রশাসনিক দফতরের আধিকারিকরা। অভিযোগ, বর্ষার মরশুমে ফের লাগামহীনভাবে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ঘটছে। বিশেষ করে শহরের বিভিন্ন সবজি বাজারে এমনটা হচ্ছে বলে অভিযোগ। মূলত জনসাধারণের কাছ থেকে পাওয়া এই অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে এদিন সকালে শহরের নতুন বাজারে (পাইকারি হাট) হানা দেন জেলা প্রশাসনিক দফতরের আধিকারিকরা। পাইকারি বাজারে পৌঁছে প্রথমে জিনিসপত্রের দাম যাচাই করেন তাঁরা। পাশাপাশি অন্যায়ভাবে যা ইচ্ছে অনুসারে জিনিসপত্রের দাম যাতে না নেওয়া হয়, সেই বিষয়ে সবজি বাজারের বিক্রেতাদের উদ্দেশে রীতিমতো নির্দেশ জারি করা হয়। অন্যথায় সেই সমস্ত বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। যদিও গতবারের তুলনায় এই বছর বাজারে জিনিসপত্রের দাম অনেকটাই কম রয়েছে বলে জানান সদর মহকুমা শাসক শুভঙ্কর রায়।

বাল্যবিবাহ রুখতে এবং শিক্ষা প্রসারে কান্দি ব্লকের অভিনব উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২৯ আগস্ট ঃ কান্দি ব্লক প্রশাসনের উদ্যোগে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান ও দুয়ারে সরকার শিবির পেল ভিন্ন মাত্রা। শুধু সরকারি পরিষেবা নয়, শিবির থেকে এদিন উঠে এলো সামাজিক অঙ্গীকারের বার্তাও। মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি ব্লকের মহলন্দী ২ নম্বর অঞ্চলের জিয়াদারা এম এস কে বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এদিনের শিবির। এখান থেকে বাল্যবিবাহ বিরোধী সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়। কান্দির বিডিও শ্রীকুমার ভট্টাচার্য বলেন, অল্প বয়সে বিয়ে হলে মেয়েদের ভবিষ্যত অন্ধকার হয়, তাই পরিবার ও সমাজকে আরও সচেতন হতে হবে। শুধু সচেতনতাই নয়, শিক্ষা প্রসারেও নেওয়া হয় মানবিক পদক্ষেপ। শিবিরে উপস্থিত এক আদিবাসী ছাত্রীর ডি. এল. এড পড়াশোনার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহনের ঘোষণা করেন কান্দি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি গার্গী প্রতীম সরকার। তিনি জানান, শিবিরে এসে জানতে পারলাম ওই ছাত্রী প্রাইমারি ট্রেনিং করতে চায় .কিন্তু আর্থিক কারণে পড়াশোনা চালাতে পারছে না। তাই আমি দু' বছরের কোর্সের সমস্ত ব্যয় বহন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্থানীয় মহলে এই উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছে। কর্মকর্তারা জানান, সরকারি প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার পাশাপাশি সামাজিক সমস্যার সমাধানেও এ ধরনের ক্যাম্প কার্যকরী ভূমিকা পালন করছে। সাধারণ মানুষও প্রতিশ্রুতি দেন- বাল্যবিবাহ রুখতে সকলে একসঙ্গে কাজ করবেন।

বিবাদ থামাতে গিয়ে খুন তৃণমূল কর্মী বলে অভিযোগ

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৯ আগস্ট ঃ দুই ব্যক্তির বিবাদ থামাতে গিয়ে মৃত্যু হল এক তৃণমূল কর্মীর। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। মর্মান্তিক এই ঘটনার সাক্ষী কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা ১ ব্লকের জোড়পাটকি গ্রাম পঞ্চায়েতে সংলগ্ন মেন্দাবাড়ী এলাকা। মৃত তৃণমূল কর্মীর নাম সঞ্জয় বর্মন। পরিবার সূত্রে খবর বৃহস্পতিবার রাতে জোড়পাটকি অঞ্চল অফিস সংলগ্ন এলাকায় দুই ব্যক্তির বিবাদ চলছিলো আর সেই বিবাদ থামাতে গিয়েছিলেন সঞ্জয়। বিবাদ থামাতে গেলে সঞ্জয় বর্মনের মাথায় ও শরীরে লোহার শাবল দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হলে ঘটনাস্থলেই লুটিয়ে পড়ে সে। এরপর তাকে মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। পরবর্তীতে দুজনকে আটক করে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। গতকাল রাতে মান্ট বর্মন এবং অজয় বর্মন ঝগড়া করছিলেন মদ্যপ অবস্থায়। এমত অবস্থায় সেই তৃণমূল কর্মী তাদেরকে বাধা দিতে গেলে তারা আক্রমণ চালায় ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে থাকে সেই তৃণমূল কর্মী পরবর্তীতে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা মৃত বলে

ঘোষণা করেন। এই ঘটনায় ওই দুই রাজমিস্ত্রি মান্টু বর্মন এবং অজয় বর্মনকে গ্রেপ্তার করেছে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ শুক্রবার মাথাভাঙ্গায় সাংবাদিক বৈঠক করে এমনটাই জানালেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। এই ঘটনার পর মৃত তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সাথে কথা বলেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র তথা উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থার চেয়ারম্যান পার্থ প্রতিম রায়। তিনি বলেন - অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা আমরা পরিবারের পাশে আছি সবরকম সাহায্য করার জন্য। তবে যারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে তাদের কঠোরতম শাস্তি দাবি করছি যদিও ইতিমধ্যে পুলিশ দোষীদের গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়েছে তবে এই ঘটনার পিছনে কি মোটিভ রয়েছে তার তদন্তের পরে জানা যাবে। পেশায় প্রাইভেট কারখানার শ্রমিক এই মৃত তৃণমূল কর্মী সঞ্জয় বর্মন। ঘটনা জেনে রীতিমতো শোকের ছায়া পরিবার জুড়ে। যদিও এই প্রসঙ্গে বিজেপি বিধায়ক বরেনচন্দ্র বর্মন রীতিমতো দায়ী করেন শাসক দলকে। তিনি বলেন, গতকালের এই ঘটনা আরো একবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমরা কোন সমাজে বসবাস করছি। সামাজিক অবক্ষয় কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে আর এর জন্য দায়ী রাজ্যের শাসক দল। দিন হোক কিংবা রাত মানুষ মানুষকে মারতে দ্বিধাবোধ করছে না যিনি মারা গেছেন তিনি তৃণমূল কর্মী এবং যারা মেরেছেন সকলেই কারখানার শ্রমিক মদ্যপ অবস্থায় ঘটনা ঘটিয়েছে তারা এর থেকেই প্রমাণ হয়। সামাজিক অবক্ষয়ের পরিস্থিতি কোথায় পাশাপাশি তিনি বলেন এ রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। বিগত দুমাস ধরে যেভাবে কোচবিহারের বিভিন্ন প্রান্তে কখনো বা বোম বন্দুক কখনো বা লোহার রড শাবলের আক্রমণে সাধারণ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে পথে ঘাটে তাতে জেলা জুড়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্কে সৃষ্টি হয়েছে।

জামালপুরে বোমা উদ্ধার চাঞ্চল্যঃ আতঙ্কিত স্থানীয়রা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৯ আগস্ট ঃ জামালপুর থানার নবগ্রামে ফের উদ্ধার হলো তাজা বোমা। শুক্রবার সকালে একটি ইটভাটা সংলগ্ন গাছতলায় পড়ে থাকা ব্যাগ থেকে একসঙ্গে ন'টি বোমা উদ্ধার হওয়ায় এলাকায় ছড়াল ব্যাপক চাঞ্চল্য। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় .বাসিন্দারা প্রথমে ব্যাগটি দেখে সন্দেহ করে থানায় খবর দেন। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছে পুলিশ এলাকা ঘিরে ফেলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই বোম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড ও দমকল বাহিনী আসে এবং উদ্ধার হওয়া সব বোমাই নিষ্ক্রিয় করা হয়। কে বা কারা এই বোমাগুলি সেখানে রেখে গিয়েছিল, এবং এর উদ্দেশ্য কী- তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়েছে। প্রসঙ্গত, কয়েকদিন আগেই জামালপুরের আমরপুর থেকে পুলিশ একাধিক তাজা বোমা উদ্ধার করেছিল। তার পরেই ফের নবগ্রামে বোমা উদ্ধারের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে টানা বোমা উদ্ধারের ঘটনায় রাজনৈতিক মহলেও আলোড়ন ছড়িয়েছে।

পুলিশের স্টিকার লাগিয়ে ডাকাতি করতে যাওয়ার আগেই আটক

দুরন্ত বার্তা, রামপুরহাট, ২৯ আগস্ট ঃ গাড়িতে পুলিশের স্টিকার লাগিয়ে ডাকাতি করতে যাওয়ার আগেই আসল পুলিশের হাতে পাকড়াও হল চালক সহ পাঁচ দুষ্কৃতী। ধৃতরা সকলেই মালদা জেলার মানিকচকের বাসিন্দা। শুক্রবার তাদের রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক প্রত্যেককে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাটি বীরভূমের ময়ূরেশ্বর থানা এলাকার। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বৃহস্পতিবার গভীররাতে ময়ূরেশ্বর থানার লোকপাড়া- রামনগর রাস্তায় রামনগর গ্রামের কাছে পুলিশের টহলদারি চলার সময় একটি চারচাকা স্করপিও গাড়িতে পুলিশ লেখা দেখে ময়ূরেশ্বর থানার পুলিশের সন্দেহ হয়। গাড়িতে থাকা চালক সহ পাঁচজনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তাদের কথায় অসঙ্গতি ধরা পড়ায় পুলিশ তাদের আটক করে গাড়িতে তল্লাশি শুরু করে। তল্লাশি চালানোর সময় গাড়ি থেকে ধারালো অস্ত্র, লঙ্কার গুঁড়ো, অ্যাসিড সহ বেশ কিছু জিনিসপত্র উদ্ধার হয়। এরপরই চালক সহ পাঁচজন যাত্রীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতরা লক্ষীকান্ত ঘোষ, জাফর শরীফ, অশোক মণ্ডল, শেখ বুলাম, বিশু ঘোষ। প্রাথমিক অনুমান ডাকাতি করার উদ্দেশ্যে ধৃতরা গাড়িতে পুলিশ লেখা স্টিকার লাগিয়ে যাচ্ছিল। সরকারি আইনজীবী সৌকত হাতি বলেন, ধৃতদের কাছ থেকে প্রায় দুই লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদে তদন্তকারী অফিসারের জানতে পেরেছে দুষ্কৃতীরা গ্রামীণ এলাকায় ছিনতাই ও ডাকাতির উদ্দেশ্যে বেরিয়েছিল। পুলিশ স্টিকার দেখিয়ে গাড়ি থামিয়ে ছিনতাই করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য।

জমি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা, হাসনাবাদ,২৯ আগস্ট ঃ হাসনাবাদে অবৈধভাবে দখল হয়ে যাওয়া সরকারি জমি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ। শুক্রবার দখলীকৃত এই জমি পরিদর্শনে যান উত্তর ২৪ পরগনার জেলার ভূমি কর্মাধ্যক্ষ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকরা। একসময় পর্যটকদের ডেস্টিনেশন হয়ে উঠেছিল হাসনাবাদের কাটাখালি নদীর চরে মাছরাঙ্গা দ্বীপ। দ্বীপের অংশটি ছিলো সরকারি জমিতে,পাশ দিয়ে প্রবাহিত ছিলো একটি খাল। পুনরুদ্ধার করতে জেলা পরিষদ ও পঞ্চায়েত সমিতি যৌথ উদ্যোগে কাজ করবে। বর্তমানে সেই খাল বুজিয়ে, মাছরাঙ্গা দ্বীপ দখল করে গজিয়ে উঠেছে বে-আইনি ইঁট ভাটা এবং মাছের ভেড়ি।

RDB REAL ESTATE CONSTRUCTIONS LTD.
CIN: L7000WB2018PLC227169
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, 1st Floor, Room No-11, Kolkata-700001, **Ph No** 033-4450-0500
Email id: secretarial@rdbrealty.com; **Website:** www.rdbrealty.com

৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, আরডিবি রিয়েল এস্টেট কনস্ট্রাকশনস লিমিটেডের সদস্যদের **৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ মঙ্গলবার, সকাল ১১:৩০ (ভারতীয় মান সময়)** ভিডিও কনফারেন্সিং ('ভিসি') / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম ('ওএভিএম') এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে ১৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসা (গুলি) পরিচালনা করা যায়। কোম্পানি আইন, ২০১৩ ('আইন') এবং এর অধীনে প্রণীত বিধি এবং এসইবিআই (তালিকাভুক্তির বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ('এসইবিআই তালিকাভুক্তি প্রবিধান') এর প্রযোজ্য বিধান এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯/২০২৪, কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (এমসিএ) দ্বারা জারি করা এবং এসইবিআই কর্তৃক জারি করা সার্কুলার নং সার্কুলার নং ০৯/২০২৪ অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) আহ্বান করা হবে। SEBI/HO/CFD/CFDPoD-2/P/CIR/2024/133 তারিখ ৩ অক্টোবর, ২০২৪ ('এসইবিআই সার্কুলার') কে সম্মিলিতভাবে প্রাসঙ্গিক সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে সদস্যদের একটি সাধারণ স্থানে শারীরিক উপস্থিতি ছাড়া।

কোম্পানি আইনের ধারা ১০৮ অনুসারে, এবং উপরোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে, ৩১শে মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত বছরের জন্য কোম্পানির বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন **কেবলমাত্র ইমেলের মাধ্যমে** ২৯শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে প্রেরণ সম্পন্ন হয়েছে, যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি/কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') অর্থাৎ নিচি টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেড অথবা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের ('ডিপোজিটরি') সাথে নিবন্ধিত। এজিএমের নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট www.rdbrealty.com এবং বিএসই ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এও পাওয়া যাবে। কোম্পানির আইনের ধারা ১০৮, যা কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪-এর নিয়ম ২০, ইন্ডিয়ার ইনস্টিটিউটস অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা (এসএস-২)-এর সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড এবং সেবি তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৪৪ অনুযায়ী, সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে এজিএমের নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং, ভিসি/ওভিএএম-এর মাধ্যমে এজিএমে অংশগ্রহণ এবং এজিএমে ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি এনএসডিএল-এর পরিষেবা নিয়োগ করেছে। সদস্যদের ভোটাধিকার **মঙ্গলবার, ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ('কাট-অফ ডেট')** কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে।

ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের, ফিজিক্যাল মোডে এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং এবং ভোটদানের পদ্ধতি এজিএম-এর নোটিশে উল্লেখ করা আছে।

রিমোট ই-ভোটিং **শনিবার, ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯:০০টা (ভারতীয় মান সময়)** তে শুরু হবে এবং **সোমবার, ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫:০০ টা (ভারতীয় মান সময়)** তে শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর এনএসডিএল দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে সকল সদস্য ভিসি/ওএভিএম সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা এজিএম-এ ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের যোগ্য হবেন। সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবে ভোটদানের পর, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।

বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার সদস্য হিসেবে যোগদান/অংশগ্রহণ করতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না।

যে কেউ বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণের পর এবং ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ারধারী হওয়ার পর কোম্পানির সদস্য হন, তিনি evoting@nsdl.com অথবা nichetechpl@nichetechpl.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিংয়ের জন্য এনএসডিএলে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন। যে সদস্যরা এখনও তাদের ইমেল ঠিকানা এবং ফোন নম্বর নিবন্ধন করেননি, তাদের নীচে উল্লিখিত প্রক্রিয়া অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছেঃ

ক) ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ইমেল ঠিকানা এবং ফোন নম্বর সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন অভিযোগের ক্ষেত্রে, অনুগ্রহ করে www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQ) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখুন অথবা কল করুনঃ ০২২ - ৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা pritamd@nsdl.com / evoting@nsdl.com ঠিকানায় সহকারী ব্যবস্থাপক শ্রী প্রীতম দত্তের কাছে একটি অনুরোধ পাঠান।

বোর্ডের আবেশানুসারে
স্বা/-
সুরভি কুমারি গুপ্তা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩.০৮.২০২৫

নোটিশ

আমি, অর্পিতা গুপ্তা, ডি /ও দ্বারিকা প্রসাদ আগরওয়াল, ফ্ল্যাট ১১বি, মোনালিসা বিল্ডিং, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭-এ বসবাসকারী, এতদ্বারা সশ্রদ্ধচিত্তে ঘোষণা করছি যে আমি অর্পিতা গোয়েল এবং অর্পিতা আগরওয়াল নামেও পরিচিত। ১৫.৩.২০২৪ তারিখের হলফনামা অনুসারে, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) এর নোটারি, সি.এম.এম. কোর্টের সামনে শপথ গ্রহণ করেছি, অর্পিতা গুপ্তা, অর্পিতা গোয়েল এবং অর্পিতা আগরওয়াল তিনজনই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Kharagpur-II Panchayat Samity

Madpur :: Paschim Medinipur
Notice Inviting e-Tender No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT20/ 25-26

Separate tenders are invited by the undersigned for the work of **Construction of concrete road**. Last date of Submission of Bid(Online): **18.09.2025 up to 6.55 pm**. Date of Opening of Technical Bid(Online): **22.09.2025 at 11.00 a.m.** onwards. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Kharagpur-II Panchayat Samity

কবিলপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

রেজিঃ ৬৫ এইচজি তাং-১৫-০৫-১৯৬১

গ্রামঃ চিনাগোড়ী, পোঃ ভাণ্ডারহাটী, জেলাঃ হুগলী

বিশেষ সাধারন সভার বিজ্ঞপ্তি

সমবায় সমিতি সমূহের যুগ্ম-নিবন্ধক হুগলী রেঞ্জ তথা হুগলী জেলার সমবায় সমিতি সমূহের নির্বাচন সংশ্লিষ্ট বিষয়ক রিটার্নিং অফিসার (Returning Officer) এর আদেশনামা মোতাবেক কবিলপুর কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেডে এর সমস্ত সদস্য / সদস্যাগণ কে জানানো হচ্ছে যে আগামী ইংরাজি ২২.০৯.২০২৫ (দুপুর ১২টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত) কবিলপুর সমবায় প্রাঙ্গণে নীচের আলচ্যসূচি অনুযায়ী সমিতির পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন নিমে অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটানিং অফিসার এর প্রদত্ত নির্ঘন্ট অনুসারে বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হবে, উক্ত বিশেষ সাধারন সভায় পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সমিতির সকল নির্বাচক সদস্যকে উপস্থিত থেকে প ঃ বঃ সমবায় আইন ২০০৬, প ঃ বঃ সমবায় নিয়মাবলী ২০১১ ও ওয়েস্ট বেঙ্গল কো অপারেটিভ ইলেকশান কমিশান রেগুলেসান ২০১২ অনুসরন করে পরিচালক মন্ডলীর ১২ (বারো) জন সদস্য (তন্মধ্যে ২(দুই)টি আসন মহিলাদের এবং ১(এক)টি আসন তপসিলি জাতি / তপসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত) নির্বাচন করতে তথা বিশেষ সাধারন সভায় অংশগ্রহন ক রতে অনুরোধ করা হচ্ছে। নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় সমূহ আসিস্ট্যান্ট রির্টানিং অফিসারের সাক্ষরে এই বিজ্ঞপ্তির অংশ হিসাবে নিম্নে সংযোজিত হল।

আলোচ্যসূচিঃ পরিচালক মন্ডলীর সদস্য নির্বাচন

তারিখঃ ২৯-০৮-২০২৫
স্থানঃ Dhaniakhali

সাক্ষর
সমবায় পরিদর্শক

নির্বাচনের নির্ঘন্ট

ক্রম নং.	বিষয়	তারিখ ও বার	স্থান	সময়	দায়িত্বপ্রাপ্ত পদাধিকার পরিচিতি
১.	মনোনয়ন বিতরণ ও গ্রহণ	০৮.০৯.২০২৫ ও ০৯.০৯.২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১২ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	অ্যাসিস্যান্ট রিটানিং অফিসার অথবা অনুমোদিত ব্যক্তি
২.	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা	১১.০৯.২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১২ টা থেকে পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত	অ্যাসিস্যান্ট রিটানিং অফিসার
৩.	পরীক্ষা পরবর্তী বৈধ মনোনয়ন পত্রের তালিকা	১১.০৯.২০২৫	সমিতির কার্যালয়	মনোনয়নপত্র পরীক্ষা শেষ হবার অব্যবহতি পর	অ্যাসিস্যান্ট রিটানিং অফিসার
৪.	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার	১২.০৯.২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বিকাল ৩ টা পর্যন্ত	অ্যাসিস্যান্ট রিটানিং অফিসার
৫.	মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার পরবর্তী চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ	১২.০৯.২০২৫	সমিতির কার্যালয়	বিকাল ৩ টাপর	অ্যাসিস্যান্ট রিটানিং অফিসার
৬.	নির্বাচনের তারিখ স্থান ও সময়	২২.০৯.২০২৫	সমিতির কার্যালয়	সকাল ১২ টা থেকে বেলা ৩টা পর্যন্ত	অ্যাসিস্যান্ট রিটানিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্যা আধিকারিক দ্বারা
৭.	ভোটগণনা	২২.০৯.২০২৫	সমিতির কার্যালয়	ভোটগ্রহণ শেষ হবার অব্যহতি পর	অ্যাসিস্যান্ট রিটানিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্যা আধিকারিক দ্বারা
৮.	ভোটের ফল প্রকাশ	২২.০৯.২০২৫	সমিতির কার্যালয়	ভোটগ্রহণ শেষ হবার অব্যহতি পর	অ্যাসিস্যান্ট রিটানিং অফিসারের নেতৃত্বে অন্যান্যা আধিকারিক দ্বারা

তারিখঃ ২৯.০৮.২০২৫
স্থানঃ চিনাগোড়ী (ধনিয়াখালি)

শ্রী প্রলয় বিশ্বাস / চঞ্চল রায়
অ্যাসিস্যান্ট রিটানিং অফিসার
কবিলপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

বিবিধ সার্ভিসেস রিক্রুটমেন্ট (ফাইনাল) পরীক্ষা, ২০২৩-এর জন্য ৩১.০৮.২০২৫ তারিখে ব্লু লাইনে সকাল ৭টা থেকে এবং গ্রীন লাইনে সকাল ৮টা থেকে স্পেশাল পরিষেবা

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা **বিবিধ সার্ভিসেস রিক্রুটমেন্ট (ফাইনাল) পরীক্ষা, ২০২৩**-এর পরীক্ষার্থীদের সুবিধার্থে মহানায়ক উত্তম কুমার এবং দক্ষিণেশ্বর স্টেশনের মধ্যে উভয় অভিমুখে ৩১.০৮.২০২৫ তারিখে সকাল ৭ টা থেকে স্পেশাল মেট্রো পরিষেবা প্রদান করবে। কিন্তু, কিছু পরিচালনগত সীমাবদ্ধতার কারণে, ৩১.০৮.২০২৫ তারিখে (রবিবার) সকাল ৭টা থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম স্টেশন থেকে মেট্রো পরিষেবা প্রদান করা সম্ভব হবে না। এছাড়াও, হাওড়া ময়দান এবং সল্টলেক সেক্টর V-এর মধ্যে সংযোগকারী গ্রীন লাইনে উভয় অভিমুখে পরিষেবা ৩১.০৮.২০২৫ তারিখে সকাল ৯টার পরিবর্তে সকাল ৮টা থেকে পাওয়া যাবে।

প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস্ ম্যানেজার

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

অকল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড
CIN-L36934WB1977PLCO31184
পোস্টঃ জগদল, জেলাঃ ২৪ পরগণা (উত্তর), পশ্চিম বঙ্গ-৭৪৩১২৫
ফোনঃ (০৩৩) ২৫৮১-২৭৫৭ /২০৩৮ ফ্যাক্সঃ ২৫৮১-৩৭৯৫
ইমেলঃ ail@aucklandjute.com ওয়েবসাইটঃ www.aucklandjute.com

ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম/ রিমোট ই-ভোটিং তথ্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত অতিরিক্ত সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে

১. কোম্পানির অসাধারণ সাধারণ সভা (EGM) বৃহস্পতিবার, ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ সকাল ১১.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (VC/OAVM) সুবিধার মাধ্যমে আহ্বান করা হবে, যা EGM-এর নোটিশে উল্লেখিত বিশেষ কার্য সম্পাদনের জন্য কোম্পানি আইন, ২০১৩ (আইন) এবং এর অধীনে প্রণীত বিধিমালার বিধান অনুসারে, যা যথাক্রমে ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল ২০২০ এবং ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ /২০২০, ১৭/ ২০২০ এবং ০৯ /২০২৪ এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (MCA সার্কুলার) এবং প্রাসঙ্গিক SEBI সার্কুলার দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা হয়েছে, যার জন্য একটি সাধারণ স্থানে সদস্যদের কোনও শারীরিক উপস্থিতির প্রয়োজন নেই। EGM-এর বিবেচিত স্থান হবে কর্পোরেট। কোম্পানির অফিস।

২. ইজিএম নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি শুধুমাত্র সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের (দের) সাথে যোগাযোগের উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত।

৩. ইজিএমে যোগদানের নির্দেশাবলী এবং ইজিএম চলাকালীন রিমোট ই-ভোটিং বা ই-ভোটিংয়ে অংশগ্রহণের পদ্ধতি ইজিএমের নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম গণনার উদ্দেশ্যে ভিসি / ওএভিএম সুবিধা ব্যবহার করে ইজিএমে অংশগ্রহণকারী সদস্যদের উপস্থিতি গণনা করা হবে।

রিমোট ই-ভোটিং-

ক) ইজিএমের নোটিশে উল্লেখিত বিশেষ কার্যাবলী কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে পরিচালিত হবে

খ) রিমোট ই-ভোটিং সুবিধাটি সোমবার, ০৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ০৯.০০ টা থেকে শুরু হবে এবং বুধবার, ১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ০৫.০০ টায় শেষ হবে। এরপর ভোটদানের জন্য এনএসডিএল রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করবে।

গ) শেয়ারহোল্ডারদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের শেয়ারের সমানুপাতিক হবে, যা ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে নির্ধারিত।

ঘ) কোম্পানি কর্তৃক ই-মেইলে এই অসাধারণ সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পর এবং কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণ করার পর, যে কোনও ব্যক্তি কোম্পানির শেয়ার অর্জন করেন এবং কোম্পানির সদস্য হন, তিনি কোম্পানির ই-মেইল ঠিকানায় ail@aucklandjute.com-এ একটি অনুরোধ পাঠিয়ে ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি আপনি ইতিমধ্যেই দূরবর্তী ই-ভোটিং-এর জন্য NSDL-এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে আপনি আপনার বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে আপনার ভোট দিতে পারেন।

ঙ) ইজিএম-এর বিজ্ঞপ্তি কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.aucklandjute.com এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com এবং NSDL-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com এ পাওয়া যাবে।

চ) কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরঃ ১৮০০ ১০২০ ৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০ এ কল করতে পারেন অথবা evotingnsdl.co.in এ সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মহাত্রেকে অনুরোধ করতে পারেন।

ছ) সদস্য, যাদের KYC বিবরণ (যেমন পিন কোড সহ ডাক ঠিকানা, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ, আধারের সাথে সংযুক্ত প্যান ইত্যাদি) বা ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত / আপডেট করা হয়নি। অংশগ্রহণকারীরা, এবং যারা EGM নোটিশ এবং সময়ে সময়ে কোম্পানি কর্তৃক প্রেরিত অন্যান্য সমস্ত ভবিষ্যতের যোগাযোগ পেতে চান, তারা নীচের ধাপগুলি অনুসরণ করে তাদের KYC বিবরণ এবং ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিতআপডেট করতে পারেনঃ

ক. বাস্তব আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা ফর্ম ISR-1-এ যথাযথভাবে পূরণ করা এবং স্বাক্ষরিত অনুরোধপত্র, আধারের সাথে সংযুক্ত প্যানের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং সদস্যের ঠিকানার সমর্থনে যেকোনো নথির স্ব-প্রত্যয়িত কপি (যেমন আধার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, নির্বাচনী পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট ইত্যাদি) এবং ফর্ম ISR-1-এ নির্ধারিত অন্যান্য নথি জমা দিয়ে

i. যদি ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত থাকে - তাহলে তাদের নিবন্ধিত ইমেল ঠিকানা থেকে ail@aucklandjute.com এ একটি ইমেল পাঠিয়ে এবং তারপরে বাধ্যতামূলকভাবে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে ডাকযোগে অথবা সরাসরি RTA, Niche Technologies Pvt Ltd-এ এর প্রকৃত কপি পাঠিয়ে এবং ii. যদি ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত না থাকে - তাহলে কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অথবা সরাসরি RTA-তে এর প্রকৃত কপি পাঠিয়ে।

খ. ডিম্যাট আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা তাদের কেওয়াইসি বিবরণ এবং ইমেল ঠিকানা তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী(দের) সাথে আপডেট করতে পারবেন।

অকল্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডের বোর্ডের আদেশক্রমে,
স্বা /-
এস . ঘোষ
(কোম্পানী সেক্রেটারি)

তারিখঃ ২৯ ।৮ ।২০২৫
স্থানঃ কলকাতা

খাটোড ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোং. লিমিটেড
CIN: L65993WB1990PLC084695
নিবন্ধিত অফিসঃ১, রমেশ মিত্র রোড, তৃতীয় তলা, কলকাতা - ৭০০ ০২৫
ইমেলঃ khatodinv@gmail.com ওয়েবসাইটঃ www.khatodinv.com

৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মেসার্স খাটোড ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোং লিমিটেড ('কোম্পানি') এর ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার বিকাল ৩.০০ টায় দ্য আরিয়ানস স্কুল, ১৪৯, বি.টি. রোড, কলকাতা - ৭০০ ০৫৮-এ অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে বার্ষিক সাধারণ সভা (বিজ্ঞপ্তি) আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পন্ন হবে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০১ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৬ (তালিকাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ) এবং সাধারণ সভার সচিবালয় মান (আপাতত বলব আইনগত পরিবর্তন(গুলি) বা পুনর্প্রণয়ন(গুলি) সহ) অনুসারে, ৩৫ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদিত মোডে সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.khatodinv.com, সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস (ইন্ডিয়া) লিমিটেড (CDSL) www.evotingindia.com এবং দ্য ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেডের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে, যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, যা সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত, এবং তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ সভা সংক্রান্ত সচিবালয়ের মানদণ্ডের ৪৪ (আপাতত বলব আইনগত পরিবর্তন বা পুনর্প্রণয়ন সহ) অনুসারে, কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় .লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। দূরবর্তী ই-ভোটিং শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯.০০ টা (IST) থেকে শুরু হবে এবং রবিবার, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫.০০ টা (IST) থেকে শেষ হবে। উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে দূরবর্তী ই- ভোটিং অনুমোদিত হবে না। এই সময়ের মধ্যে, কোম্পানির সদস্যরা যাদের কাট-অফ ডেট (রেকর্ড ডেট), অর্থাৎ ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার রয়েছে, তারা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির বিশদ বিবরণ উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হয়েছে। নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জনকারী এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখের মধ্যে শেয়ার ধারণকারী যে কোনও ব্যক্তি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগের জন্য ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড জারি করার জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন করতে পারেন। যে ব্যক্তি কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্যপদ ত্যাগ করেন এবং এই নোটিশটি পান, তিনি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে একই ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদান না করা সদস্যদের জন্য, কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভায় পোলিং পেপার। ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাও প্রদান করছে। তবে, যে সদস্যরা ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোটদান করেছেন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন তবে পুনরায .ভোটদানের অধিকারী হবেন না। যদি কোনও সদস্য বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং এবং পোলিং পেপার উভয় পদ্ধতিতেই ভোট দেন, তাহলে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে করা ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে দেওয়া ভোট বাতিল বলে গণ্য হবে। মিসেস পূজা বাছাওয়াত (এসিএসঃ ৫২৮৩৫), অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিবকে রিমোট ই-ভোটিং এবং ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদান সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই করার জন্য যাচাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।

কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণের ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন ১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

ই-ভোটিং সম্পর্কিত আপনার যদি কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে আপনি www.evotingindia.com-এ সহায়তা বিভাগের অধীনে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ একটি ইমেল লিখতে পারেন।

খাটোড ইনভেস্টমেন্টস অ্যান্ড ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেডের জন্য
অমৃতা আগরওয়াল ডালুকা
কোম্পানি সচিব

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ২৯ আগস্ট, ২০২৫

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE-III/13/28/25-26
Name of the work: **Repairing of passage at 20/H/13 K. M. Road, 13/2 Ariff Road and different places in Ward No.-13.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,99,632.00.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE-III/13/33/25-26
Name of the work: **Renovation of tap water platform at 13 Canal Circular Road, 4/1 G. S. Lane and different location in Ward No.-13.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,49,769.00.** Earnest money: ₹ **5,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/EE-III/30/10/25-26/US
Name of the work: **Repairing of Uttaran sanitary latrine at 40A/H/5, 40A/H/21/10, 40B/19 etc. 34 U. C. Banerjee Road and various other places in Ward No.-30.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,72,849.00.** Earnest money: ₹ **9,500.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/EE-III/32/31/25-26
Name of the work: **Development of passage at 1, 2, 3, Sree Krishna Colony, 34 Bagmari Road and their adjacent areas in Ward No.-32.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,99,328.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **45 days.**

(5) NIT No. : KMC/EE-III/32/32/25-26
Name of the work: **Improvement of passage from 62/9 to 62/16, Satin Sen Sarani, Kolkata-700054 at Ward No.-32, BR-III, KMC.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,98,594.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(6) NIT No. : KMC/EE-III/13/27/25-26
Name of the work: **Repairing of passage at 2/A G. D. G. Lane, 11, 12 K. M. Road and different places in Ward No.-13.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **3,99,404.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(7) NIT No. : KMC/EE-III/333/2/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Emergency repairing works of pot holes (by means of paver block) in the K.M.C. BR-III area.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,00,000.00.** Earnest money: ₹ **8,000.00.** Period of completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **08.09.2025 up to 12 Noon (For Sl. No. 1 to 6) and 11.09.2025 up to 12 Noon (For Sl. No. 7).** Date and time of opening of bid: **10.09.2025 after 12 Noon (For Sl. No. 1 to 6) and 13.09.2025 after 12 Noon (For Sl. No. 7).** The bid forms and other details are available on and from **30.08.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 6) and 02.09.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 7).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 7).**

The Executive Engineer (Civil), BR-I, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EEC/I/003/40/2025-2026
Name of the work: **Construction of pits, catch pits and its connections at 21/H/14, Paikpara R. M. Road and other places in Ward No.-003, under BR-I.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **1,99,987.00.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **21 days.** Last date and time of submission of bid: **09.09.2025 - 1 P.M.** Tender will be opened on: **11.09.2025 - 1 P.M.** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2025 (6 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/24/2025-2026
Name of the work: **Repairing of K.M.C. UPHC Unit at Santosh Mitra Square in Ward No.-50.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,10,965.28.** Earnest money: ₹ **4,500.00.** Period of completion: **45 days.**

(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/27/2025-2026
Name of the work: **Restoration of I.P.S. footpath including ancillary work at Ramnarayan Motilal Lane surrounding area etc. in Ward No.-50.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **2,94,308.62.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **10.09.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** Date and time of opening of tender: **12.09.2025 - 11 A.M. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **30.08.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/XIII/115/05/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Improvement of Bye Lanes of Raja Rammohan Roy Road from Premises No.-96/A/1 to 96A/3 & near 66/1A by laying hotmix in Ward No.-115.** Work value: ₹ **4,88,626.44.** Earnest money: ₹ **10,000.00.** Period of completion: **40 days.**

(2) NIT No. : KMC/XIII/116/22/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of road with C.C. pavement works at Bye Lane of P. N. Mitra Brick Field Road near Premises Nos.-74/1, 142 etc. in Ward No.-116.** Work value: ₹ **2,98,177.35.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.**

(3) NIT No. : KMC/XIII/119/29/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Development of underground sewer at D. H. Road Bye Lane near Premises Nos.-117, 115/1 & 111C in Ward No.-119, BR-XIII.** Work value: ₹ **4,03,159.68.** Earnest money: ₹ **8,100.00.** Period of completion: **30 days.**

(4) NIT No. : KMC/XIII/122/28/25-26 (1st Call)
Name of the work: **Maintenance of road with C.C. pavement works at Bye Lane of Banamali Benerjee Road near Premises No.-300/E etc. in Ward No.-122.** Work value: ₹ **1,18,839.91.** Earnest money: ₹ **2,400.00.** Period of completion: **25 days.** Last date of submission of bid: **13.09.2025 (up to 11 A.M.) (For Sl. No. 1 to 3) and 10.09.2025 (up to 11 A.M.) (For Sl. No. 4).** Tender will be opened on: **15.09.2025 (11 A.M.) (For Sl. No. 1 to 3) and 12.09.2025 (11 A.M.) (For Sl. No. 4).** The bid forms and other details are available on and from **02.09.2025 (from 5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 4).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).**

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:

NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/084/09/2025-2026/Uttaran
Name of the work: **Development of Uttaran's drainage system at 28/13 N. B. Lane, 105/1 Hazra Road and others in Ward No.-84.** Estimated cost (including GST & CESS): ₹ **4,10,417.14.** Earnest money: ₹ **8,250.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **11.09.2025 - 12 Noon.** Date of opening of tender: **13.09.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **01.09.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

CORRIGENDUM

NIT No. KMC/EEC/I/002/31/2025-2026 published in this Newspaper on **18.08.2025** (Key No. 862/25-26) of **Engineering (Civil)/Br-I Department**. Last date and time of submission of bid will be read as **09.09.2025 at 1 P.M.** instead of 27.08.2025 at 1 P.M. The tender will be opened on **11.09.2025 at 1 P.M.** instead of 29.08.2025 at 1 P.M. (976/25-26)

চাষবাস

মরশুমে আমের দর ছিল ২৫-৩০ টাকা কেজি, 'আশিনা'র দর পাঁচগুণ

আমের জেলায় আমের দর কেজি প্রতি ১৫০ টাকা! তা-ও মরশুমের শেষবেলায়। না, এই আম কিন্তু দক্ষিণ ভারত থেকে আসছে না। এই আম খোদ মালদহেরই। ' প্রজাতির আম। মরশুমের পরও গাছে থাকে ' আমের মরশুম শেষে এখন একাই ' মালদহের আমবাগানে এই মুহূর্তে ফজলি, হিমসাগর কিংবা আম্রপালির যা বিক্রিও হচ্ছে চা। দামে। ১৩০ থেকে ১৫০ টাকা কেজি। তাতে কী! কিনে নিতে কেউ কার্পণ্য করছেন না। সিজনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আম চান আমজনতা। ইংরেজবাজারের গৌবন্দ, পর্বতা, রামচন্দ্রপুর, ফুলবাবাড়ি, পীরগঞ্জ-সহ বিভিন্ন এলাকার বাগানে বাগানে এখনও ' আম রয়েছে। রতুয়া এবং দেখছেন, সেটা বিক্রি করেই সারা বছরের উপার্জন হয়ে যাবে। মালদহে আমের দর ছিল ২৫-৩০ টাকা কেজি। ' পাঁচগুণ দর পাচ্ছি। মালদহ শহর ছা।ও গ্রামীণ এলাকা সুজাপুর, মিলকি, চাঁচোল, সামসি বাজারেও শেষবেলায় আশিনার চা। দাম। যেন আম আর আপেল একদরা! আপেলও বিকোচ্ছে ১৫০ টাকা

দেখা মিলবে না। পরের বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু এখনও মালদহের বাজারে উঁকি দিচ্ছে মালদহেরই ' আম। ঝুলছে আমবাগানেও। কিছু কিছু গাছে এখনও ' আম, যা নিয়ে চাষিদের যেন পোয়াবারো। পাইকার, ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি নয়, চাষিরা নিজেরাই রোজ এক-দুই ঝু। করে ' আম বিভিন্ন বাজারে নিয়ে যাচ্ছেন। কালিয়াচকেও গাছে গাছে ঝুলছে এই ' ফুলবা।ড়ির আমচাষি ছিদাম মণ্ডল বলেন, সব আম ফুরিয়ে যাওয়ার পর বহু গাছে ' আম রয়ে যায়। আমরা এভাবেই চাষ করি। আমের সিজন দোমাস আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার বাজারে একাই ' সোনার দরে বিক্রি হচ্ছে। গৌঁরে পর্বতায় সুকুমার মণ্ডল বলেন, ছিটেফোঁটা যেটুকু আম কেজি দরে। জেলা উদ্যানপালন দপ্তরের উপ-অধিকর্তা সামন্ত লায়েক বলেন, এবার জেলার প্রায় ৩১ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়। এই বছর জেলায় সা। তিন লক্ষ মেট্রিক টন আম উপাদন হয়ে হয়েছে। প্রত্যেক বছরই শেষ মুহূর্তে ' আম বেশি দাম দিয়ে কিনে খেতে হয়। এবার দামটা আরও বেশি। একশো থেকে দো।শো টাকা।

রাজ্যে বাড়ছে জৈব চাষ, শীর্ষে দুই জেলা শীর্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ঝাড়গ্রাম

জৈব চাষে রাজ্যের মধ্যে শীর্ষে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও ঝাড়গ্রাম। দুই জেলাতেই চার হাজার হেক্টর করে করা হয়েছে গত তিনবছরে। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে বীরভূম। রাঙামাটির এই জেলায় ৩ হাজার হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হয়েছে। তারপরেই রয়েছে বাঁকু।, পুরুলিয়া ও পশ্চিম মেদিনীপুর। যোজনা'-র অধীনে সার্টিফায়েড জৈব চাষ বাড়ছে। রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় নিজে রাসায়নিকমুক্ত চাষের সম্প্রসারণে আগ্রহী। এই ব্যাপারে বিহারের কৃষিমন্ত্রীর সঙ্গে নবান্নে বৈঠকও করেছিলেন। বিহার জৈব চাষে অনেকটা এগিয়েছে। প।শি সিকিমেও দীর্ঘদিন ধরে চাষ হচ্ছে। অতিরিক্ত কৃষি আধিকারিক ড. অনুপম পাল। রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত কৃষি আধিকারিকের কথায়, রাজ্যে দুধরনের জৈব চাষ হচ্ছে। সার্টিফায়েড ও নন-সার্টিফায়েড। সু ।রবনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে স্বাভাবিক উপায়েই জৈব চাষ হয়। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতেও

পশ্চিমাঞ্চলের এই তিন জেলায় ২ হাজার করে মোট ৬ হাজার হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হয়েছে।
দার্জিলিং, জলপাইগু।ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারেও জৈব চাষ বে।ছে। উত্তরবঙ্গের এই তিন জেলায় এক হাজার করে মোট ৪ হাজার হেক্টর জমিতে জৈব চাষের তথ্য রয়েছে প্রশাসনের কাছে। সবমিলিয়ে গত তিন বছরে রাজ্যে মোট ২১ হাজার হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হয়েছে। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীর উদ্যোগে আরও জমিতে জৈব চাষ চলছে রাজ্যে।
অনেকদিন ধরেই জৈব চাষে হাত পাকাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ। ' কৃষি বিকাশ কিন্তু সচেতনতার অভাবে এ রাজ্যে সেভাবে কৃষকদের মধ্যে আগ্রহ তৈরি হচ্ছিল না। কিন্তু এখন পরিস্থিতি বদলাচ্ছে। সাধারণ মানুষ ' ফুড'-এর গুরুত্ব বুঝতে পারছে। বাজারও তৈরি হয়েছে। তিরিশটিরও বেশি কৃষক গোষ্ঠী জৈব চাষে এগিয়ে এসেছে। চাল, ডাল, তৈলবীজ, সবই জৈব পদ্ধতিতে চাষ করছে। সবজি চাষেও জৈব পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য সচেতন মানুষ অর্গানিক খাবার খাচ্ছেন। একাধিক বিপণি খুলেছে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। এমনটাই জানালেন রাজ্যের অবসরপ্রাপ্ত রাসায়নিক সার মুক্ত প্রাকৃতিক চাষ হচ্ছে। যা জৈব চাষেরই নামান্তর। অনুপমবাবুর দাবি, জৈব চাষের বিরুদ্ধে একটি লবি বরাবর সক্রিয়। সবুজ বিপ্লব তারই ফসল। বিখ্যাত পরিবেশবিদ বঃদনা শিবের ' অফ গ্রিন রেভলিউশন' বইটিতে সবুজ বিপ্লবের কুফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অনুপমবাবুর পর্যবেক্ষণ, গোটা দেশে ৮২ হাজার দেশীয় প্রজাতির ধান রয়েছে। বাংলায় এই সংখ্যা সা।ে পাঁচ হাজারের বেশি। বিশ্বে এখনও এমন কোনও হাইব্রিড ধান আবিষ্কার হয়নি, যা দেশীয় প্রজাতিকে টেক্কা দিতে পারে।

আগামীতে বাজার বাজিমাত করতে নিঃশব্দে উৎপাদন চলছে 'কেমা' ও 'লালমিহি'র

তুলাইপাঞ্জি চালের সুগন্ধিকে অনায়াসে হারিয়ে আগামীতে বাজার বাজিমাত করতে নিঃশব্দে উপাদন চলছে 'কেমা' ও 'লালমিহি', কিন্তু মজার ঘটনা হল, অধিকাংশের আ।।লে রয়ে গিয়েছে উত্তর দিনাজপুরের গোলাপি বাদামী রঙের ঐতিহ্যশালী এই দুটি চাল। এই জেলার একেবারে বিহার ঘেঁষা কৃষিজমিতে স্বল্প পরিসরে চাষ হচ্ছে এই অতুলনীয় দেশি প্রজাতির আমন ধান। স্বাদে-বর্ণে-গন্ধের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের জোরে প্রাপ্ত রায়গঞ্জের নিজস্ব তুলাইপাঞ্জী ধানকে সহজেই পিছনে ফেলে দিয়েছে।আকারে হুবহু এক দেখতে হলেও তুলাইপাঞ্জি ধানের দানার থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন 'কেমা' ও 'লালমিহি' ধান। মিলছে উত্তরের ইসলামপুরের বিহার লাগায়ো আগডিমটিখন্তি পঞ্চায়েতের পোথিয়া গ্রামের কৃষিখেতে। খোসার ভিতরের আকার অবিকল তুলাইপাঞ্জি। তবে সুগন্ধের মহারাজ। দাবি করা হচ্ছে, ' কেমা ও লাল মিহি ধান তুলাইপাঞ্জির চেয়ে অনেকগুণ বেশি সুগন্ধ। কিন্তু তুমূল জনপ্রিয়তার কারণে রায়গঞ্জের তুলাইপাঞ্জি চাষ অনেক বেশি। কিন্তু ইসলামপুরের কেমা কিংবা লালমিহি চাষ কম হওয়ায় প্রচারের আড়ালে। অধিকাংশ চাষির না জানার কারণে এই অভাবনীয় গন্ধের চিকন সরু ধানের আবাদ করতে বিশেষ আগ্রহ দেখান না। অথচ ঠিকঠিক ভাবে চাষ করলে তুলাইপাঞ্জিকে টেক্কা দেওয়ার পর্যাপ্ত গুণ লুকিয়ে আছে।তবে কয়েক দশক ধরে রায়গঞ্জের মোহিনীগঞ্জের নাগর নদীর দুই পাড়ে উৎপাদিত তুলাইপাঞ্জি এখন জেলার বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে আবাদে নজর কেড়েছে আপামর কৃষকের। ফলে আগ্রহ বেড়েছে তুলাইয়ে। কিন্তু সেইক্ষেত্রে জেলার অধিকাংশ চাষিদের অজানা কেমা ও লালমিহির মোহিমা। ফলে ইসলামপুরে হাতেগোণা কয়েকজন কৌতুহলী চাষি প্রায় ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে এলেও অধিকাংশ কৃষক কেমো ও লাল মিহিতে আগ্রহ এখনও কার্যত জমাট বাঁধেনি। অথচ নিয়ম মেনে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় চাষ একবার শুরু করলে বাতসাভোগ, কামিনিশাল কিংবা তুলাইপাঞ্জি প্রভৃতি সুগন্ধি চিকন চালকে অবধারিতভাবে ছাপিয়ে ফেলবে

প্রতিদিন ২০০ মেট্রিক টন লঙ্কা যাচ্ছে বাংলাদেশে

বাংলাদেশে রপ্তানি শুরু কাঁচালঙ্কা। দাম উঠতে শুরু করায় খুশি জেলার লঙ্কা চাষিরা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার তপন ব্লকে ব্যাপক হারে হয় লঙ্কার চাষ। ওই ব্লকের ফুলবাড়ি এলাকায় রয়েছে পাইকারি লঙ্কার বাজার। জেলা তো বটেই, ভিন জেলা থেকে পাইকাররা এসে লঙ্কা কিনে নিয়ে যায়। তবে অধিক হারে উৎপাদিত লঙ্কা সেই বাজারে এনেও মিলছিল না দাম। পাইকাররা লঙ্কার দাম রাখে প্রতি কিলো ২০ থেকে ২৫ টাকা। ফলে উপাদন খরচটুকু উঠছিল না চাষিদের। দাম না পেয়ে আগে নিজেদের উপাদিত লঙ্কা রামপুর-ফুলবাড়ি ৫১২ নম্বর জাতীয় সড়কে ফেলে প্রতিবাদ আন্দোলনে নামতে বাধ্য হয়েছিল চাষিরা। এদিকে, এবার বাজারে উঠতে শুরু করেছে তপনের কাঁচালঙ্কা। আবার এই মুহূর্তে বাংলাদেশে লঙ্কার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। সেই কারণে ভারত থেকে তারা লঙ্কা আমদানি করতে চেয়েছিল। এরপরেই কেন্দ্রের ছাড়পত্র মিলেছে। অবশেষে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার হিলি ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দিয়ে বাংলাদেশে লঙ্কা রপ্তানি শুরু হয়েছে ভারত থেকে। প্রতিদিন ২০০ মেট্রিক টন লঙ্কা যাচ্ছে বাংলাদেশে। এতেই একটু একটু করে দাম উঠছে। খুশি জেলার লঙ্কা চাষিরা।এক লঙ্কা চাষি বলেন, এবার ভাল দাম উঠতে শুরু করেছে। প্রতি কিলো লঙ্কার দাম ৫০ থেকে ৭০ টাকা পর্যন্ত উঠছে। এভাবে বিক্রির বাজার থাকলে আমরা আরও উৎসাহ পাব এই চাষে। হিলি এক্সপোর্টাস এন্ড কাস্টম ক্লিয়ারিং এজেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের মুখপাত্র বলেন, বাংলাদেশের চাহিদা অনুযায়ী প্রতিদিন লঙ্কা যাচ্ছে। এতে চাষি এবং ব্যবসায়ী উভয় লাভবান হবে।

আকাশ থেকে আছড়ে পড়ল 'পাকিস্তানের ভরসা' এফ ১৬!

আমেরিকা, বাংলাদেশের পর এবার পোল্যান্ড। ফের দুর্ঘটনার কবলে পড়ল যুদ্ধবিমান। বৃহস্পতিবার মহ।। করতে গিয়ে পোলিশ বায়ুসেনার এফ-১৬ জেট ভেঙে পড়ে। বিমানে থাকা পাইলটের মৃত্যু হয়। মর্মান্তিক ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে নেটদুনিয়ায়। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক অতীতে বাংলাদেশ এবং আমেরিকায় ভেঙে পড়েছে যুদ্ধবিমান।জানা গিয়েছে, মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় রাত ১১টা নাগাদ। চলতি সপ্তাহের শেষেই পোলিশ বায়ুসেনার একটি এয়ার শো হওয়ার কথা ছিল। তারজন্যই মহড়া সারছিল এফ ১৬ যুদ্ধবিমান। ব্যারেল-রোল অ্যাক্রোব্যাটিক ম্যানুভার করার সময়েই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ভাইরাল ভিডিওতে দেখা যায়, আকাশে ওড়ার সময়ে আচমকাই বাঁক খেয়ে নিচের দিকে পড়তে থাকে যুদ্ধবিমানটি। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আছড়ে পড়ে রানওয়েতে। দাউদাউ করে আগুন ধরে যায় যুদ্ধবিমানে। বিমানে থাকা পাইলটের মৃত্যু হয়েছে এই মর্মান্তিক ঘটনায়। তবে আশেপাশে কেউ আহত হননি। ঘটনায় গভীর শোক প্রকাশ করেছেন পোল্যান্ডের উপপ্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিস্ল কোসিনিয়াক কামিসজ। তবে ঠিক কোন কারণে এহেন মর্মান্তিক পরিণতি হল যুদ্ধবিমানের, তা এখনও জানা যায়নি। তবে এই ঘটনার পর বাতিল করা হয়েছে বায়ুসেনার এয়ার শো অনুষ্ঠান।উল্লেখ্য, সম্প্রতি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে মার্কিন বায়ুসেনার একটি এফ-৩৫ ফাইটার জেট ভেঙে পড়ে। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, রানওয়ের কাছেই ভেঙে পড়ছে বিমানটি। ঠিক তারপরই আকাশ থেকে প্যারাশুটে নেমে আসছেন পাইলট। মাসখানেক আগে বাংলাদেশের একটি স্কুলের উপরেও যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ে। সবমিলিয়ে, চলতি বছরে একাধিকবার মর্মান্তিক বিমান দুর্ঘটনার সাক্ষী থেকেছে গোটা বিশ্ব। প্রসঙ্গত, এই এফ ১৬ যুদ্ধবিমানের ' বারবার ভারতকে হুমকি দেয় পাকিস্তান। তবে অপারেশন সিঁদুরে ভারতের হামলায় পাকিস্তানের একটি এফ ১৬ ভেঙে পড়েছে বলে সূত্রের খবর।

বিখ্যাত চলচিত্র তারকা-রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে মারধরের মামলা দায়ের

২৯ আগস্ট ঃ তামিল সিনেমার জনপ্রিয় অভিনেতা ও তামিলাগা ভেট্রি কাঝাগাম দলের প্রধান থালাপতি বিজয় এবং তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে মাদুরাইয়ে একটি রাজনৈতিক সমাবেশে মারধরের অভিযোগে মামলা দায়ের করা হয়েছে। কুন্নম থানায় দায়ের করা এই মামলার ভিত্তি হল পেরাম্বলুরের বাসিন্দা শরকুমারের একটি অভিযোগ। তিনি দাবি করেছেন, গত ২১ আগস্ট মাদুরাইয়ের পারাপাথিতে টিভিকে-র দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলনে বিজয়ের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে মারধর করেছে। এই ঘটনায় বিজয় এবং তাঁর ১০ জন নিরাপত্তারক্ষীর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) তিনটি ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।এই ঘটনা তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, কারণ বিজয় .২০২৬ সালের তামিলনাড়ু বিধানসভা নির্বাচনের জন্য নিজেকে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। অভিযোগকারী শরৎকুমার জানিয়েছেন, মাদুরাইয়ের সমাবেশে তিনি বিজয়ের কাছাকাছি যাওয়ার জন্য একটি ৩০০ মিটার লম্বা র‍্যাম্পে উঠতে চেষ্টা করেছিলেন। এই সময় বিজয়ের নিরাপত্তারক্ষীরা তাঁকে ধাক্কা দিয়ে নীচে ফেলে দে, যার ফলে তাঁর বুকে আঘাত লাগে। সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, শরৎকুমার র‍্যাম্প থেকে পড়ে যাওয়ার সম একটি রেলিং ধরে ঝুলে থাকার চেষ্টা করছেন।কিন্তু শেষ পর্যন্ত পড়ে যান। তিনি বলেন, আমি বিজয় স্যারকে কাছ থেকে দেখতে চেয়েছিলাম। কিন্তু নিরাপত্তারক্ষীরা আমাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দে, যার ফলে আমি আহত হছি। এই ঘটনার পর তিনি পেরাম্বলুর জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনা তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিজেপি নেতা ও প্রাক্তন রাজ্যপাল তামিলিসাই সাউন্দররাজন বিজয়ের আচরণের সমালোচনা করে বলেছেন, এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। বিজয় যদি রাজনীতিতে প্রবেশ করেছেন, তবে তাঁকে রাজনীতিবিদের মতো আচরণ করতে হবে। অভিনেতার মতো নয়। নেতা ও কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান থাকা উচিত। সমর্থকদের শুধুমাত্র ভক্ত হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক নয়। তিনি এই ঘটনাকে নিন্দনীয় বলে অভিহিত করেছেন।অন্যদিকে, বিজয়ের ভক্ত ও টিভিকে সমর্থকদের একাংশ দাবি করেছেন, এই অভিযোগ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের ফল। তারা বলছেন, মাদুরাই সমাবেশে বিজয়ের জনপ্রিয়তা ও জনসমর্থন দেখে ক্ষমতাসীন দ্রাবিড় মুনেত্র কাঝাগাম (ডিএমকে) সরকার অস্বস্তিতে পড়েছে। তারা বিজয়ের দলকে বাধা দেওয়ার জন্য এই ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করছে বলে মনে করেন। যাত্রা২০২৪ সালে টিভিকে প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিজয়. তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে শক্তিশালী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন। তিনি মাদুরাই পূর্ব থেকে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা করেছেন। সমাবেশে তিনি ডিএমকে-কে তাঁর প্রধান রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং বিজেপিকে তাঁর ' মতাদর্শগত শত্রু' হিসেবে উল্লেখ করেছেন।তিনি বলেন, টিভিকে কোনো রাজনৈতিক খেলা নয়, এটি একটি মতাদর্শ। ২০২৬ সালের নির্বাচন টিভিকে ও ডিএমকে-র মধ্যে লড়াই। তিনি কাচ্চাতীভু দ্বীপকে শ্রীলঙ্কার কাছ থেকে ফিরিয়ে আনার এবং তামিলনাড়ুর মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন।পুলিশ জানিয়েছে, এই ঘটনার তদন্ত চলছে। শরকুমারের অভিযোগের ভিত্তিতে বিজয় এবং তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলেও এখনও কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। তবে এই ঘটনা বিজয়ের রাজনৈতিক যাত্রায় প্রথম আইনি বাধা হিসেবে দেখা দিয়েছে। টিভিকে-র মাদুরাই সমাবেশে বিজয়ের জনপ্রিয়তা এবং জনসমর্থন স্পষ্ট হয়েছে, কিন্তু এই মারধরের অভিযোগ তাঁর রাজনৈতিক ইমেজের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। বিজয়ের ভক্তরা এই ঘটনাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে দাবি করলেও, সমালোচকরা বলছেন, তাঁর নিরাপত্তারক্ষীদের আচরণ তাঁর নেতৃত্বের দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। আগামী দিনে এই মামলার তদন্ত কোন দিকে যায়, তা বিজয়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।

রাশিয়ার হামলায় ডুবল ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ, মৃত একাধিক

২৯ আগস্ট ঃ স্থলসেনাকে তছনছ করার পর এবার জলপথেও মারণ হামলা। রাশিয়ার ড্রোন হামলায় ডুবল ইউক্রেনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধজাহাজ সিমফেরোপোল। এক হামলায় এখনও পর্যন্ত দুই নৌসেনাকর্মীর মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। পাশাপাশি নিখোঁজ আরও অনেক। শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ। মারণ সেই হামলার এক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। এক দশকেরও বেশি সময় ইউক্রেনের বৃহত্তম জাহাজ হিসেবে পরিচিত ছিল সিমফেরোপোল। রেডিও, ইলেকট্রনিক, রাডার এবং অপটিক্যাল দিয়ে সজ্জিত এই জাহাজটি লাগুনা শ্রেণির। এতে যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে ছিল ৩০ মিমি একে ৩০৬ আর্টিলারি সিস্টেম। রুশ প্রতিরক্ষামন্ত্রকের তরফে জানা যাচ্ছে, গতকাল রাতে ইউক্রেনের দাবিউব নদীতে অবস্থিত এক যুদ্ধজাহাজে নৌসেনার কামিকাজি সমুদ্র ড্রোন দিয়ে আঘাত হানা হয়। মুহূর্তের মধ্যে ব্যাপক বিস্ফোরণের সঙ্গে জলসমাধি হয় জাহাজটির। রুশ হামলায় জাহাজডুবির কথা স্বীকার করে নিয়েছে ইউক্রেনের নৌসেনা। রুশ সংবাদমাধ্যম তাসের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ইউক্রেনের জাহাজ ধ্বংস করতে রুশ সমুদ্র ড্রোনের এটাই প্রথম সফল ব্যবহার। ইউক্রেনের নৌবাহিনীর তরফে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয়েছে, এই হামলায় এখনও পর্যন্ত দুজন ক্রু সদস্যের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি অনেকেই এখনও নিখোঁজ। তাঁদের খোঁজে উদ্ধারকাজ শুরু হয়েছে। ঘটনায় আহত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে আরও একাধিকজনকে। ফের আকাশপথে ইউক্রেনে হামলা চালাল রাশিয়া। কিয়েভে আছড়ে পড়ল রুশ ক্ষেপণাস্ত্র। হামলায় অন্তত ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম ৪৮। স্থানীয় প্রশাসনের তরফে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে চলতে থাকা এই যুদ্ধে এটা অন্যতম বৃহত্তম ক্ষেপণাস্ত্র হামলা বলে মনে করা হচ্ছে। গত বেশ কয়েকদিন শান্ত ছিল কিয়েভ। কিন্তু বৃহস্পতিবার ফের নতুন করে আতঙ্ক ছড়াল সেখানে। ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদোমির জেলেনস্কি এক্স হ্যান্ডলে লিখেছেন, ' আলোচনার টেবিল ছেড়ে ব্যালিস্টিক মিসাইলকেই বেছে নিল। আমি চাই বিশ্বের প্রতিটা দেশ এই ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানাবে। শান্তির আহ্বান করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল, অধিকাংশই নীরব রয়েছে।'২০২২ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। তারপর থেকে একাধিক উদ্যোগ সত্ত্বেও মুখোমুখি বসে যুদ্ধ থামানো নিয়ে আলোচনা করতে রাজি হননি দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধান। গত শুক্রবার আলাস্কায় রুশ প্রেসিডেঃট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে বসেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তবে ঘণ্টা তিনেকের আলোচনার পরেও রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে কোনও সমাধান মেলেনি। এই বৈঠকে পুতিন স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেন যুদ্ধবিরতি করতে হলে দোনেস্ক অঞ্চল ছাড়তে হবে ইউক্রেনকে। যা দিতে অস্বীকার করে ইউক্রেন।

স্বল্প সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি এবং ট্রেনের পুনঃনির্ধারণ নিয়ন্ত্রণ

গোরখপুর, ২৯ আগস্ট ঃ ২২ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে প্রাক-ইন্টারলক কাজের জন্য এবং ২৩ থেকে ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে নন-ইন্টারলক কাজের জন্য উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের গোরখপুর জংশন-ডোমিনগড় (০৪ কিমি) তৃতীয় লাইন চালু করার জন্য অবকাঠামো সম্প্রসারণ ও শক্তিশালীকরণ এবং গোরখপুর-নাখা জঙ্গল (০৫ কিমি) দ্বিগুণকরণ, স্বল্প সমাপ্তি সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি এবং ট্রেনের পুনঃনির্ধারণনিয়ন্ত্রণ নিম্নলিখিতভাবে করা হবে। নন-ইন্টারলক কাজের পরে, ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে রেলওয়ে সুরক্ষা কমিশনার দ্বারা পরিদর্শন করা হবে। এই কাজ সম্পন্ন হলে ডোমিনগড়ে ট্রেনের বিলম্ব হ্রাস পাবে। দশেরা, দীপাবলি এবং ছট পুজার আগে এই কাজ সম্পন্ন হলে আসন্ন উৎসবগুলিতে আরও বিশেষ ট্রেন চালানো সম্ভব হবে। তৃতীয় লাইন নির্মাণ ও দ্বিগুণকরণের ফলে লাইনের ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে এবং চাহিদা অনুযায়ী প্রচুর পরিমাণে ট্রেন চালানো যাবে। যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচল আরও মসৃণ হবে, সময়ানুবর্তিতা উন্নত হবে।

আইনি পরামর্শদাতা হিসেবে মনোনীত দেবকী নন্দন মাইতি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২২৯ আগস্ট ঃকলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের (হাইকোর্ট) প্রবীণ সরকারি আইনজীবী দেবকী নন্দন মাইতি কলকাতা পুলিশ ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার এন্ড গ্রিভান্স রিড্রেসল সেন্ট্রাল কমিটি- এর আইনি পরামর্শদাতা হিসেবে মনোনীত হয়েছেন। এখন থেকে তিনি কলকাতা পুলিশ ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার এন্ড গ্রিভান্স রিড্রেসল সেন্ট্রাল কমিটি-এর হয়ে আইনি পরিষেবা প্রদান করবেন বলে জানা গিয়েছে।

রোগীসেবায় নতুন দিগন্ত

সাব্রুম (ত্রিপুরা), ২৯ আগস্ট ঃ বিজ্ঞানের জাদু আবারও দেখা গেল এক ক্ষুদে প্রতিভার হাতে। দক্ষিণ ত্রিপুরার হরিনা এইচএস স্কুলের ছাত্র রোহিত দেবনাথ এমন এক অভিনব সায়েন্স মডেল তৈরি করেছে, যা হাসপাতালে রোগী সেবার ক্ষেত্রে বড় ধরনের সমস্যার সমাধান এনে দিতে পারে। হাসপাতালে রোগীদের চিকিসার সময় প্রায়ই দেখা যায় স্যালাইন শেষ হয়ে গেলে পাইপে ভ্যাকুয়ামের কারণে রক্ত ফিরে আসে। এ ঘটনা রোগীর স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক। কিন্তু কর্মীসল্পতার কারণে অনেক সময় নার্স বা চিকিৎসাকর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত থাকতে পারেন না। এই সমস্যা থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে রোহিত তৈরি করেছে এক অটোমেটিক স্যালাইন অ্যালার্ম মডেল। তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রটি স্যালাইন শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ক্রিয়ভাবে অ্যালার্ম বাজাবে এবং একইসঙ্গে পাইপে রক্ত প্রবাহ বন্ধ করে দেবে। ফলে রোগীর জীবন সুরক্ষিত থাকবে এবং হাসপাতালের কর্মীদের চাপও অনেকটা হ্রাস পাবে।

Name Change

I, Edward Charles Solomon S/o Xabier Soleman residing at Rail Quarter-1/5, 1 No. Moukhali Rail Colony, near Jhupri, Jagacha, Dist. Howrah-711111 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my actual name Edward Charles Solomon instead of Charles Solomon which is wrongly written in my daughter Christina Solomon's and Son Richard Solomon's Birth certificate vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore on dated 27/08/2025. Edward Charles Solomon and Charles Solomon both are same and one identical person.

নাম-পরিবর্তন

আমি Abdul Kuddus Sardar (পুরাতন নাম) পিতা Yunuch Sardar ঠিকানা Bakultala Hat, Pathpukur, Jaynagar -II, District - South 24 Parganas, Pin - 743338, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 29-08-2025 এর Affidavit no 20/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Kuddus Sardar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Kuddus Sardar (নতুন নাম) ও Abdul Kuddus Sardar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Badal Kanti Parial (Old Name) S/o Tarapada Parial Residing at Vidyasagar Pally -2, Barasat, District-North 24 Parganas, Pin - 700126, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Badal Parial (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 21/2025 Dated 29-08-2025. Badal Kanti Parial (Old Name) and Badal Parial (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Siddhartha Gupta (Old Name) S/o Bijoy Kumar Gupta Residing at 52/2, Surya Sen Road, Vtc - Baranagar (M), P.o - Alam Bazar, District- North 24 Parganas, Pin - 700035, West Bengal India have Changed my name and shall henceforth be known as Siddharth Gupta (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 19/2025 Dated 29-08-2025. Siddhartha Gupta (Old Name) and Siddharth Gupta (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Taiyab Mandal son of Sahadat Mondal, residing at 99, Sekh Para Lane, P.O -Santragachi, Howrah - 711104, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Taiyab Ali Mondal as declared before the Notary Public at Kolkata dated 29/08/2025. Taiyab Mandal and Taiyab Ali Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Sk Rehana Begum wife of Saiful Sk, residing at Vill & P.O -Dhulagori, P.S - Sankrail, Howrah - 711302, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rehana Sk as declared before the Notary Public at Kolkata dated 29/08/2025. Sk Rehana Begum and Rehana Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Surya Paul S/O- Ajay Pal @ Ajoy Paul resident of Kanchannagar Purba Para, P.O.- Kanchannagar, P.S.- Burdwan Sadar, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713102, shall henceforth be known as 'SURYA PAL' vide an affidavit before the 1st class Judicial Magistrate at Purba Bardhaman on 19/08/2025. That Surya Paul and Surya Pal both are same and one identical person.

Name Change

I, Ajoy Paul S/O- Jadunath Pal resident of Kanchannagar Purba Para, P.S.- Burdwan Sadar, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN -713102, shall henceforth be known as 'AJAY PAL' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 28/08/2025. That Ajoy Paul and Ajay Pal both are same and one identical person.

Name Change

I,Zabbar Momin S/o Ajad Momin Resident at R.B.S. Road,Karahikal,champdani,P.O.Baidyabati,P.S.Bhadreswar, Dist-Hooghly.That Md Jahangir Ansari is my son her birth certificate my name has been wrongly recorded as Abdul Zabar Ansari instead of Zabbar Momin vide an affidavit before the Judicial Magistrate 1st class at Chandannagor.Dated 25/08/2025.That Zabbar Momin and Abdul Zabar Ansari both are the same and one identical person.

Name Change

I, MUNSURA BIBI (Old Name) W/O ASGAR ALI MONDAL Residing at Vill-Mirgahar, P.O.-Manteswar, P.S.-Kalna, District - Purba Bardhaman, Pin - 713422 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as MUNSURA BIBI MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 29-08-2025. MUNSURA BIBI (Old Name) and MUNSURA BIBI MONDAL (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I Kangali Chandra Mondal (Old Name) S/O- Late Durgacharan Biswas ,Residing at Village- Nichu Champahati,P.O-Kuthirpara,P.S- Purbasthali, Dist-Bardhaman,W. B,have changed my name and shall henceforth be known as Kangali Biswas (new Name)as declared before the Notary public at Kalna Court Dist- Bardhaman,W.B, vide Affidavit NO-751 Date-19/05/2008, Kangali Chandra Mondal (old Name) and Kangali Biswas(New Name) both are same and identical Person

Name Change

I, Sheik Irfan son of Sheik Abdullah, residing at 4A, Golam Jilani Khan Road, Block-J, 3rd Floor, Flat – 301, PO & PS – Tiljala, Kolkata – 700039, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Sk Irfan as declared before the Notary Public at Kolkata dated 27/08/2025. Sheik Irfan and Sk Irfan both are same and one identical person.

Name Change

I, Nurjahan Begum wife of Sheik Abdullah, residing at 47C, Golam Jilani Khan Road, Kolkata – 700039, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Noorjahan Begum as declared before the Notary Public at Kolkata dated 27/08/2025. Nurjahan Begum and Noorjahan Begum both are same and one identical person.

Name Change

I M Fojila Begam W/O- Sekh Sahalam Residing at Village-Sankhali,P.S-Panchla, Dist- Howrah,W.B,Pin-711322, That M Fajila Begam, W/O-Sekh Sahalam and Fazila Begum,W/O- SK sahalom is the same and one identical person.and my daughter M Sufi Sufi Momtaj and Sofi Montaz Khatun is the same and one identical person, Vide affidavit in the court of the Executive Magistrate 1st Class at Howrah.W.B, Date -19/08/25

Name Change

I Kangali Chandra Mondal (Old Name) S/O- Late Durgacharan Biswas ,Residing at Village- Nichu Champahati,P.O-Kuthirpara,P.S- Purbasthali, Dist-Bardhaman,W. B,have changed my name and shall henceforth be known as Kangali Biswas (new Name)as declared before the Notary public at Kalna Court Dist- Bardhaman,W.B, vide Affidavit NO-751 Date-19/05/2008, Kangali Chandra Mondal (old Name) and Kangali Biswas(New Name) both are same and identical Person

বৃষ্টির কারণে এবার পুজোয় ফুলের সংকট, দাম হবে আকাশছোঁয়া

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ২৯ আগস্ট ঃ মাঝে মাত্র আর ২৩ দিন, তারপরেই মহালয়া। আর মহালয়া মানেই উৎসবের আগমনীর সুর। বাঙালির বড় উৎসব দুর্গাপুজোর আগেই এবার বৃষ্টি। নিম্নচাপের জেরে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গ সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায়। এই বৃষ্টির কারণে সামনের দুর্গাপুজোয় ফুলের সংকট দেখা দেবে বলে অভিমত ফুল ব্যবসায়ী থেকে চাষিদের। এবার দুর্গাপুজোয় মহার্ঘ্য হতে চলেছে ফুল। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাট থেকে পাঁশকুড়া বিভিন্ন এলাকায় বিভিন্ন ধরনের ফুলের চাষ হয়। কিন্তু প্রায় লাগাতার বৃষ্টি হওয়ায় ফুল চাষে প্রভূত ক্ষতিসাধন হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটের ফুলের বাজার রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম ফুল মার্কেট। রাত থাকতেই কোলাঘাট স্টেশনের পার্শ্ববর্তী জায়গায় বসে যায় ফুলের পাইকারি ও খুচরো বাজার। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া, কোলাঘাটের পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুরের বালিচক, ঘাটাল এবং হাওড়ার বাগনান ও দেউলটি সহ বিভিন্ন এলাকার ফুল চাষিরা তাঁদের ফুল এই বাজারে নিয়ে আসেন। অতিরিক্ত গরম এবং প্রবল বৃষ্টির কারণে বহু ফুল ক্ষেত নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এই বছর ফুলের দাম এত বেশি। গাঁদা ফুল অন্যান্য বছর এই সময় ৩০ থেকে ৪০ টাকা প্রতি কেজি দাম থাকে। চলতি বছর সেই দাম ৩০০ টাকা প্রতি কেজি ছাড়িয়েছে। শুধু গাঁদা ফুল নয়, রজনীগন্ধা, দোপাটি সহ বিভিন্ন ফুলের দাম গত বছরের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি। নষ্ট হয়েছে ফুলের বাগান। বাজারে চাহিদার তুলনায় ফুলের যোগান কম। বিভিন্ন ফুলের দাম বাড়ছে হু হু করে। কোলাঘাট ফুল বাজারে ফুল বিক্রি করতে আসা প্রদীপ বাগ নামে এক ফুল বিক্রেতা জানান, 'গাঁদা, রজনীগন্ধা, দোপাটি সহ বিভিন্ন ধরণের ফুলের জোগান বাজারে কম। পরপর নিম্নচাপের কারণে ফুলের ক্ষেত নষ্ট হয়েছে। চাহিদা অনুপাতে জোগান কম থাকায় সব ধরণের ফুলের দাম হু হু করে বাড়ছে। শেষ বছরের তুলনায় কয়েকগুণ বেড়েছে ফুলের দাম।' এখন থেকে ফুলের দাম ঊর্ধ্বমুখী। আগামী দিনেও ফুলের দাম বেশি থাকবে বলে অভিমত এলাকার ফুল বিক্রেতা থেকে ফুল চাষিদের। এমনকি ফুল চাষি থেকে ব্যবসায়ীরা আশঙ্কা করছেন, দুর্গাপুজোয় সব ধরণের ফুল হবে মহার্ঘ্য। বিশ্বকর্মা পুজো ও দুর্গাপুজোর জন্য ইতিমধ্যেই ভিনরাজ্য থেকে ফুল আমদানির উপর জোর দিয়েছেন ফুল ব্যবসায়ীরা।

আদ্রা-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার ফের চালু হচ্ছে ১ সেপ্টেম্বর থেকে

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৯ আগস্ট ঃ রেল যাত্রীদের জন্য সুখবর। আগামী ১ সেপ্টেম্বর থেকে ফের আগের মতো নিয়মিত মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন হিসেবে চালু হতে চলেছে আদ্রা-আসানসোল রুটের ৬৮০৬১ নম্বর ট্রেন। দীর্ঘদিন পর আদ্রা ডিভিশনের বহু যাত্রীর দাবি মেনে নিয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল রেল কর্তৃপক্ষ। কোভিডের আগে এই ট্রেনটি মেমু প্যাসেঞ্জার হিসেবে আদ্রা থেকে আসানসোলের মধ্যে চলাচল করত। তবে কোভিড-পরবর্তী সময়ে ট্রেনটি স্পেশাল ট্রেন হিসেবে চলছিল, যার ফলে এটি আদ্রা ডিভিশনের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনে থামত না। ইতিমধ্যে এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে রেলের পক্ষ থেকে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের আদ্রা ডিভিশনের সিনিয়র ডিসিএম বিকাশ কুমার জানিয়েছেন, রেলের সদর দফতরের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১ সেপ্টেম্বর থেকে এই ট্রেনটি আগের মতই মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেন হিসেবে চলবে। ইতিমধ্যে এই বিষয়ে রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করা হয়েছে। আদ্রা-আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার ট্রেনের নিত্য যাত্রী অভিষেক মুখোপাধ্যায়, বিনয় চক্রবর্তী, অজিত সরেনরা। তাঁরা বলেন, এই ট্রেনটি রঘুনাথপুর মহকুমার বহু মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ট্রেন। ভোর তিনটায় আদ্রা থেকে ছেড়ে আসানসোলের দিকে যাত্রা শুরু করা এই ট্রেনটি মূলত দিনমজুর, সবজি বিক্রেতা, এবং কলকাতামুখী যাত্রীদের যাতায়াতে বড় ভূমিকা পালন করে। কোভিডের আগে ট্রেনটি আদ্রা থেকে ছেড়ে জয়চণ্ডী, বেড়ো, রামকানালি, মুরাডি, মধুকুণ্ডা সহ মোট সাতটি স্টেশনে দাঁড়াত। তবে স্পেশাল ট্রেন হিসেবে চালু হওয়ার পর এই ট্রেনটি আদ্রা থেকে ছেড়ে রঘুনাথপুর মহকুমার পাঁচটি স্টেশনে না দাঁড়িয়ে সোজা বার্নপুরে গিয়ে থামত। এই পরিবর্তনের ফলে বহু যাত্রী সমস্যায় পড়েন। রেল সূত্রে আরও জানা গেছে, এবার ট্রেনটি আগের মতই সমস্ত স্টেশনে থামবে, তবে মুরাডি স্টেশনে আর দাঁড়াবে না। এই সিদ্ধান্ত কিছুটা হতাশাজনক হলেও, ট্রেনটির স্বাভাবিক স্টপেজ ফিরিয়ে দেওয়ায় এলাকার মানুষ যথেষ্ট খুশি।

পূর্ব রেলপথে কলকাতা ও নিউ জলপাইগুড়ি এবং কলকাতা ও লালকুঁয়ার মধ্যে পূজা স্পেশাল ট্রেন চালানো হবে

কলকাতা, ২৯ আগস্ট ঃ আসন্ন পূজা, দীপাবলি এবং ছট-এর সময় যাত্রীদের প্রত্যাশিত ভিড় কমাতে, পূর্ব রেলপথ কলকাতা ও নিউ জলপাইগুড়ি এবং কলকাতা ও লালকুঁয়ার মধ্যে পূজা স্পেশাল ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পূজা উৎসবের সময় যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় মেটাতে এই বিশেষ ট্রেনগুলি অতিরিক্ত ধারণক্ষমতা এবং নমনীয়তা প্রদান করবে। এই পূজা উৎসবের বিশেষ ট্রেনগুলি পরিচালনা করে **অতিরিক্ত ৩৬,৬৬০ টি বার্থ তৈরি করা হবে।** ০৩১২৯ কলকাতা - নিউ জলপাইগুড়ি পূজা স্পেশাল ট্রেনটি প্রতি রবিবার ২৮.০৯.২০২৫ থেকে ৩০.১১.২০২৫ (১০টি ট্রিপ) এর মধ্যে কলকাতা থেকে রাত ৯.৫৫ মিনিটে নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছাবে। পরের দিন। ০৩১৩০ নিউ জলপাইগুড়ি - কলকাতা পূজা স্পেশাল প্রতি সোমবার ২৯.০৯.২০২৫ থেকে ০১.১২.২০২৫ (১০টি ট্রিপ) এর মধ্যে নিউ জলপাইগুড়ি থেকে ১২.৫৫ মিনিটে ছেড়ে পরের দিন ০০.৪০ মিনিটে কলকাতা পৌঁছাবে। ট্রেনটি নৈহাটি, ব্যান্ডেল, নবদ্বীপ ধাম, কাটোয়া, আজিমগঞ্জ জংশন, জঙ্গিপুর রোড, মালদা টাউন, বারসোই, কিষাণগঞ্জ এবং আলুবাড়ি রোড স্টেশনে উভয়দিকে থামবে। ট্রেনটিতে জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত থাকার ব্যবস্থা থাকবে। ০৫০৬০ লালকুঁয়া - কলকাতা পূজা স্পেশাল লালকুঁয়া থেকে দুপুর ১.৩৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে। প্রতি বৃহস্পতিবার (২৫.০৯.২০২৫ ব্যতীত) ০৪.০৯.২০২৫ থেকে ১৩.১১.২০২৫ (১০টি ট্রিপ) এর মধ্যে কলকাতা পৌঁছাবে এবং পরের দিন ২৩.৫৫ টায় পৌঁছাবে। ০৫০৫৯ কলকাতা - লালকুঁয়া পূজা স্পেশাল প্রতি শনিবার

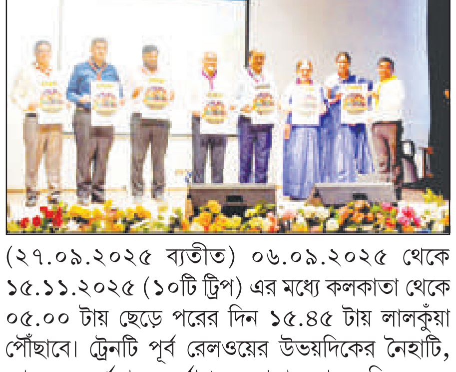

(২৭.০৯.২০২৫ ব্যতীত) ০৬.০৯.২০২৫ থেকে ১৫.১১.২০২৫ (১০টি ট্রিপ) এর মধ্যে কলকাতা থেকে ০৫.০০ টায় ছেড়ে পরের দিন ১৫.৫৫ টায় লালকুঁয়া পৌঁছাবে। ট্রেনটি পূর্ব রেলওয়ের উভয়দিকে নৈহাটি, ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জাসিডিহ স্টেশন সহ ৩৩ টি স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত থাকার ব্যবস্থা থাকবে। ০৩১২৯ কলকাতা - নিউ জলপাইগুড়ি পূজা স্পেশাল এবং ০৫০৫৯ কলকাতা - লালকুঁয়া পূজা স্পেশাল টিকিট বুকিং পিআরএস এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

বাঘাডি গ্রামে ডায়রিয়ার প্রকোপ

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ২৯ আগস্ট ঃ পুরুলিয়া জেলার বলরামপুরের প্রত্যন্ত একটি গ্রাম হল বাঘাডি। এই গ্রামের কালিন্দি পাড়ায় হঠাৎ করেই দেখা দিয়েছে ডায়রিয়ার প্রকোপ। ইতিমধ্যেই প্রায় কুড়িটি পরিবার আক্রান্ত হয়েছে ডায়রিয়ায়। তাদের অনেকেই বলরামপুর বাঁশগড় গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে ঘিরে রীতিমত আতঙ্ক ছড়িয়েছে সর্বত্র। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, স্বাস্থ্য দফতর থেকে তাদের এলাকায় কোনওরকম প্রচার হয়নি। রীতিমত আতঙ্ক ও ভয়ের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন তারা। এই বিষয়ে গ্রামের বাসিন্দারা বলেন, তাদের গ্রামের বহু মানুষ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত। গ্রামে রয়েছে মাত্র তিনটি নলকূপ। সেই নলকূপগুলির মধ্যে যদি কোনওটা খারাপ হয়ে যায় তখন তাদেরকে চাঁদা তুলে নলকূপ সারাই করতে হয়। নোংরা আবর্জনায় পরিপূর্ণ বেশিরভাগ জায়গা। কোনওরকম প্রশাসনিক উদ্যোগে তা সাফাই করা হয় না। এমনকি ট্যাংকারের মাধ্যমেও জল বিতরণ করা হয় না। খুবই সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তাদের। বর্তমানে ডায়রিয়ার প্রভাব বেড়ে যাওয়ায় অনেকটাই বিপাকে পড়ে গেছেন তারা। গ্রামবাসীদের দাবি, অতি দ্রুত তাদের এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা হোক। পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক। যদিও এই বিষয়ে জেলা স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাদের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বর্ষার দাপট বাড়তে না বাড়তেই গ্রামীণ এলাকাগুলিতে ডায়রিয়ার প্রভাব বেড়েছে। বলরামপুরের প্রান্তিক এই গ্রামেও বেড়েছে ডায়রিয়ার প্রভাব। ফলে বিপাকে পড়েছেন গ্রামবাসীরা।

বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণের টাকা লুঠ! পঞ্চায়েতের বিরুদ্ধে সাংঘাতিক অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৯ আগস্ট ঃ বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণের টাকা লুঠের অভিযোগ ঘিরে ধুন্ধুমার কাণ্ড। মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যদের মধ্যে চুলোচুলি। ঘটনায় আহত একই দলের দুই মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য। এমনই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার ভুতনি থানার দক্ষিণ চন্ডিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে। বন্যা পরিস্থিতির জেরে বেহাল দশায় ভুতনির জনজীবন। এমন পরিস্থিতিতে বন্যা ত্রাণের খরচে রিজিউলেশন তৈরির জন্য বৈঠক হয় দক্ষিণ চন্ডিপুর পঞ্চায়েত দফতরে। সেখানে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চায়েতের সকল সদস্যরা। সেই সময় ত্রাণের টাকা লুটের অভিযোগ তুলে একে অপরকে দোষারোপ করে বচসায় জড়িয়ে পড়েন পঞ্চায়েত সদস্যরা। মারধর এবং মহিলা সদস্যদের মধ্যে চুলোচুলির অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় আহত হন উভয়পক্ষের দুই মহিলা পঞ্চায়েত সদস্য। জানা গেছে, আহত মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যের নাম অর্চনা মণ্ডল। অভিযোগ উঠেছে একই দলের দুই পঞ্চায়েত সদস্য প্রিয়া মণ্ডল, প্রতিমা মণ্ডল-সহ বেশ কয়েকজন বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ভুতনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আহত অর্চনা মণ্ডল। আহত পঞ্চায়েত সদস্য অর্চনা মন্ডলের অভিযোগ, প্রধানের গালাগালির প্রতিবাদ করায় প্রিয়া মণ্ডল এবং প্রতিমা মণ্ডল-সহ সাত জন মিলে তাকে বেধড়ক মারধর করেন। টাকা ভাগাভাগি নিয়ে গন্ডগোল হয়। এই বৈঠক ছিল বন্যা কবলিত এলাকায় ত্রাণ শিবিরের ব্যবস্থার জন্য। তাই তিনি চাইছিলেন যেন সুষ্ঠুভাবে বৈঠকটা হোক। গালাগালি করে প্রধান বৈঠক ছেড়ে চলে যান। তাই তিনি গালাগালির প্রতিবাদ করেছিলেন। এরপরই অন্যান্য সদস্যরা তাকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় ভুতনি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শুরু হচ্ছে মুর্শিদাবাদে ঐতিহ্যবাহী দীর্ঘতম ৮১ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৯ আগস্ট ঃ ৭৯ তম গঙ্গাবক্ষে বিশ্বে দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা শুরু হবে আগামী ৩১ আগস্ট, রবিবার। বহরমপুরের মুর্শিদাবাদ সন্তরণ

সংস্থার উদ্যোগে এবং সুইমিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার সহযোগিতায় এই প্রতিযোগিতা হবে। ইতিমধ্যেই তারা এই প্রতিযোগিতাটিকে ন্যাশনাল ওপেন ওয়াটার সুইমিং কম্পিটিশনের মর্যাদা দিয়েছে। স্বাধীনতার আগে থেকেই ভাগীরথী তে এই প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল ।১৯৪৩ সালে পথ পথ চলতে চলতে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে আজ বিদেশে সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে। দেশ বিদেশথেকে নানান প্রতিযোগি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। মুর্শিদাবাদের ঐতিহ্যমন্ডিত কাঁসা-পিতল এবং সিল্ক শাড়ির মতোই এই সাঁতার প্রতিযোগিতাও ঐতিহ্যের একটি অঙ্গ হিসেবে পরিণত হয়েছে বলে মুর্শিদাবাদ সুইমিং কম্পিটিশনের প্রধান উদ্যোক্তা দেবেন্দ্রনাথবাবু জানান। শুক্রবার মধ্যাহ্নে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রতিযোগিতার সূচনা করেন মুশিদাবাদ সুইমিং অ্যাসোসিয়েশনের সচিব দেবেন্দ্রনাথ দাস । এই প্রতিযোগিতাটি দুটি ভাগে বিভক্ত। ৩১ আগস্ট অর্থাৎ রবিবার ভোরে আহিরন ঘাট থেকে শুরু হবে সেটি ৮১ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে শেষ হবে বহরমপুরের গোড়াবাজারের কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাটে। এতে অংশগ্রহণ করবে একুশ জন পুরুষ এবং তিনজন মহিলা। ওই একই দিনে জিয়াগঞ্জ ঘাট থেকে ১৯ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতাটি হবে শেষ হবে গোরা বাজার কৃষ্ণনাথ কলেজ ঘাটে। এত ৫৯ জন পুরুষ এবং ২১ জন মহিলা সাঁতারু অংশগ্রহণ করবে। ঐতিহ্যমন্ডিত প্রতিযোগিতায় একদা ইংলিশ চ্যানেল পারাপারকারী বুলা চৌধুরী সায়নী দাস রেশমি শর্মা তাহারিনা নাসারিন ও অমৃতা দাস অংশগ্রহণ করে গেছেন। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে দেবেন বাবু ছাড়া উপস্থিত ছিলেন এক্সিকিউটিভ সদস্য জগন্নাথ চক্রবর্তী মহাসচিব অতুল সাহা প্রমুখরা।

বন্ধ হল বামনডাঙ্গা-টন্ডু চা বাগান, কর্মহীন শ্রমিকরা

দুরন্ত বার্তা, নাগরাকাটা, ২৯ আগস্ট ঃ পুজোর আগে বন্ধ হয়ে গেল নাগরাকাটা-র বামনডাঙ্গা-টন্ডু চা বাগান । শুক্রবার সকালে সেখানে কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। কর্মহীন হয়ে পড়লেন শ্রমিকরা। জানা গেছে, ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে এক পাক্ষিকের বকেয়া বেতনকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবারের শ্রমিক অসন্তোষ। সেদিন টন্ডু ডিভিশনের শ্রমিকদের একাংশ বাগান ম্যানেজারকে বকেয়া মজুরি প্রদানের দাবিতে ওই ডিভিশন থেকে বামনডাঙ্গা চা বাগানের ফ্যাক্টরি পর্যন্ত গাড়ি থেকে নামিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ ওঠে। এরপরই এদিন কর্মবিরতির বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়। এদিকে শ্রমিকরা দ্রুত বাগান খোলার দাবিতে সরব হয়েছেন। বকেয়া মজুরি ছাড়াও পুজোর বোনাসের কী হবে এই নিয়ে উদ্বেগ শ্রমিক মহল্লায়। ঘটনায় শ্রমিকদের পরিবারেও চিন্তার ভাঁজ।

পানা নদীতে হড়পা বান, বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ

দুরন্ত বার্তা, কালচিনি, ২৯ আগস্ট ঃ সেন্ট্রাল ডুয়ার্স থেকে আলিপুরদুয়ারের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন। গতকাল থেকে টানা বৃষ্টির কারণে পানা নদীতে দেখা গেছে হড়পা বান। এই পরিস্থিতি দেখে ভীত এলাকাবাসীরা। এর আগে পানা নদীতে এমন পরিস্থিতি দেখা যায়নি। ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টি ও এলাকার বৃষ্টির ফলে ফুলে ফেঁপে উঠেছে পানা নদী। রাধারানী এলাকায় পানা নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। নদীর দু'পাশে আটকে রয়েছে প্রচুর গাড়ি ও মানুষ। পানা নদী মূলত ভুটান পাহাড়ের নদী। ভুটান পাহাড়ে বৃষ্টি হলে এই নদী জলে ভরে ওঠে। পানা নদীর ওপর সেতু নেই। যার ফলে পারাপারে যথেষ্ট সমস্যা হয়। পানা নদী বয়ে যায় সেন্ট্রাল ডুয়ার্স এলাকা দিয়ে। এই এলাকায় প্রায় ৭০ হাজার মানুষের বসবাস। হড়পা বানের কারণে স্কুল, কলেজ পড়ুয়া- সহ ক্ষতি হল বহু মানুষের। হড়পা বানের কারণে দেখা গিয়েছে এলাকা ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা। একবার গ্রামে জল ঢুকে গেলে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হবে। প্রানহানির আশঙ্কা রয়েছে এলাকাবাসীদের মনে।

NIT-9
Tender ID: 2025_ZPHD_896320_1
Tender ID: 2025_ZPHD_896362_1
NIT-10
Tender ID: 2025_ZPHD_896395_1
Sd/- Executive Engineer
Shimulpur Gram Panchayat, Gaighata

office of the
MALIBARI-I GRAM PANCHAYAT
SHYAMDASDIAR : MIRDADPUR : MURSHIDABAD
E-mail ID: gpmalibari1@gmail.com

e Tender are being invited by the undersigned from Bonafied Bidders for 1 No work ,Tender Ref No-NIT No-.04 /15 th FC/25-26, Tender ID - 2025_ZPHD_896576. Bid Submission Closing Date - **06/09/2025 upto 13.00 Hrs** the Details are available at the Notice board of Office of the undersigned & website **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-
Prodhan,Malibari-I GP
Mridadpur, Raninagar,Msd.

Kharagpur-II Panchayat Samity

Madpur :: Paschim Medinipur
Notice Inviting e-Tender No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT19/ 25-26

Separate tenders are invited by the undersigned for the work of **Paver Block with concrete drain and approach road**. Last date of Submission of Bid(Online): **12.09.2025 up to 6.55 pm**. Date of Opening of Technical Bid(Online): **15.09.2025 at 11.00 a.m.** onwards. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Executive Officer
Kharagpur-II Panchayat Samity

OFFICE OF THE PARA PANCHAYAT SAMITY
PARA::PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

The Notice Inviting e-Tender, vide NIeT No.-WBPUR/EO/PARA/NIT(e)-11/2025-26 of the Office of the Para Panchayet Samity, P.O-Para, District-Purulia, 06 (Six) nos. works/Schemes under SSM Fund in the portal: **www.wbtenders.gov.in**. Document download/sell starting from **28.08.2025 up to 04.09.2025 16.00 PM.** Bid submission starting from **28.08.2025 up to 04.09.2025 at 16:00 PM**. And Opening on **06.09.2025 at 10:05 A.M**. For details please visit website.
Sd/- Executive Officer
Para Panchayat Samity

OFFICE OF THE
BHANDERGACHA GRAM PANCHAYAT
Under Amta-I Dev. Block

Sealed Tenders are invited by the Pradhan, Bhandergacha Gram Panchayat, Panpur, Amta, Howrah, for 1 no. of work vide Memo No.- **218/Bhan/2025, Dated- 01/09/2025 to 220/Bhan/2025, Dated- 01.09.2025, (wbtenders.gov.in)**. Date of e-Published:- **01-Sep-2025 11:00 AM,** Closing Date:- **08-Sep-2025 18:00 PM**, Opening Date(Technical):- **11-Sep-2025 11:00 AM**. Date of Opening of Bid (Financial):- To be Notified latter on Detail information available at this GP Office during the working hours.
Pradhan,
Bhandergacha Gram Panchayat,
Panpur, Amta, Howrah.

আমোক্তারনামা

এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে আমার মক্কেল ১. শ্রী আসিত বরন কর পিতা তিনকড়ি কর সাকিম + পোষ্ট - দেবীয়ানা, থানা - নিরশা, জেলা - ধানবাদ বিগত ইং- ০৪১২২০০৯ তারিখে পুরুলিয়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত । - 3795 / 21 নং আমোক্তারনামা দলিল মূলে ভাইজি ১. শ্রীমতী বন্দনা সাও, স্বামী রবিলোচোন সাও অদি সাকিম+ পোষ্ট + থানা - হুড়া হাল সাকিম - চাকদা নিউ কলোনী সতী মন্দিরের নিকট, পোষ্ট - কোটলুই, থানা - টামনা, জেলা - পুরুলিয়া বিক্রের ও রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষমতা প্রদান করেন। বিগত ইং- ১২.৮.২০২৫ তারিখে পুরুলিয়া এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I - 2913/2025 নং দলিল মূলে শ্রী আসিত বরন কর নিকট হইতে শ্রীমতী প্রিয়া মন্ডল স্বামী রাকেশ মন্ডল সাকিম+ পোষ্ট - ইলু, থানা - ঝালদা, জেলা - পুরুলিয়া ক্রয় করেন ও মিউটেশন এর জন্য আবেদন করেন। উক্ত আমোক্তানামা অনুযায়ী যার তপশীল জেলা - পুরুলিয়া থানা - টামনা মৌজা - চাকদা জে.এল.নং- ৪২ আর.এস. খতিয়ান নং- ৫০৫, এল আর খতিয়ান নং- ১১৬১ হাল দাগ নম্বর ৩৩৪৩ আমোক্তানামা কৃত সম্পতির হাল প্লটে মোট পরিমান ৬ কাঠা ২ ছটাক। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা হইতেছে যে কাহারও যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য সঠিক পদক্ষেপ গ্রহন করিয়া অদ্য হইতে ৩০ দিনের মধ্যে BL&LRO অফিসে উপযুক্ত প্রমান সহ যোগাযোগ করুন।

ইতি
Sanjib Kumar Patra (Advocate)
Enrolment No. 933/ 2004

Office of The Pradhan
UDAYPUR-JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT
Vill.+PO-Udaypur, PS-Para, Dist.-Purulia

Notice Inviting Tender No:- **06/UJGP/2025-26, Date: 29/08/2025** Date of sale Tender form from **29/08/2025 to 10/09/2025 from 11.30 am to 3.30pm.** Last date of Dropping of Sealed Tender form on or before **12/09/2025 up to 1.30 P.M.** Date of Opening of Tender: **12/09/2025 at 02.30 P.M**. For details please visit office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
UDAYPUR JOYNAGAR GRAM PANCHAYAT

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০
www.hmc.org.in

কাগজ প্রকাশনার জন্য সংক্ষিপ্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি

নির্বাহী প্রকৌশলী (নির্বাচনী), এইচএমসি এইচএমসির বিভিন্ন ওয়ার্ডে ১ (এক) নম্বর বৈদ্যুতিক কাজের জন্য দরপত্র আহ্বান করেছে। আগ্রহী দরদাতাদের প্যান কার্ড, ট্রেড লাইসেন্স, ঠিকাদার লাইসেন্স, সুপারভাইজার সার্টিফিকেট এবং হালনাগাদ জিএসটি সার্টিফিকেট এবং রিটার্ন (বর্তমান ত্রৈমাসিক), পিটিসিসি, আইটিসিসি এবং শংসাপত্র সহ দরপত্র জমা দিতে হবে।
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শুরুর তারিখঃ ০১.০৯.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬.০০ টা
বিড জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত
অনুগ্রহ করে এখানে যানঃ **https://wbtenders.gov.in**
১১৯(৩) / ২৫-২৬
২৯.৮.২৫

সচিব
হাওড়া পৌর নিগম

HOWRAH GASES LIMITED.

CIN:L24111WB1985PLC038480
Reg. Office: 1, Crooked Lane, Ground Floor, Room No. G2, Kolkata- 700 069, West Bengal,Contact No. +91 9830024305
E-Mail:howrahgasesltd@gmail.comWebsite:www.howrahgases.com

NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING

NOTICE is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the members of the Company will be held on Wednesday, 24th September,2025 at 11:00 A.M. at its Registered office at 1, Crooked Lane, Ground Floor, Room No. G2 Kolkata- 700069, West Bengal to transact the businesses as set out in notice calling the AGM in compliance with the provision of the Companies Act, 2013 & SEBI (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.
The notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2024-25 will be sent only through electronic mode to all the shareholders whose e-mail addresses are registered with the Company / Registrar and Transfer Agent ("RTA") / Depository Participant (s).
The Notice of the AGM and the Annual Report will also be made available on the websites of the Company (http://www.howrahgases.com/Annual%20Reports.aspx), concerned Stock Exchanges, i.e. CSE (https://www.cse-india.com/).
The Company will be providing facility of remote e-voting to the shareholders through e-voting agency namely National Securities Depository Limited ("NSDL"). Shareholders unable to vote through remote e-voting would be able to vote at the AGM. The detailed procedure for remote e-voting and AGM will be provided in the Notice of AGM.
Shareholders holding shares in demat mode whose e-mail addresses are not registered may get their e-mail address registered with their respective Depository Participant(s), and Shareholders holdings shares in physical mode are requested to update their E-mail addresses with Company's RTA i.e. Niche Technologies Private Limited, by writing to nichetechpl@nichetechpl.com OR company email id howrahgasesltd@gmail.comand also requested to furnish / update their KYC in Form No ISR -1,ISR -2,SH-13 as notified by SEBI, can be downloaded from the Company's websites at http://howrahgases.com/ or RTA websites at http://www.nichetechpl.com.

By Order of the Board of Directors
For **HOWRAH GASES LIMITED.**
Sd/-
(Ashish Pratihast)
Company Secretary & Compliance officer

Place: Kolkata
Date: 29th August, 2025.

দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড

সিআইএনঃ এল৫১২২৬ডব্লু১৯৮২পিএলসি০৩৫৪৬৭
রেজি. অফিসঃ ১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং. ৫২
কলকাতা-৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গ, যোগাযোগঃ +৯১ ৯০৭৩৯৮০৮৩১
ইমেলঃ dantavyapar@hotmail.com ওয়েবসাইটঃ www.dantavyapar.com

৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের ৪৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম') **বুধবার, ২৪.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১:০০ টায়, ১, ক্রুকড লেন, গ্রাউন্ড ফ্লোর, রুম নং জি২, কলকাতা-৭০০০৬৯, পশ্চিমবঙ্গে** অনুষ্ঠিত হবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সেবি (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর বিধান মেনে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য এই সভা অনুষ্ঠিত হবে।
২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেই সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ')/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত।
এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনকোম্পানির ওয়েবসাইট (http://www.dantavyapar.com), সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ, অর্থাৎ সিএসই (https://www.cse-india.com)-এও পাওয়া যাবে।
কোম্পানি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল') নামক ই-ভোটিং এজেন্সির মাধ্যমে শেয়ারহোল্ডারদের রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করবে। রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিতে অক্ষম শেয়ারহোল্ডাররা এজিএমে ভোট দিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং এবং এজিএমের বিস্তারিত পদ্ধতি এজিএমের বিজ্ঞপ্তিতে দেওয়া হবে।
ডিম্যাট মোডে শেয়ারধারী শেয়ারহোল্ডারদের যাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত নয়, তারা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (দের) সাথে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করতে পারেন, এবং ফিজিক্যাল মোডে শেয়ারধারী শেয়ারহোল্ডারদের অনুরোধ করা হচ্ছে যে তারা তাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানির আরটিএ অর্থাৎ মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেডের সাথে আপডেট করুন, mdpldc@yahoo.com অথবা কোম্পানির ইমেল আইডি dantavyapar@hotmail.com ঠিকানায় লিখে এবং এসইবিআই দ্বারা বিজ্ঞাপিত ফর্ম নং আইএসআর-১, আইএসআর-২, এসএইচ-১৩-তে তাদের কেওয়াইসি জমা/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, আরটিএ ওয়েবসাইট https://mdplin/ থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

দন্ত ব্যাপার কেন্দ্র লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
(ইতি ভোটিকা)
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯.০৮.২০২৫

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY
HOWRAH
TENDER NOTICE

TENDERS are invited from the bonafide contractors vide Notice no- : **NIT-635, Dated-22.08.25 06 NOS** OF WORKS(MAME/MSDP)
SD/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

Mirzapur Bankipur Gram Panchayat

Mirzapur-Bankipur, Singur, Hooghly

E-Tender are invited of Pradhan Mirzapur Bankipur GP for different schemes from Reputed Vendors, **e-NIT NO-(1) 357/MB/25-26/15th FC(Untied),Sl. No. 1 to 7, Publish Date: 28.08.2025 (2) 358/MB/25-26/15th FC(Tied),Sl No. 1 to 8, Publish Date: 29.08.2025 (3) 359/MB/25-26/15th FC(Tied)**, **Sl. No. 1 to 3, Publish Date: 30.08.2025.** Last date of submission of Bid(Online): **09.09.2025 at 12.00 am**. **Opening Date - 11/09/2025**. Details are available at the Gram Panchayat Notice Board and website **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/- Pradhan
Mirzapur Bankipur Gram Panchayat

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ডে. চিফ অপারেশনস ম্যানেজার/আইটি, মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ কাজের নাম ঃ দ্বিবার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরণের বহনযোগ্য অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের রিফিলিং, মেরামত, রঙ এবং সাধারণ রক্ষণাবেক্ষণ। এর মধ্যে ব্লু লাইন (দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ), পার্পল লাইন (জোকা থেকে তারাতলা) এবং গ্রিন লাইন-১ (সেক্টর-৫ থেকে শিয়ালদহ)-এর ৪০টি মেট্রো রেলওয়ে স্টেশনে স্থাপিত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রের পর্যায়ক্রমিক পরিষ্কার, পরীক্ষা এবং যাচাইকরণ অন্তর্ভুক্ত। এই চুক্তির পরিধি বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, এভি কমপ্লেক্স, এসঅ্যান্ডটি ইনস্টলেশন, মেট্রো রেক, ডিজি রুম, পাম্প রুম এবং কার ডিপো (নোয়াপাড়া, কবি সুভাষ, জোকা এবং সেন্ট্রাল পার্ক ডিপোতে অবস্থিত)-এর পাশাপাশি মেট্রো রেল ভবন এবং তপন সিনহা মেমোরিয়াল হাসপাতাল ইত্যাদির মতো প্রশাসনিক ভবনগুলিতেও প্রসারিত করা হবে। **চুক্তি/সমাপ্তির মেয়াদ ঃ** ২ বছর (২৪ মাস), **টেন্ডার আপলোডের তারিখ ও সময় ঃ** ২৬.০৮.২০২৫, দুপুর ২টা ৩৮ মিনিটে, **বিডিং শুরুর তারিখঃ** ০৫.০৯.২০২৫। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৯.০৯.২০২৫ বেলা ১১টায়, **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ₹ ২৯,৪৭,৬৪৭.০৭; **বায়না অর্থ ঃ** ₹ ৫৯,০০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্য (টাকা) ঃ** শূন্য, টেন্ডার নথি ডাউনলোড করা যাবে যে ওয়েবসাইট থেকে ঃ **www.ireps.gov.in**
ই-টেন্ডার নং. ঃ ডিআইভি-ফায়ার-০১-২০২৫

আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata

তিরিহান্না কোং. লিমিটেড

রেজি. অফিসঃ ৫ কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ইমেলঃ tirrihannah.ho@gmail.com, ওয়েবসাইটঃ www.tirrihannah.co.in
সিআইএনঃ এল৬৫৯৯৩ডব্লু১৯০৮পিএলসি০০১৮৩৮

১১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা, বই বন্ধ এবং ই-ভোটিং তথ্যের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মেসার্স তিরিহান্না কোং লিমিটেড ('কোম্পানি') এর ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষের ১১৭তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ২০শে সেপ্টেম্বর, ২০২৫ শনিবার, দুপুর ১:০০টায় (ভারতীয় মান সময়) কিরণ শঙ্কর রায় রোড, কলকাতা-৭০০০০১-এ কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে বার্ষিক সাধারণ সভা ('বিজ্ঞপ্তি') আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসাগুলি পরিচালনা করা যায়।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০১ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম অনুসারে, এসইবিআই (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৩৬ ('তালিকাবদ্ধ নিয়ন্ত্রণ') এবং সাধারণ সভার সচিবালয় মান (আপাতত বলব আইনগত পরিবর্তন ('সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন') বা পুনর্প্রণয়ন (পুনঃ প্রণয়ন) সহ) অনুসারে, ১১৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ এবং ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন মেইলের মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠানো হয়েছে যাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানির ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (রা) / রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ'), মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেডের কাছে নিবন্ধিত, এবং যেসব সদস্যদের ই-মেইল আইডি ২২শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (রা) বা আরটিএ-তে নিবন্ধিত নয়, তাদের কাছে প্রকৃত অনুলিপি অনুমোদিত মোডে তাদের নিজ নিজ ডাক ঠিকানায় পাঠানো হয়েছে। বার্ষিক প্রতিবেদন সহ বার্ষিক সাধারণ সভারনোটিশ প্রেরণ ২৯শে আগস্ট, ২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। উপরোক্ত নথিগুলি কোম্পানির ওয়েবসাইট www.tirrihannah.co.in, সিএসই-এর ওয়েবসাইট https://www.cse-india.com এবং ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড ('এনএসডিএল')) এর ওয়েবসাইট www.evoting.nsdl.com এও পাওয়া যাবে। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এর বিধান অনুসারে, যা সংশোধিত কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ এর নিয়ম ২০ এর সাথে পঠিত, এবং তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় মানদণ্ডের ৪৪ (আপাতত বলবৎ আইনগত পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃ প্রণয়ন(গুলি) সহ), কোম্পানি তার সদস্যদের বার্ষিক সাধারণ সভায় লেনদেন করা ব্যবসার ক্ষেত্রে দূরবর্তী ইভোটিং সুবিধা প্রদান করছে। রিমোট ই-ভোটিং **বুধবার, ১৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯:০০ টায় শুরু হবে এবং শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫:০০টায় শেষ হবে**। রিমোট ই-ভোটিং উক্ত তারিখ এবং সময়ের পরে অনুমোদিত হবে না। এই সময়কালে, কাট-অফ ডেট (রেকর্ড ডেট), অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ারধারী কোম্পানির সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। রিমোট ই-ভোটিং প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতির বিশদ বিবরণ উক্ত নোটিশে দেওয়া আছে।
নোটিশ পাঠানোর পর কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, এমন যেকোনো ব্যক্তি ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের অধিকার প্রয়োগের জন্য ব্যবহারকারীর আইডি এবং পাসওয়ার্ড জারি করার জন্য কোম্পানির কাছে আবেদন করতে পারেন। কাট-অফ তারিখে কোম্পানির সদস্য থাকা বন্ধ করে দেওয়া এবং এই নোটিশ প্রাপ্তির পর, শুধুমাত্র তথ্যের উদ্দেশ্যে একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। কোম্পানি সভায় উপস্থিত সদস্যদের জন্য, যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেননি, তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় পোলিং পেপার/ ব্যালট পেপারের মাধ্যমে ভোটদানের সুবিধাও প্রদান করছে। তবে, যারা ইতিমধ্যেই বার্ষিক সাধারণ সভায় রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দিয়েছেন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় যোগদান করতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না। যদি কোনও সদস্য রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় পোলিং পেপার উভয় পদ্ধতিতেই ভোট দেন, তাহলে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে করা ভোটদান জায়েজ হবে এবং পোলিং পেপারের মাধ্যমে করা ভোটদান অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ পদ্ধতিতে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের বিষয়টি যাচাই-বাছাই করার জন্য, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব মিসেস টুইঙ্কল আগরওয়াল (সিওপিঃ ২৫৬০৫)-কে পরীক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে।
কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণের ৪২ নং প্রবিধান অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক সাধারণ সভার উদ্দেশ্যে কোম্পানির সদস্যদের নিবন্ধন ১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়ালটি দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরঃ ০২২ ৪৮৮৬ ৭০০০ অথবা ০২২ ২৪৯৯ ৭০০০-এ কল করতে পারেন অথবা এনএসডিএলের সিনিয়র ম্যানেজার মিসেস পল্লবী মহাত্রেকে evoting@nsdl.co.in এ একটি অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

তিরিহান্না কোং-এর পক্ষে
স্বা/-
প্রীতি আগরওয়াল
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ৩০শে আগস্ট, ২০২৫

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেড

১৮ নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ফোনঃ ২২৩০৯০৯৫, ই-মেইলঃ allianceudyog@gmail.com
CIN: L70100WB1895PLC001021

১২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভা, দূরবর্তী ই-ভোটিং এর বিজ্ঞপ্তি তথ্য এবং বই বন্ধ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের ১২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) বুধবার, ২৪.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.০০ টায় ১৮, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০১-এ তার নিবন্ধিত অফিসে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে ২৫.০৮.২০২৫ তারিখের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনা করা হবে এবং উক্ত নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট http://allianceudyog.co.in-এ পাওয়া যাবে। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারি করা ১৯.০৯.২০২৪ তারিখের সাধারণ সার্কুলার নং ০৯ /২০২৪ অনুসারে, ১২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা এবং ২০২৪-২৫ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি কোম্পানি / ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত সকল সদস্যের কাছে পাঠানো হয়েছে। SEBI/HO/DDHS/DDHS-PoD-1/P/CIR/2025/83 তারিখ ০৫.০৬.২০২৫, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (SEBI) দ্বারা জারি করা হয়েছে, SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ (LODR প্রবিধান) এর প্রবিধান ৩৬(১)(বি) থেকে। ১৭.০৯.২০২৫ তারিখের কাট-অফ তারিখ অনুসারে, ভৌত আকারে অথবা ডিম্যাট্রিয়ালাইজড আকারে শেয়ারধারী সদস্যরা ১২৯ তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত ব্যবসায়িক আইটেমগুলিতে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন, বার্ষিক সাধারণ সভার স্থান ব্যতীত অন্য কোনও স্থান থেকে রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে এবং সংশোধিত কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০ এর নিয়ম ২০ অনুসারে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় পোলিং পেপারের মাধ্যমেও ভোট দিতে পারবেন। কোম্পানি এই উদ্দেশ্যে ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেড (NSDL) এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। সকল সদস্যদের অবহিত করা হচ্ছে যেঃ (ক) ১২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর তারিখ ২৮.০৮.২০২৫ (খ) দূরবর্তী ই-ভোটিং ২১.০৯.২০২৫ তারিখে সকাল ৯.০০ টায় শুরু হবে (গ) ই-ভোটিং ২৩.০৯.২০২৫ তারিখে বিকেল ৫.০০ টায় শেষ হবে (ঘ) ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা বার্ষিক সাধারণ সভার ভোটদানের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য শেষ তারিখ ১৭.০৯.২০২৫ (ঙ) বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ পাঠানোর পর যে কেউ কোম্পানির শেয়ার অর্জন করে এবং কোম্পানির সদস্য হন এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ ১৭.০৯.২০২৫ তারিখে শেয়ার ধারণ করেন, তিনি evoting@nsdl.co.in ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে লগইন আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি কোনও ব্যক্তি ইতিমধ্যেই রিমোট ই-ভোটিং-এর জন্য NSDL-তে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ভোট দেওয়ার জন্য বিদ্যমান ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করা যেতে পারে (চ) সদস্যরা আরও মনে রাখবেন যে - i) ২৩.০৯.২০২৫ তারিখে বিকাল ৫.০০ টার পরে NSDL দ্বারা রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে এবং সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না ii) বার্ষিক সাধারণ সভার আগে রিমোট ই-ভোটিং-এর মাধ্যমে ভোট দেওয়া সদস্যরাও বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন কিন্তু পুনরায় ভোট দেওয়ার অধিকারী হবেন না এবং iii) কাট-অফ তারিখে ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষিত সদস্যদের নিবন্ধন বা সুবিধাভোগী মালিকদের নিবন্ধনে যার নাম লিপিবদ্ধ থাকবে কেবল তিনিই বার্ষিক সাধারণ সভার সময় রিমোট ই-ভোটিং বা পোলিং পেপারের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন (ছ) সদস্যরা কোম্পানির ওয়েবসাইট http://allianceudyog.co.in-এ বার্ষিক প্রতিবেদন ২০২৪-২৫-এর সম্পূর্ণ সেট এবং বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি দেখতে পারেন। (জ) পরিচালনা পর্ষদ মেসার্স মনোজ সাউ অ্যান্ড কোং-এর প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি মিঃ মনোজ প্রসাদ সাউ-কে বার্ষিক সাধারণ সভার সময় সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে রিমোট ই-ভোটিং এবং পোল পেপারের মাধ্যমে ভোটদান প্রক্রিয়া যাচাই-বাছাই করার জন্য স্ক্রুটিনাইজার হিসেবে নিযুক্ত করেছে। (ঝ) ই-ভোটদানের প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি সম্পর্কে, সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত নির্দেশাবলী পড়তে পারেন অথবা NSDL-এর ওয়েবসাইট https://www.evoting.nsdl.com-এ যেতে পারেন এবং প্রশ্নের ক্ষেত্রে, সদস্যরা উক্ত ওয়েবসাইটের ডাউনলোড বিভাগে শেয়ারহোল্ডারদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন। ই-ভোটিং সংক্রান্ত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যার ক্ষেত্রে, সদস্যরা NSDL, ৪র্থ তলা, 'এ' উইং, ট্রেড ওয়ার্ল্ড, কমলা মিলস কম্পাউন্ড, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারে! মুম্বাই - ৪০০ ০১৩-এ যোগাযোগ করতে পারেন। ইমেলঃ evotingnsdl.co.in, টেলিফোনঃ ০২২-২৪৯৯ ৪৭৩৮। কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৯১ এবং এর অধীনে প্রযোজ্য নিয়মাবলী এবং SEBI (তালিকাবদ্ধ বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ এর ৪৪ নং প্রবিধান অনুসারে, সদস্যদের নিবন্ধন এবং কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য শেয়ার স্থানান্তর বই বৃহস্পতিবার, ১৮.০৯.২০২৫ থেকে বুধবার, ২৪.০৯.২০২৫ (উভয়দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

অ্যালায়েন্স উদ্যোগ লিমিটেডের পক্ষে,
অরুন কুমার লোহিয়া
পরিচালক
DIN: 00613114

স্থানঃ কলকাতা
তারিখঃ ২৯ ।৮ ।২০২৫

অধিনায়কের হ্যাটট্রিকে জয় দিয়ে এশিয়া কাপে অভিযান শুরু ভারতের

রাজগীর, ২৯ আগস্টঃ এশিয়া কাপ ২০২৫ নিজেদের অভিযান শুরু করল ভারতীয় হকি দল। কিন্তু প্রত্যাশিত সহজ জয় নয়, বরং চিনের বিরুদ্ধে কার্যত রক্ত জল করা এক লড়াইয়ে ৪-৩ ব্যবধানে জিতল হরমনপ্রীতরা। অধিনায়ক নিজেই করলেন হ্যাটট্রিক। গোল পেলেন যুগরাজ সিংও। তবে রক্ষণে একাধিক ভুল ভারতের জন্য বড় প্রশ্ন তুলে দিল এই ম্যাচে। খেলার শুরুতেই আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় ভারতকে। ম্যাচের তৃতীয় মিনিটেই গোল করে বসে ভারত, কিন্তু চিনের রেফারেল এবং আম্পায়ারের সিদ্ধান্তে সেই গোল বাতিল হয়। এরপর ১২ মিনিটে ভারতের রক্ষণে ফাঁক পেয়ে পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে এগিয়ে যায় চিন। ডু শিহাওয়ের স্টিকে ম্যাচে ১-০ লিড নেয় তাঁরা। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে ঘুরে দাঁড়ায় ভারত, ১৮ মিনিটে অধিনায়ক হরমনপ্রীত মাঠের বাইরে থাকার সময় পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করেন যুগরাজ সিং। এরপর এক মিনিটের মধ্যেই ফিরে এসে নিজেই পেনাল্টি কর্নার থেকে গোল করে দলকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে দেন হরমনপ্রীত। তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই আবারও গোল করেন হরমনপ্রীত, যা ম্যাচে তাঁর দ্বিতীয় গোল। তখন মনে হচ্ছিল ভারত সহজেই ম্যাচ জিতে নেবে। কিন্তু চিন হাল ছাড়েনি। প্রথমে চেন বেনহাইয়ের গোলে ব্যবধান কমে দাঁড়ায় ৩-২। এরপর আরেকটি পেনাল্টি কর্নার থেকে চিন ফের গোল করে সমতা ফিরিয়ে দেয় (৩-৩)। এই সময় একটি পেনাল্টি স্ট্রোক পেয়েও তা কাজে লাগাতে পারেননি হরমনপ্রীত, বল পোস্টে লেগে বাইরে চলে যায়। শেষ কোয়ার্টারের শুরুতেই ফের হরমনপ্রীতের স্টিকে গোল, হ্যাটট্রিক সম্পূর্ণ করলেন অধিনায়ক। স্কোরলাইন দাঁড়াল ৪-৩। এরপর ভারতের কোচ ক্রেগ ফুলটন রক্ষণে জোর দেন। যদিও ম্যাচের ৮ মিনিট বাকি থাকতে জারমনপ্রীত সিংহ হলুদ কার্ড দেখে পাঁচ মিনিটের জন্য মাঠের বাইরে চলে যান। চিন এই সময়ে একাধিক আক্রমণ চালালেও গোল করতে ব্যর্থ হয়। ফলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে ৪-৩ ব্যবধানে জয় পায় ভারত। ম্যাচে মোট সাতটি গোলই এসেছে পেনাল্টি কর্নার থেকে। ওপেন প্লে থেকে কোনও দলই গোল করতে পারেনি। ভারতের আক্রমণ যেখানে ধারালো, সেখানে রক্ষণভাগ বেশ কয়েকবার ভুল করেছে। চিনের বিরুদ্ধে বারবার সেই ভুল ধরা পড়েছে।

বিসিসিআই সমন পাঠাল রোহিত শর্মাকে, বেঙ্গালুরু আসতে হবে ১৩ সেপ্টেম্বর

মুম্বই, ২৯ আগস্টঃ ভারতীয় ক্রিকেটে এখন আর ফিটনেসের মাপকাঠি শুধুমাত্র ইয়ো ইয়ো টেস্ট নয়। গৌতম গম্ভীর জমানায় এখন এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ব্রঙ্কো টেস্ট। সাধারণত রাগবিতে প্রচলিত এই কষ্টকর পরীক্ষাই এখন টিম ইন্ডিয়ার খেলোয়াড়দের সামনে দলে জায়গা পাওয়ার ক্ষেত্রে ব। চ্যালেঞ্জ। প্রত্যেক ক্রিকেটারকেই দিতে হবে এই টেস্ট। নভেম্বরে অস্ট্রেলিয়া সফরে যাবে টিম ইন্ডিয়া। সেখানে ওডিআই ও টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে গম্ভীরের ছাত্ররা। এখন পর্যন্ত যা খবর, রোহিত শর্মার নেতৃত্বেই অজিভূমে একদিনের সিরিজ খেলবে ভারত। তবে তার আগে ক্রিকেটারদের দিতে

হবে ফিটনেস পরীক্ষা, যার মধ্যে রয়েছে ব্রঙ্কো টেস্টও। বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাকেও বসতে হবে এই পরীক্ষায়। সংবাদমাধ্যম সূত্রে এদিন জানা গিয়েছে, ফিটনেস মূল্যায়নের জন্য রোহিত শর্মাকে ১৩ সেপ্টেম্বর বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত বিসিসিআইয়ের সেন্টার অব এক্সলেন্সে রিপোর্ট করতে বলা হয়েছে। ফিটনেস টেস্ট দেওয়ার পাশাপাশি রোহিত সেখানে ২-৩ দিন থাকবেন ও অস্ট্রেলিয়া সফরের জন্য প্রস্তুতি সারবেন। রোহিতের বর্তমান বয়স ৩৮। পরবর্তী ওডিআই বিশ্বকাপ ২০২৭ সালে। হিটম্যানের ঘনিষ্ঠদের দাবি, সেই বিশ্বকাপে রোহিত খেলবেন। যদিও ভারতীয় নির্বাচক মণ্ডলী ও টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যার গৌতম গম্ভীরের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে না, তাঁরা রোহিতকে নিয়ে অতদূর ভাবছেন। অনেকেই মনে করছেন, সেই পথ পরিষ্কার করতেই তাঁকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে ব্রঙ্কো টেস্টের মতো কঠিন পরীক্ষায়। ব্রঙ্কো টেস্ট প্রধানত সহনশীলতা এবং গতি মাপার পরীক্ষা, যা নিউজিল্যান্ড রাগবি থেকে জনপ্রিয় হয়েছে। এতে একজন খেলোয়াড়কে ২০ মিটার, ৪০ মিটার ও ৬০ মিটার দূরত্বে বারবার শাটল রানের মতো ছুটে গিয়ে ফিরে আসতে হয়। নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে একাধিকবার এই কাজ করতে হয়। মাপা হয় অ্যাথলিটের স্ট্যামিনা, স্পিড এবং পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা। ক্রিকেটে নতুন হলেও, ফিটনেসের কঠিন মানদণ্ড হিসাবে অনেক দলই একে বাধ্যতামূলক করেছে। বিরাট ও রোহিতকেও এবার এই পরীক্ষা দিতে হবে। কোহলির ফিটনেস অবশ্য এখনও যে কোনও ক্রিকেটারকে পাল্লা দেবে, কিন্তু রোহিতের ক্ষেত্রে কী হবে, সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। ভারতের বর্তমান ওডিআই অধিনায়ক অবশ্য তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা কেকেআরের কোচ অভিষেক নায়ারের সঙ্গে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন।

পুরনো নিয়মে পরিবর্তন

এশিয়া কাপ খেলতে দুবাইতে জড়ো হবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা

মুম্বই, ২৯ আগস্টঃ সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে এশিয়া কাপ। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের এই টুর্নামেন্টে ভারত আমিরশাহির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে অভিযান শুরু করবে ১০ সেপ্টেম্বর। এদিন বিসিসিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বে এশিয়া কাপের জন্য ভারতীয় দলের খেলোয়াড়রা দুবাইয়ে জড়ো হবেন। এর আগে দেখা যেত, বিদেশ সফরের আগে দলের সদস্যরা সাধারণত মুম্বইয়ে জড়ো হতেন ও তারপর সেখান থেকে একসঙ্গে চলে যেতেন। কিন্তু এবার তা হচ্ছে না। টিম ইন্ডিয়া সদস্যরা ৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে জড়ো হবেন। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, ৪ সেপ্টেম্বর সন্ধের মধ্যে সমস্ত ক্রিকেটার দুবাই পৌঁছবেন এবং ৫ সেপ্টেম্বর আইসিসি অ্যাকাডেমিতে প্রথম নেট সেশন অনুষ্ঠিত হবে। লজিস্টিক সুবিধার কথা মাথায় রেখে খেলোয়াড়দের তাঁদের নিজ নিজ শহর থেকে সরাসরি দুবাই পৌঁছতে বলা হয়েছে। জানা গিয়েছে, টিম ইন্ডিয়া স্কোয়াডের কিছু সদস্য মুম্বই থেকে রওনা হবেন। তবে বেশ কিছু সদস্য মুম্বই হয়ে দুবাই পৌঁছতে রাজি নন। তাঁরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে দুবাই যেতে চাইছেন। ভারত টুর্নামেন্টের তাদের প্রথম ম্যাচে ১০ সেপ্টেম্বর সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিপক্ষে খেলবে। ১৪ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবেন গৌতম গম্ভীরের ছাত্ররা। সুপার ফোর পর্বের আগে তাদের তৃতীয় গ্রুপ ম্যাচটি ১৯ সেপ্টেম্বর ওমানের বিরুদ্ধে। স্ট্যান্ডবাই খেলোয়াড়দের মধ্যে থাকা প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ বা ওয়াশিংটন সুন্দর মূল দলের সঙ্গে নেট বোলার হিসাবে ভ্রমণ করবেন কি না জানতে চাইলে, বোর্ড আধিকারিকের কাছ থেকে অবশ্য কোনও উত্তর পাওয়া যায়নি।

ব্রাইটের টার্গেট আই-লিগ জয়, আফোলাবির চোখ ডায়মন্ড হারবারের জার্সিতে আইএসএল খেলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৯ আগস্টঃ আবির্ভাবের পাঁচ বছরের মধ্যেই ভারতীয় ফুটবল মানচিত্রে স্থান করে নিয়েছে ডায়মন্ড হারবার এফসি। সদ্য তারা ডুরান্ড কাপে রানার্স হয়েছে। গত মরশুমে আই লিগ টু জিতে এবার তারা খেলবে আই লিগের মূল পর্বে। দলের প্রধান কোচ কিবু ভিকুনা। এই স্প্যানিশ কোচ এর আগে আইএসএলের ক্লাবেও কোচিং করিয়েছেন। পাশাপশি কিবুর অধীনেই আই লিগ জিতেছিল মোহনবাগান। আই লিগ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে দল গোছানো মোটামুট্রি শেষ ডিএইচ এফসির। এবার দলে রয়েছেন মায়সেন ও ক্লেইটনের মতো বিদেশি। পাশাপাশি জবি জাস্টিনের মতো ভারতীয় ফুটবলের বেশ কিছু তারকা এই দলে রয়েছেন। এবার দলে যোগ দিলেন আরও দুই বিদেশি ব্রাইট এনোবাখারে ও সানডে আফোলাবি। ব্রাইট চার বছর পর ফিরলেন ভারতীয় ফুটবলে। ২০২১ সালে ইস্টবেঙ্গলের জার্সিতে তাঁর ভারতীয় ফুটবলে অভিষেক হয়েছিল। ১২ ম্যাচে ৩ গোল ও ১টি অ্যাসিস্ট করা ব্রাইটের সঙ্গে লাল-হলুদের পথচলা দীর্ঘায়িত হয়নি। তবে তাঁর ছোট্ট

আইএসএল অধ্যায় মন কেড়েছিল বহু লাল-হলুদ সমর্থকের। ভারত ছাড়ার পর ব্রাইট গত চার বছরে ইংল্যান্ড (কভেন্ট্রি সিটি) ইজরায়েল (হাপোয়েল জেরুজালেম), রুখ লিভ (ইউক্রেন) ও আল বিদ্দার (কাতার) ক্লাবে খেলেছেন। এবার তিনি ফের কলকাতার ক্লাবে। কলকাতায় ফিরতে পেরে নিজের আনন্দ চেপে রাখতে পারেননি ব্রাইট। নাইজেরিয়ার এই ফরোয়ার্ড বলেছেন, ''ডায়মন্ড হারবার এফসির উন্নতি এবং তাদের আগামীর পরিকল্পনার টানেই এলাম এই ক্লাবে। ইস্টবেঙ্গলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। তবে সত্যি বলতে এখন আর অতীত নিয়ে আমি আর ভাবতে চাই না। বর্তমানেই ফোকাস। আমার নতুন ঘর ডায়মন্ড হারবার এফসি। তাদের হয়েই সর্বস্ব দিয়ে লড়াই করতে চাই।'' ব্রাইট আপাতত আই-লিগ জিততে চান। তিনি বলেন, ''আইএসএল খেলেছি ইস্টবেঙ্গলের হয়ে, এবার আই-লিগ খেলব। অবশ্যই লক্ষ্য থাকবে এক নম্বরে শেষ করে বোঝানো, কেন আমরা দাবিদার। যদিও এই লিগ নিয়ে আমার কোনও ধারণা নেই। তবে আমি ধাপে ধাপে ভাবতে চাই।'' ভিসার কারণে আসতে অনকেটা দেরি হওয়ায় রীতিমতো হতাশ হয়ে পড়েছিলেন ব্রাইট-সানডে। ডায়মন্ড কোচ কিবু ডুরান্ড ফাইনালের পর বলেছিলেন এই দুই ফুটবলারকে পেলে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত। ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার সানডে কলকাতায় পা রাখার পর বলেছেন, ''কলকাতায় আসতে দেরি হওয়ায় আমরা দু'জনেই খুব হতাশ হয়ে পড়েছিলাম। চেয়েছিলাম যত দ্রুত সম্ভব এখানে আসতে। ডুরান্ড কাপে যোগ দিতে চেয়েছিলাম দলের সঙ্গে। তবে এতে আমাদের কোনও দোষ নেই। সবটাই দূতাবাসের সিদ্ধান্ত। সেখানে আমাদের তো আর কিছু করার নেই।'' ব্রাইট ও সানডের সঙ্গে ইতমধ্যেই কথা হয়েছে চাণক্য কিবু ভিকুনা ও সতীর্থদের সঙ্গে। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকের আগে তাঁরা ক্লাবের অনুশীলনেও চোখ রেখেছিলেন। সানডে জানালেন, নতুন সতীর্থদের মধ্যে একজন কিন্তু তাঁর প্রাক্তন সতীর্থও। ব্রাজিলিয়ান ক্লেটনের সঙ্গে গত মরসুমে তিনি একসঙ্গে খেলেছেন। মালয়েশিয়ান সুপার লিগে তিনি আর ক্লেটন পেরাক এফসি-র হয়ে খেলেছেন। ব্রাইটের আই-লিগে চোখ থাকলেও ইন্ডিয়ান সুপার লিগে খেলাই টার্গেট সানডের। তিনি বললেন, ''আমরা সুপার লিগে খেলে ইতিহাস লিখতে চাই।'' বুঝিয়ে দিলেন যে আই-লিগ জিতেই যেতে চান পরের ধাপে। এখন দেখার এই দুই তারকার আগমনে হীরক দ্যুতি আরও উজ্জ্বল হয় কি না।

রজার বিনি কি আর সভাপতি নন? বিসিসিআইয়ের অন্দরে বড়সড় বদলের ইঙ্গিত!

মুম্বই, ২৯ আগস্টঃ ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডে বড়সড় পরিবর্তনের ইঙ্গিত। একটি সংবাদপত্র সূত্রে খবর বোর্ড প্রেসিডেন্ট রজার বিনি আপাতত আর দায়িত্বে নেই। তাঁর পরিবর্তে কার্যনির্বাহী সভাপতি হিসেবে কুর্সি সামলাচ্ছেন সহ-সভাপতি রাজীব শুক্ল। বুধবার বোর্ডের অ্যাপেক্স কাউন্সিল মিটিংয়েই এমন সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে দাবি ওই সংবাদপত্রের। মিটিংয়ের মূল আলোচ্য ছিল টিম ইন্ডিয়ার নতুন লিড স্পনসর। কিছুদিন আগেই বিদায় নিয়েছে 'ড্রিম-১১'। সেপ্টেম্বরে শুরু এশিয়া কাপ। হাতে দু'সপ্তাহও সময় বেঁচে নেই। অথচ এখনও নতুন স্পনসরের নাম ঠিক হয়নি। বোর্ড সূত্রে খবর, শুধুমাত্র এশিয়া কাপের জন্য অস্থায়ী কোনও স্পনসর নেওয়ার পথে হাঁটছে না বিসিসিআই। লক্ষ্য দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি। অন্তত আড়াই বছরের জন্য, অর্থাৎ ২০২৭ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত বোর্ড একজন লিড স্পনসর ঠিক করতে চাইছে। বিসিসিআইয়ের কার্যপ্রণালী চলছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তৈরি লোধা কমিটির সংবিধান অনুযায়ী। সম্প্রতি সংসদে জাতীয় ক্রীড়া

প্রশাসন আইন পাশ হলেও সেটি কার্যকর হতে আরও চার-পাঁচ মাস লাগবে। ফলে সেপ্টেম্বরে নির্ধারিত বার্ষিক সাধারণ সভা ও বোর্ড নির্বাচন এখনকার নিয়মেই হবে। লোধা কমিটির সুপারিশ মতে, কোনও বোর্ড পদাধিকারীর বয়সসীমা ৭০ বছর। কিন্তু নতুন আইনে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক সংস্থার গঠনতন্ত্র যদি অনুমতি দেয়, তবে ৭০ থেকে ৭৫ বছর বয়সীরাও ভোটে লড়তে পারবেন। তবে একসঙ্গে ছয় বছর বা মোট নয় বছর দায়িত্বে থাকলে পদ ছাড়তেই হবে। অতএব, প্রশ্ন এখন একটাই-পরবর্তী নির্বাচন পর্যন্ত রজার বিনি কি কার্যত সরে দাঁড়াচ্ছেন? নাকি এটা শুধুই অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা? এর জবাব হয়তো আগামী কিছুদিনের মধ্যেই মিলতে চলেছে।

আর্জেন্টিনার মাটিতে সেপ্টেম্বরেই কি লিওনেল মেসির 'লাস্ট ড্যান্স'

মায়ামি, ২৯ আগস্টঃ কবে অবসর নেবেন, তা এখনো জানাননি। তবে এটা জানেন, বুয়েনস আইরেসে আগামী সপ্তাহে এস্তাদিও মনুমেন্তালে ভেনেজুয়েলার বিপক্ষে ম্যাচটি হতে পারে ঘরের মাঠে জাতীয় দলের জার্সিতে তাঁর শেষ ম্যাচ! অন্তত বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ঘরের মাঠে শেষ ম্যাচ তো বটেই। খেলোয়াড়ের নাম লিওনেল মেসি। ইন্টার মায়ামির হয়ে গতকাল লিগস কাপের ফাইনালে ওঠার পর ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব নিয়ে কথা বলেন ৩৮ বছর বয়সী আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি, ''আমার জন্য এটা হবে খুব খুব বিশেষ ম্যাচ। কারণ, বাছাইপর্বে (ঘরের মাঠে) এটাই শেষ ম্যাচ।'' ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলা আগেই নিশ্চিত করেছে আর্জেন্টিনা। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ভারতীয় সময় ভোরে বুয়েনস আইরেসে আয়োজক হয়ে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে লিওনেল স্কালোনির দল। মাঝে চার দিন বিরতির পর আগামী ১০ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের মাটিতে নিজেদের শেষ ম্যাচ খেলবে বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। সংবাদ সংস্থা অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস জানিয়েছে, আগামী বছর বিশ্বকাপ শেষে আর্জেন্টিনা জাতীয় দল থেকে অবসর নেওয়ার ইঙ্গিত এর আগে দিয়েছেন মেসি। এ হিসেবে বিশ্বকাপ শুরুর আগে আর্জেন্টিনা নিজেদের মাটিতে প্রীতি ম্যাচ না খেললে ভেনেজুয়েলা ম্যাচই হতে পারে ঘরের মাঠে জাতীয় দলের জার্সিতে মেসির শেষ ম্যাচ। আগামী অক্টোবর ও নভেম্বরে প্রীতি ম্যাচ খেলতে যুক্তরাষ্ট্র, অ্যাঙ্গোলা, ভারত সফরে আসবে আর্জেন্টিনা দল। আগামী বছরের মার্চে 'ফিনালিসিমা' ম্যাচে স্পেনের মুখোমুখি হওয়ার কথা আর্জেন্টিনার। কনমেবল এই ম্যাচের দিন-তারিখ এখনো ঠিক করেনি এবং সম্ভাব্য ভেন্যু মেক্সিকো সিটি। এরপর ২০২৬ বিশ্বকাপে খেলতে নামবে আর্জেন্টিনা, যা অনুষ্ঠিত হবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয়। ২০৩০ বিশ্বকাপের বাছাইপর্ব শুরু হবে ২০২৭ সালে। তখন মেসির বয়স হবে ৪০ বছর। তত দিন পর্যন্ত কিংবদন্তির জাতীয় দলে না খেলার সম্ভাবনাই বেশি। মেসির নিজের কাছেও বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভেনেজুয়েলা ম্যাচের আবেদন অন্য রকম, ' না (ভেনেজুয়েলা ম্যাচ) এরপর প্রীতি ম্যাচ কিংবা আরও ম্যাচ থাকবে কি না। কিন্তু এই ম্যাচটা খুবই বিশেষ। তাই আমার সঙ্গে আমার পরিবার সেখানে থাকবে আমার স্ত্রী, সন্তান, বাবা-মা ও ভাইবোনেরা। আমরা এভাবেই উপভোগ করতে চাই। তারপর কী হবে, জানি না।'' মেসির এ বক্তব্যের পর দক্ষিণ আমেরিকান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা

কনমেবল আর দেরি করেনি। গতকাল ভারতীয় সময় সন্ধ্যায় কনমেবলের এক্স হ্যান্ডলে আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের জার্সি পরা মেসির একটি ছবি পোস্ট করা হয়। ক্যাপশনের লেখা ইংরেজিতে দাঁড়ায়, 'হেয়ার কামস দ্য লাস্ট ড্যান্স।' অর্থাৎ ঘরের মাঠে জাতীয় দলের জার্সিতে মেসির শেষ ম্যাচটি এগিয়ে আসছে! আর্জেন্টিনার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (এএফএ) অবশ্য ঘরের মাঠে মেসির সম্ভাব্য এই শেষ ম্যাচের সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে। এই ম্যাচে টিকিটের দাম বাড়িয়েছে এএফএ। সবচেয়ে সস্তা টিকিটের দাম ১০০ ডলার। সবচেয়ে দামি টিকিটের দাম ৫০০ ডলারের আশপাশে। এএফএ সভাপতি ক্লদিও তাপিয়া গত বৃহস্পতিবার নিশ্চিত করেছেন, অক্টোবরে যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে ভেনেজুয়েলা ও শিকাগোয় পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা। তাপিয়া চান, ২০২৬ বিশ্বকাপের পরেও যেন জাতীয় দলের জার্সিতে খেলা চালিয়ে যান মেসি। এ নিয়ে তিনি ক্রোয়াট কিংবদন্তি ৩৯ বছর বয়সী লুকা মদরিচের উদাহরণ টেনেছেন, ''মদরিচের বয়স কত? সে এখনো ক্রোয়েশিয়া জাতীয় দলে খেলছে। ব্যাপারটা লিও-র ওপর নির্ভর করছে। আশা করি, তার খেলা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আছে।'' অন্যদিকে কিছুদিন আগে ঘোষিত প্রাথমিক দল থেকে দুই জনকে বাদ দিয়ে বিশ্বকাপ বাছাইয়ে ভেনেজুয়েলা ও ইকুয়েডরের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য বৃহস্পতিবার ২৯ জনের চূড়ান্ত দল দিয়েছেন আর্জেন্টিনা কোচ লিওনেল স্কালোনি। মেদিনার বাদ পড়াটা কিছুটা বিস্ময়করই। সবশেষ ম্যাচে গত জুনে কলম্বিয়ার বিপক্ষে শুরুর একাদশে ছিলেন তিনি। নির্ভরযোগ্য ডিফেন্ডার লিসান্দ্রো মার্টিনেজ চোটের কারণে এখনও বাইরে থাকার পরও চূড়ান্ত দলে জায়গা মিলল না মেদিনার। ক্লাব ফুটবলে আলো ছড়িয়ে এবারই প্রথম জাতীয় দলে ডাক পেয়েছেন ২৪ বছর বয়সী লোপেজ। তার সামনে এখন আন্তর্জাতিক ফুটবলে অভিষেকের হাতছানি। এরই মধ্যে ২০২৬ বিশ্বকাপের টিকেট নিশ্চিত করে ফেলা আর্জেন্টিনা আগামী ৫ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে ভেনেজুয়েলার মুখোমুখি হবে। এরপর ১০ সেপ্টেম্বর ইকুয়েডরের মাঠে খেলবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। ১৬ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আছে আর্জেন্টিনা। ২৫ পয়েন্ট নিয়ে দুই নম্বরে থাকা ইকুয়েডরেরও নিশ্চিত হয়েছে বিশ্বকাপের টিকেট। ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ১০ দলের মধ্যে সাত নম্বরে আছে ভেনেজুয়েলা। এই অঞ্চল থেকে শীর্ষ ছয় দল সরাসরি বিশ্বকাপের টিকেট পাবে।

আর্জেন্টিনা দল। গোলরক্ষক-এমিলিয়ানো মার্টিনেজ (অ্যাস্টন ভিলা), জেরোনিমো রুলি (অলিম্পিক মার্সেই), ওয়াল্‌তার বেনিতেস (ক্রিস্টাল প্যালেস)। ডিফেন্ডার-নাহুয়েল মোলিনা (আতলেতিকো মাদ্রিদ), ক্রিস্তিয়ান রোমেরো (টটেনহ্যাম হটস্পার), লিওনার্দো বেলার্দি (অলিম্পিক মার্সেই), হুয়ান ফইথ (ভিয়ারেয়াল), নিকোলাস ওতামেন্দি (বেনফিকা), নিকোলাস তাগলিয়াফিকো (লিঁও), গন্সালো মন্তিয়েল (রিভার প্লেট), মার্কোস আকুনা (রিভার প্লেট), হুলিও সোলের (বোর্নমাউথ)। মিডফিল্ডার-লেয়ান্দ্রো পারেদেস (বোকা জুনিয়র্স), রদ্রিগো দে পল (ইন্টার মায়ামি), এসেকিয়েল পালাসিওস (বায়ার লেভারকুজেন), আলান ভারেলা (পোর্তো), আলেক্সিস মাক আলিস্তের (লিভারপুল), জিওভানি লো সেলসো (রিয়াল বেতিস), তিয়াগো আলমাদা (আতলেতিকো মাদ্রিদ), নিকোলাস পাস (কোমো), ভালেন্তিন কার্বোনি (জেনোয়া)। ফরোয়ার্ড-লিওনেল মেসি (ইন্টার মায়ামি), হুলিয়ান আলভারেস (আতলেতিকো মাদ্রিদ), লাউতারো মার্তিনেস (ইন্টার মিলান), নিকোলাস গনসালেস (জুভেন্তাস), জুলিয়ানো সিমেওনে (আতলেতিকো মাদ্রিদ), ক্লাউদিও এচেভেরি (ম্যানচেস্টার সিটি), ফ্রাঙ্কো মাস্তানতুয়োনো (রিয়াল মাদ্রিদ), হোসে মানুয়েল লোপেস (পালমেইরাস)

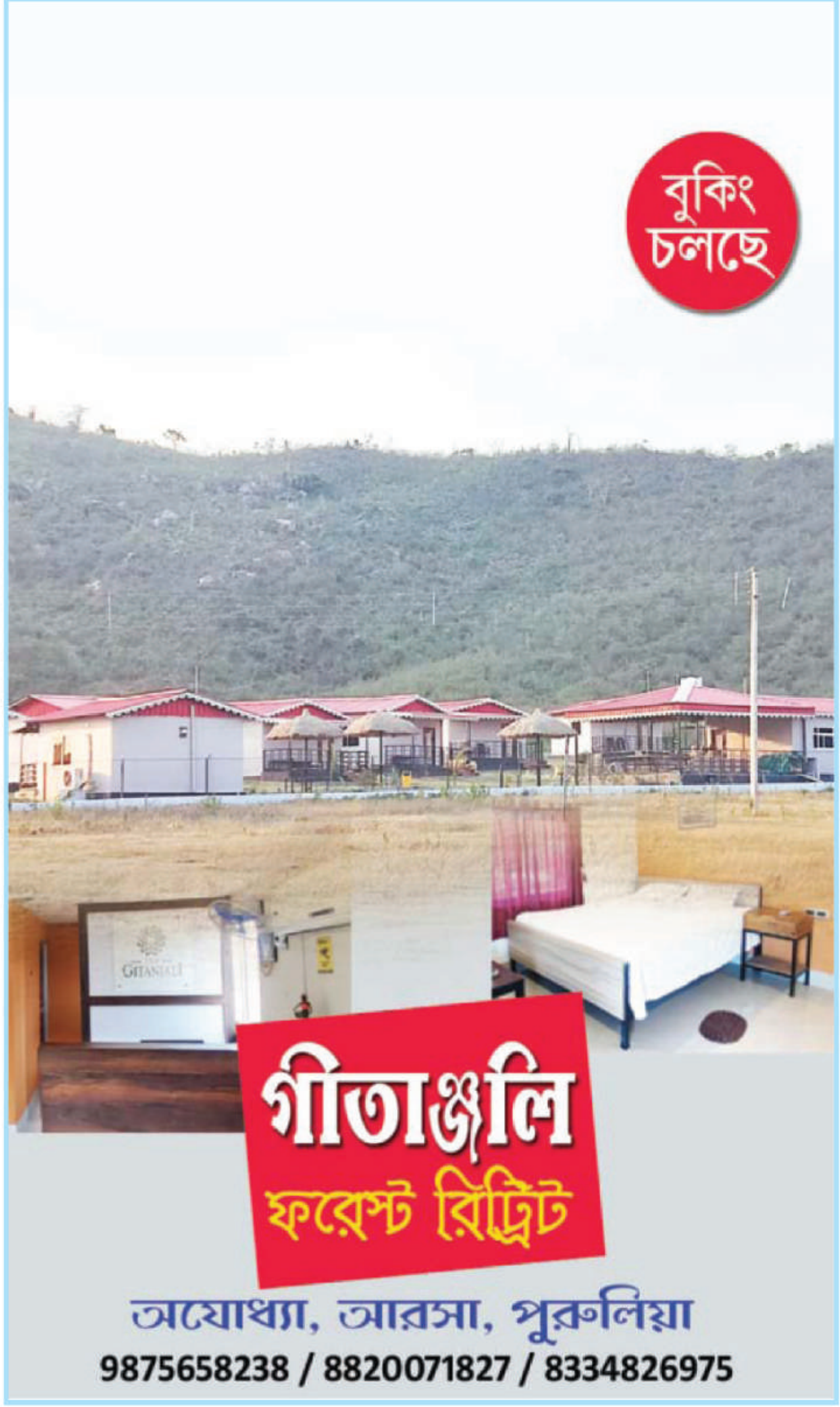

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com